“শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণমূলক একটি সমীক্ষা” ফেনী জেলা শহর প্রেক্ষিত।

সমাজকল্যাণ বিষয়ে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ শের আলী

এম. ফিল. ২য় বর্ষ

নিবন্ধন নং ঃ ৪৫৪

শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৮-২০০৯

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. তানিয়া রহমান

অধ্যাপক

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ।

জুলাই-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

"শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণমূলক একটি সমীক্ষা" ফেনী জেলা শহর প্রেক্ষিত।

গবেষক

মোঃ শের আলী
এম. ফিল. ২য় বর্ষ
নিবন্ধন নং ঃ ৪৫৪
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৮-২০০৯
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. তানিয়া রহমান
অধ্যাপক
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

জুলাই-২০১৩

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, "শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণমূলক একটি সমীক্ষা" ফেনী জেলা শহর প্রেক্ষিত শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

গবেষক

মোঃ শের আলী
এম. ফিল ২য় বর্ষ
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০৮-২০০৯
নিবন্ধন নং ঃ ৪৫৪
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা একটি সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক, পরিকল্পিত এবং জটিল কর্ম প্রক্রিয়া। এ জটিল কর্মপ্রক্রিয়ায় একজন অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়কের সহযোগিতা ছাড়া সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রথমেই আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি যাঁর তত্ত্বাবধানে আমি এম.ফিল গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. তানিয়া রহমানকে, যিনি তাঁর শত কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে এম. ফিল. গবেষণাটি সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ সালাম ও কৃতজ্ঞতা। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক জনাব ড. মোঃ নুরুল ইসলামকে, যিনি আমাকে গবেষণাটি সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইকবার মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জনাব হাবিব উল্যাহ ও সদস্যগণকে এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি অত্র কলেজের অধ্যক্ষ জনাব তায়বুল হক ও উপাধ্যক্ষ জনাব আবুল কালামকে। তাঁরা এ এম. ফিল কোর্স পরিচালনায় ছুটির ব্যাপারে গবেষককে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে বিভিন্ন সময় আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যোগানের জন্য স্ত্রী ও মেয়েকে, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব শাহজাহানসহ সেই সব উত্তরদাতার প্রতি যারা অসীম ধৈর্য্য সহকারে গবেষককে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণ করছি।

মোঃ শের আলী
এম. ফিল ২য় বর্ষ
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
	গবেষণার শিরোনাম	v
	গবেষণার সারসংক্ষেপ	vi
	সারণী তালিকা	ix
	লেখচিত্রের তালিকা	xi
	প্রথম অধ্যায়	
১.১	ভূমিকা	০২
১.২	গবেষণার যৌক্তিকতা	০৪
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	০৬
১.৪	গবেষণার অনুমান	০৬
১.৫	গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞায়ন	০৬
১.৬	গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি	০৮
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
২.১	গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা	১১
	তৃতীয় অধ্যায়	
৩.১	গ্রামীণ দারিদ্র্য ও বাংলাদেশ ঃ একটি বিশ্লেষণ	২১
৩.২	বাংলাদেশে গ্রাম-শহর স্থানান্তর ঃ একটি পর্যালোচনা	২৭
৩.৩	স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মানবাধিকার ঃ একটি আলেখ্য	৩৭
৩.৪	গ্রাম-শহর স্থানান্তর ও বস্তি সমস্যা নিরসনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ	৪০

চুতর্থ অধ্যায়

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যসমূহের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ------------------------- ৪৫-১০৫

৪.১ জনমিতিক তথ্য -- ৪৬

৪.২ স্থানান্তর পূর্ববর্তী তথ্য -- ৫৫

৪.৩ স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কিত তথ্য ------------------------------------- ৬১

৪.৪ স্থানান্তর পরবর্তী আর্থ-সামাজিক তথ্য --------------------------------- ৬৩

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ কেইস স্টাডি-১ --- ১০৭

৫.২ কেইস স্টাডি-২ -- ১১০

৫.৩ কেইস স্টাডি-৩ -- ১১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি তুলানমূলক বিশ্লেষণ -- ১১৬

৬.২ সীমাবদ্ধতা -- ১২৪

৬.৩ সুপারিশ -- ১২৬

৬.৪ উপসংহার -- ১৩১

শব্দ সংক্ষেপ ---------------------------------------১৩৩

তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জী -- ১৩৫

পরিশিষ্ট-১ (সাক্ষাৎকার অনুসূচী) -- ১৪১

পরিশিষ্ট-২ (মানচিত্র)

২. ক বাংলাদেশ নগর জনসংখ্যা ও পরিবারের আকার-২০০১। ------------------- ১৪৮

২. খ ফেনী জেলা (প্রশাসনিক ইউনিট) ------------------- ১৪৯

২. গ বস্তি এবং অননুমোদিত বসতি (গবেষণা এলাকা) ------------------- ১৫০

২. ঘ ফেনী পৌর এলাকার মানচিত্র। ------------------- ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শিরোনাম

“শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণমূলক একটি সমীক্ষা” ফেনী জেলা শহর প্রেক্ষিত।

গবেষণার সারসংক্ষেপ

"শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ফেনী জেলা শহর এলাকায় স্থানান্তরিত দরিদ্রদের উপর গবেষণা কাজ চালানো হয়। তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ফেনী জেলা শহরের মধ্যে অবস্থিত ৪টি বস্তির (সুলতানপুর দরিদ্র এলাকা, বারাহিপুর, রামপুর ও মধ্যম মধুপুর দরিদ্র এলাকা) উপর একটি তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক নমুনা জরিপ চালানো হয়। গবেষণার অনুমান ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক স্থানান্তর দরিদ্র জনগণের সমস্যার মূল কারণ। গবেষণার প্রাপ্ত-তথ্যের ভিত্তিতে অনুমানটি যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ সকল স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণ যারা শহরে এসে শহরের পরিবেশ নষ্ট করছে, গ্রামে ছায়া সুনিবীর পরিবেশ রেখে বসবাসের অনুপযুক্ত টিন, কাঠ আর বাঁশের ঘেরা বস্তিনামক ছোট্ট কুটিরে এসে মাথা গুজাচ্ছে তাদের এ কষ্টস্বীকার করার পিছনেও কারণ রয়েছে। শহরের চাকচিক্যের মোহে নয় একান্ত বাধ্য হয়ে জীবিকার তাগিদেই তারা শহরে এসেছে।

গবেষণাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য ০৩টি কেইস স্টাডি করা হয়েছে এবং গবেষণার সাথে সম্পর্কিত ধারণাসমূহের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা গবেষণাকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল প্রধানত ৪টি ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ জনমিতিক তথ্য। দ্বিতীয়ঃ স্থানান্তর পূববর্তী তথ্য। তৃতীয়তঃ স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কিত তথ্য। চতুর্থতঃ স্থানান্তর পরবর্তী তথ্যাবলী।

উত্তরদাতাদের জনমিতিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, তাদের বেশীর ভাগ অর্থাৎ ২৪.৭৬% রামগতি, লক্ষীপুর থেকে এসেছে। উত্তরদাতাদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৫৪.১২% অববিবাহিত। পাঁচ বছরের উর্ধ্বে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ১৯.৭১% নিরক্ষর ৪২.২৫% এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা আছে। অন্য দিকে উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৫.৭১% নিরক্ষর এবং ৩১.৪২% প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা আছে। স্বাক্ষরদাতার হার ৭৬% হলেও নারী সাক্ষরতা মাত্র ১৬%। উত্তরদাতারা সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

স্থানান্তরের পুর্বে ৮৪.৭৬% এর বাসস্থান ছিল এবং এদের মধ্যে ৭৭.৫২% এর বাসস্থানই ছিল কাঁচা। স্থানান্তরের পূর্বে প্রতিবেশীদের সাথে ৪৯.৫২% উত্তরদাতার সম্পর্ক ছিল মোটামুটি ভালো এবং ৪৫.৭১% উত্তরদাতার সম্পর্ক ছিল ভালো। স্থানান্তরের পূর্বে উত্তরদাতাদের ২৩.৮০% ছিল কৃষক এবং ১৬.১৯% ছিল দিনমজুর। স্থান্তরের পূর্বে ২৩.৮০% উত্তরদাতার আয় ছিল ০-২০০০ টাকার মধ্যে এবং উত্তর দাতাদের গড় মাসিক আয় ছিল ২৭৪২ টাকা।

গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য ছিল উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এতে একাধিকউত্তর সম্ভব ছিল। উত্তর দাতাদের অধিকাংশই ৮৫.৭১% ফেনী শহরে এসেছে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই অদক্ষ এবং ৩১.৪৩% এসেছে নদীভাঙ্গন জনিত কারণে। ১৪.২৯% এসেছে ভূমিহীনতার কারণে। বিয়ে, চিকিৎসা, শিক্ষা চাকুরির জন্য এসেছে ১৩.৩২%

স্থানান্তর পরবর্তী উত্তরদাতাদের আর্থসামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের ৩৮.০৯% ফেনীতে এসে ৫-১০ বছর যাবৎ বস্তিতে অবস্থান করছে। তাদের গড় বাসা ভাড়া ১১২৫/= টাকা। ৮৯.৫২% পরিবারই একক পরিবার। ৬৫.৭১% উত্তরদাতার সম্পত্তিই ০৫ শতাংশের কম রয়েছে। উত্তরদাতাদের চাষযোগ্য গড় ৪১.৪১% শতাংশ জমি রয়েছে এবং এদের মধ্যে ৩৪.৭৮% এর সম্পত্তি ২০-৪০ শতাংশের মধ্যে। উত্তরদাতাদের বসত বাড়ীতে যে সম্পত্তি রয়েছে তার মধ্যে ৩১.৯১% উত্তরদাতার সম্পত্তির পরিমাণ ৫ শতাংশের কম।

ফেনী শহরে আসার পর উত্তরদাতাদের ৮৪.৭৬% কোন না কোন উৎস থেকে ঋণ নিয়েছেন। উত্তর দাতাদের ৮.৫৭% পান-সিগারেট, মুদি, তরকারী, মাছ, পানি বিক্রি, ভাত রান্না করে দোকানে বা ম্যাসে সরবরাহ, রিক্সা ও ভ্যান ভাড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা করেন। ৩৮.০৯% এর পারিবারিক আয় ৩০০০-৫০০০ টাকার মধ্যে এবং তাদের পারিবারিক গড় আয় ৬১৫২ টাকা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪১.২৫% বলেছেন যে, তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সহায়তা হিসাবে বিনামূল্যে বই খাতা ও বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং তাদের মধ্যে ৬৬.৬৭% জনই সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন। ২০.১০% শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন এবং এদের মধ্যে ৭১.৪৩% পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন। যারা অসুস্থায় ভুগছেন এদের মধ্যে ৩৫% সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছেন ২০% উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩২.৩০% এবং ২৬.১৫% সামঞ্জস্যহীনতা ও হতাশায় ভুগছেন। উত্তর দাতাদের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯০%।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৭৫.২৩%। প্রায় সবাই চিত্তবিনোদনে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৩৬.১৯% টিলিভিশন দেখার কথা বলেছেন। উত্তরদাতাদের ৩০.৪৭% তাদের বর্তমান অবস্থার উপর সন্তুষ্ট এবং ২৫.৭১% মোটামুটি সন্তুষ্ট। ৮৬.২৫% গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী। উত্তরদাতাদের মধ্যে পরিবারসহ ফেনী এসেছে ৫৬.২৫% জন এবং এককভাবে এসেছেন ৪৩.৭৫%

জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭০.২৫% ই ফেনীতে এসে প্রথমে বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫৯.২৫% ফেনীতে প্রথম এসে অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

শহরে প্রথম এসে উত্তরদাতাদের ৪২.৮৫% রিকশা চালনা ও ৮.৫৭% দিন মজুরী করতেন। বস্তিবাসীরা যে গৃহে বাস করেন তার গড় আয়তন ৬৭.২৩ বর্গফুট। শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আবাসস্থল বস্তির আইনগত আস্থা সম্পর্কে ৭০.৪৭% উত্তরদাতাদের খারাপ বলে মন্তব্য করেছেন এবং এখানেও একাদিক উত্তর সম্ভব ছিল। এদের মধ্যে ৪৩.৮০% মাদক ব্যবসা, ৩১.৪২% চুরি, ৩৩.৩৩% নারী ও শিশু নির্যাতন ও ২.৮৫% নারী পাচারের কথা বলেছেন। উত্তরদাতাদের বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন সরকারের করণীয় সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতা ৩৭.১৪% বাসস্থানের কথা বলেছেন। ৩৬.১৯% বলেছেন কমসংস্থানের ব্যবস্থা করা। গ্রামে ফিরে যাবার ক্ষেত্রে ৫৭.১৪% উত্তর দাতাই বলেছেন সরকারের উচিৎ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এছাড়া পর্যবেক্ষণে ৪৮.২৫% উত্তরদাতার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল, ৫২.০০% উত্তরদাতা পোশাক পরিচ্ছদ মোটামুটি ভাল, ৬১.২৫% উত্তর দাতার মনোযোগ আগ্রহ মোটামুটি, ৮২.০০% উত্তরদাতা আবেগীয় এবং ৮২.৭৫% উত্তর দাতার তথ্যদানে স্বাভাবিক সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় নারী নির্যাতনের পাশাপাশি পুরুষ নির্যাতন ২.৮৫% উত্তর দাতা সংঘঠিত হওয়ার কথা বলেছেন।

স্থানান্তরের পূর্বে উত্তরদাতাদের সর্বাধিক ২৩.৮০% কৃষিতে নিয়োজিত ছিল অথচ শহরে এসে বেশী সংখ্যক ৪২.৮৫% উত্তরদাতা রিকশা ও ভ্যান চালনায় নিয়োজিত। স্থানান্তরের পূর্বে উত্তরদাতাদের মাসিক গড় আয় ছিল ২,৭৪২ টাকা এবং স্থানান্তরের পরে (বর্তমান) মাসিক গড় আয় ৬১৫২ টাকা। স্থানান্তরের পূর্বে সন্তুষ্ট ছিল ৩৮.০৯% উত্তরদাতা কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট ৩০.৪৭% উত্তরদাতা। বর্তমান অবস্থানে অসন্তুষ্টির মূল কারণ বস্তির পরিবেশগত অবস্থা। গ্রামীণ অদক্ষ জনগন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যেই শহরমুখী হচ্ছে। এই অদক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ব্যাপকভাবে শহরে আসার কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে বস্তি এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা।

গবেষণার সারণীর তালিকা

সারণী নং	সারণীর নাম	পৃষ্ঠা নং
১.	উত্তরদাতাদের জন্মস্থান/ স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্যাবলী----------------------	৪৬
২.	উত্তরদাতাদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস-----------------------------	৪৯
৩.	উত্তরদাতাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী------------------	৫১
৪.	বৈবাহিক মর্যাদার ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের অবস্থান--------------------	৫২
৫.	পাঁচ বছরের উর্ধ্বে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থান --------------------	৫৩
৬.	স্থানান্তর পূর্ববর্তী বাসস্থানের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী--------------------------	৫৫
৭.	প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক বিষয়ক তথ্যাবলী---------------------------------	৫৬
৮.	স্থানান্তর পূর্ববর্তী পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী--------------------------------	৫৭
৯.	স্থানান্তর পূর্ববর্তী উত্তরদাতাদের আয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী--------------------	৫৯
১০.	স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী---------------------------------------	৬১
১১.	বস্তিতে বসবাসের সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী-----------------------------------	৬৩
১২.	বাসস্থানের ভাড়া সম্পর্কিত তথ্যাবলী---	৬৪
১৩.	উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী----------------------------	৬৬
১৪.	উত্তরদাতাদের পারিবারিক বর্তমান মোট সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী-----------	৬৭
১৫.	বসতবাড়ীর সম্পত্তির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী---------------------------	৬৯
১৬.	চাষাযোগ্য জমির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী-----------------------------	৭০
১৭.	উত্তরদাতাদের ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী----------------------------------	৭১
১৮.	উত্তরদাতাদের নিজের ও পরিবারের ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী----------------	৭২
১৯.	উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী---------------------------	৭৩
২০.	উত্তরদাতাদের মোট পরিবারিক আয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী------------------	৭৫
২১.	সাহায্যপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাবলী-----------------------------	৭৭

২২. শারীরিক অসুস্থতা ভোগের সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী---------------------- ৭৮

২৩. চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাবলী------------------------- ৭৯

২৪. উত্তরদাতাদের মনোসামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী-------------------- ৮১

২৫. ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী---------------------------- ৮২

২৬. ধুমপান সম্পর্কীয় তথ্যের বিন্যাস--- ৮৩

২৭. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী-------------------------------- ৮৪

২৮. যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী- ৮৬

২৯. চিত্তবিনোদনের মাধ্যম সম্পর্কিত তথ্যাবলী--------------------------------- ৮৭

৩০. বস্তির আইনগত অবস্থার সম্পর্কিত তথ্যাবলী------------------------------- ৮৯

৩১. বস্তির আইনগত অবস্থার ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস--------------------- ৯০

৩২. বস্তি থেকে সন্ত্রাস ও অপরাধ দূর করা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস------------------ ৯১

৩৩. বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্টির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী------------------------- ৯২

৩৪. অতীত অবস্থায় সন্তুষ্টির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী--------------------------- ৯৪

৩৫. বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে সরকার, এনজিও এবং সমাজের করণীয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী----- ৯৬

৩৬. গ্রামে ফিরে যাবার ক্ষেত্রে সরকারের করণীয় সম্পর্কে অভিমত সম্পর্কিত তথ্যাবলী-------- ৯৮

৩৭. আয়ের প্রাথমিক উৎসের ধরন সম্পর্কিত তথ্যাবলী----------------------------- ৯৯

৩৮. বস্তির ঘরের আয়তন সম্পর্কিত তথ্যাবলী------------------------------------- ১০০

৩৯. পর্যবেক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী--------------------------------------- ১০২

৪০. স্থানান্তরের পূর্বে ও স্থানান্তরের পরে উত্তরদাতাদের পেশার তুলনামূলক উপস্থাপন - ১০৩

৪১. স্থানান্তরের পূর্বে ও স্থানান্তরের পরে উত্তরদাতাদের আয়ের তুলনামূলক অবস্থান -- ১০৪

৪২. স্থানান্তরের পূর্বে ও স্থানান্তরের পরে উত্তরদাতের সন্তুষ্টির মাত্রা তুলনামূলক অবস্থান - ১০৫

লেখচিত্রের তালিকা

ক্রমিক নং **পৃষ্ঠা নং**

১. দন্ডচিত্রে উত্তরদাতাদের স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস-------------------- ৪৮

২. পাইচিত্রে উত্তরদাতাদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস-------------------------- ৪৪

৩. আয়ত লেখচিত্রের পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস------------ ৪৯

৪. দন্ডচিত্রে স্থানান্তর পূর্ববর্তী পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস------------------------ ৫৩

৫. পাইচিত্রে স্থানান্তর পূর্ববর্তী আয় সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস-------------------------- ৫৫

৬. দন্ডচিত্রে স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস---------------------------- ৫৭

৭. আয়ত লেখ চিত্রে বাসস্থানের ভাড়া সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস---------------------- ৬৩

৮. পাইচিত্রে পারিবারিক বর্তমান মোট সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস--------------- ৬৯

৯. পাইচিত্রে উত্তরদাতাদের প্রধান পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস-------------------- ৭১

১০. দন্ডচিত্রে মোট পারিবারিক আয় সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস------------------------- ৭৪

১১. আয়ত লেখ চিত্রে চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস----------- ৭৯

১২. আয়ত লেখ চিত্রে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারী সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস----------- ৮২

১৩. পাইচিত্রে চিত্তবিনোদনের মাধ্যম সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস----------------------- ৮৭

১৪. পাইচিত্রে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্টির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস----------------- ৮৫

১৫. পাইচিত্রে অতীত অবস্থায় সন্তুষ্টির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস------------------ ৮৯

১৬. আয়ত লেখ চিত্রে বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে সরকার ও সমাজের করণীয় সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস--- ৯১

১৭. পাইচিত্রে ঘরের আয়তন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস------------------------------ ৯৫

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষণার অনুমান

১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞায়ন

১.৬ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকা

আধুনিক বিশ্ব গ্রাম প্রধান থেকে ক্রমশ শহর প্রধান এলাকায় পরিণত হচ্ছে এবং সুযোগ-সুবিধার কারণে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ শহরমুখী হচ্ছে। কর্মের ঋতুভিত্তিক প্রকৃতি, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গ্রামীণ বেকারত্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেকার হয়ে কর্মের সন্ধানে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ সসস্ত দরিদ্র নিরক্ষর জনগোষ্ঠী শহরে এসে অত্যন্ত স্বল্প আয়ের কর্মে লিপ্ত হবার কারণে শহরের জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে পারে না। ফলে অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার শিকার হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। এ অবস্থা শহরের স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট হয় বলে শহর জীবনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রযুক্তির এ বিশ্বে বর্তমানে ১০৫০ মিলিয়ন লোক শহরে বাস করছে। বিশ্ব জনসংখ্যার বৃদ্ধির গড় হার বছরে ১.৫ হলেও নগরগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি সম্প্রতি এক রিপোর্টে বলেছেন, এখন শহরে বসবাসকারী প্রতি ৩ জনের মধ্যে ২ জন বাস করে উন্নয়নশীল দেশে যা ২০২৫ সালে হবে প্রতি ৫ জনে ৪ জন।

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ। জনসংখ্যা ঘনত্বের বিচারে কয়েকটি নগর রাষ্ট্র ব্যতীত (সিংগাপুর, হংকং, ভ্যাটিক্যান সিটি) বাংলাদেশের স্থান প্রথম। উন্নত দেশ সমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশেও ক্রমেই শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে মোট নগর এলাকায় বসবাসকারী লোকের জনসংখ্যা ছিল ১.৮৩ মিলিয়ন যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪.১৪% এবং নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭৪%। ১৯৯১ সালে এসে তা দাঁড়ায় ২২.৪৫ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ২০.১৪% এবং প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক ৫.১৭%। ২০১৫ সালে যা দাঁড়াবে ৬৭.৯০ মিলিয়ন এবং তা হবে মোট জনসংখ্যার ৩৬.৭৮%। Source : World Bank, Bangladesh Economic and social development prospects. Vol. III (Report no. 5409) April 1985, P. 126.

দেশের অন্যান্য শহরের মত ফেনী শহরের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম মেগাসিটি হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা শহর। যার বর্তমান লোক সংখ্যা ১৫ মিলিয়ন। ২০২৫ সালে তা ২৫ মিলিয়নে দাঁড়াবে। দেশের ৬৪টি জেলা শহরের লোক সংখ্যার দিক থেকে ফেনীর অবস্থা ৪০তম।

Source : Nazrul Islam; Dhaka, from, city to mega city

ফেনী শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে গ্রাম শহর স্থানান্তর ৭৪% ভুমিকা পালন করছে। গ্রাম শহর স্থানান্তরের কারণ হচ্ছে বন্যা, খরা, নদীর ভাঙ্গন, মৌসুমী বেকারত্ব মহাজনদের দৌরাত্ব, ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট চরম দারিদ্র্যাবস্থা যা জনগণকে বাঁচার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে শহরের আসতে বাধ্য করছে। BIDS এর রিপোর্ট অনুসারে শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের ৫০% আসছে সম্পূর্ণ ভূমিহীন, নদীর ভাঙ্গনে ও পুনঃপুনঃ বন্যার কারণে। অন্যদিকে BBS এর রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯৮ সালে গ্রামীন ভূমিহীন লোকের সংখ্যা ছিল ২১ লক্ষ যা ১৯৮৪ সালে ছিল ১২ লক্ষ। বর্তমান গ্রামীণ ভূমিহীন লোকের সংখ্যা = ৩০ লক্ষ।

ফেনীসহ বাংলাদেশের অন্যান্য শহরের জনসংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তা সম্পূর্ণরূপে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, যানজট, পয়োঃনিষ্কাশনের অব্যবস্থাপনা, আবাসিক সমস্যা, বেকারত্ব, সন্ত্রাস ইত্যাদি আরো তীব্রতর হয়ে পড়বে। দেখা দিবে সাংস্কৃতিক সংঘাত। সৃষ্টি হবে একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি, মুখ থুবড়ে পড়বে সরকারের সমস্ত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী। এ ক্ষেত্রে সমস্যার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা এবং সমস্যার সমাধানে দিক নির্দেশনা খুজে বের করে সরকারের নীতি নির্ধারক মহল ও উন্নয়ন কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে উপযুক্ত গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হয়েছে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ জন লোক দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। আমাদের দেশের গ্রামীণ জনগণের প্রধান পেশা কৃষি। কিন্তু শুধুমাত্র কৃষিকাজ গ্রামের বাড়তি জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য আজ আর যথেষ্ঠ নয়। আর এই অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে গ্রাম থেকে দৈনন্দিন বহুলোক শহরের দিকে ধাবিত হয়ে গ্রামীণ স্থানান্তর ঘটিয়ে বিভিন্ন সামাজিক জটিল সমস্যা সৃষ্টি করছে।

গ্রাম থেকে প্রতিদিন বহুলোক স্থানান্তরিত হয়ে কেন এবং কিসের আশায় শহরে আসছে তার সামাজিক কারণ জানা না থাকলে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব নয়। গ্রামীণ স্থানান্তর রোধ করতে হলে এবং শহরে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ঘটাতে হলে স্থানান্তরের কারণ উদঘাটন অত্যন্ত জরুরী। গ্রাম থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠী শহরমুখী হচ্ছে এবং বস্তিতে তথা পথে-ঘাটে বসবাস করে তাদের ভাগ্য উন্নয়নে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন আদৌ ঘটছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। শহরে এসে এ সকল পরিবারে শিশু সন্তানেরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে তা জানা জরুরী। এ বস্তিগুলো শহর পরিবেশের উপর ঋনাত্মক প্রভাব রাখা ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন-সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, পতিতাবৃত্তি, মাদকাসক্তির বিস্তার ইত্যাদিকে ত্বরান্বিত করছে। এ সকল সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ জানতে হলে এবং তার সমাধানের সঠিক ব্যবস্থা করতে হলে বস্তি, বস্তিবাসী এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। আমাদের দেশে গ্রামীণ স্থানান্তরের উপর অনেক গবেষণা হলেও এ নিয়ে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহের জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এছাড়াও স্থানান্তরের এবং বস্তির উপর গবেষণা পরিচালনা করার আরেকটি প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে স্থানান্তরিত হয়ে আসা জনগোষ্ঠী কতটুকু তাদের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে তা উদঘাটন করা। এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে Rita Afsar বলেছেন, æHow far migrants and their families retain their old behavior, norms, roles and values and how for they under go psychological change has remained an almost unexplored are in Bangladesh.”*

Ref: Afsar, 1995 (Rural Urban Migration and its impact on women’s roles and status” Empowerment, 1995, Vol-2, P-2.)

Dhaka University Institutional Repository

যে কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে হলে সমস্যার গভীরতা বা ব্যাপকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধরণা থাকা প্রয়োজন। শহরে দরিদ্র লোকের স্থানান্তর বন্ধ করতে হলে তা সৃষ্টি হওয়ার কারণ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন। সরকারকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হলে প্রথমেই জানতে হবে স্থানান্তর কেন সৃষ্টি হচ্ছে এবং শুরুতেই কারণগুলো দূর করলে এর প্রসার কমে আসবে এবং বিদ্যমান সমস্যার ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারবে। সমস্যার কারণ উদঘাটন করতে হলে ঐ সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা রিপোর্ট গুলো পাঠ করতে হবে।

সমস্যার সমাধানে কারণ জানার পাশাপাশি সমস্যার ব্যাপকতা জানতে হবে। শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের সমস্যা দূর করতে হলে এবং গ্রামীণ জনসমষ্টি শহরে আগমন বন্ধ করতে হলে তাদের জীবন যাপন প্রণালী সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা থাকতে হবে। কোন জনসমষ্টির সমস্যার সমাধান ঐ জনসমষ্টির মতামত সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। মূলতঃ সমষ্টির জনগণের মতামতকে প্রধান্য না দিয়ে কোন সমস্যারাই স্থায়ী সমাধান আশা করা যায় না। কিন্তু সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বস্তির সাধারণ দরিদ্র জনগনের নিকট গিয়ে সমস্যা জানা সম্ভব নয়। এরূপ প্রেক্ষিতে এ গবেষণা কার্যটি সরকারকে ব্যাপকভাবে না হলেও সীমিত পরিসরে হলেও সহায়তা করতে পারে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামীণ দরিদ্র জনসমষ্টির শহরে আগমন বন্ধ বা সীমিত করা, বস্তিবাসীদের সমস্যার সমাধান, তাদের উন্নয়ন, শহর থেকে পরিকল্পিতভাবে বস্তির অপসারণ, গ্রামেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সংক্রান্ত যে কোন নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মসূচী গ্রহণ ও তার সফল বাস্তবায়ন পূর্বক শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের কার্যকরী সমাধানে এ গবেষণাটি যে কোন উদ্যোগ গ্রহণকারীকে সহায়তা করবে বলে মনে করি। আর এখানেই এ গবেষণাটির যৌক্তিকতা নিহীত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা জানা। এছাড়াও আরো যে সব উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১. শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের মনোসামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে জানা।

২. গ্রামীণ দরিদ্র, অদক্ষ জনগণের ফেনী শহরে স্থানান্তরিত হবার কারণ সম্পর্কে জানা।

৩. শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের অপরাধ প্রবণতা সম্পর্কে জানা।

৪. তাদের বর্তমান অবস্থার সাথে পূর্বের অবস্থার তুলনা করা।

৫. গ্রামীণ স্থানান্তর রোধ এবং দারিদ্র্য প্রতিরোধের জন্য স্থানান্তরিত জনগণের মতামত জানা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

১.৪ গবেষণার অনুমান

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক স্থানান্তর,স্থানান্তরীত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ হবার মূল কারণ।

১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয় সমূহের সংজ্ঞায়ন

ফেনী জেলা শহর

এ গবেষণায় ফেনী জেলা শহর বলতে ফেনী পৌরসভা এলাকায় অন্তর্ভূক্ত ১৮টি ওয়ার্ডকে বুঝানো হয়েছে।

স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণ

স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণ বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের আয় ন্যূনতম খাদ্য চাহিদা ২১২২ ক্যালরী পূরনের ক্রয় ক্ষমতার নীচে।

Ref:Key findings from the Rural poverty Monitoring survey april'96, BBS (BSS, 1995)

স্থানান্তর

যে সব দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবিকা অর্জনের তাগিদে গ্রাম থেকে শহরে আসছে এবং কমপক্ষে ০২ বছর যাবৎ অবস্থান করছে যাদের স্থায়ী বাসস্থান, নির্দিষ্ট কোন পেশা বা কাজের দক্ষতা নেই, যারা সরকারকে কোন ট্যাক্স বা কর দিচ্ছে না উক্ত গবেষণায় স্থানান্তর বলতে তাদের আসাকেই বুঝানো হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন-কাজের ধরণ ও সময়, পেশা হিসাবে গৃহীত কাজ, পরিবার প্রধানের কাজ, কাজের স্থান ও যাতায়াত ব্যবস্থা, কর্মজীবিরা কিভাবে দক্ষতা অর্জন করে এবং তা দিয়ে কি কাজ করে, মাসিক আয়, জমির মালিকানা, পরিবারিক সম্পত্তি ইত্যাদি।

সামাজিক অবস্থা যেমন-শিক্ষা, স্কুলের অবস্থান, স্কুল হতে প্রাপ্ত সুবিধাবলী, মোবাইলের ব্যবহার, স্বাস্থ্য, রোগের ধরণ, চিকিৎসার ধরণ, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, মানসিক স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা, চিত্ত বিনোদন, আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থাবলীকে বুঝানো হয়েছে।

বস্তি

বস্তি এলাকা বলতে এলোমেলোভাবে গড়ে ওঠা, অপরিকল্পিত ও অপরিচ্ছন্ন অবহেলিত এলাকাকে বুঝায়।

১.৬ গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি ছিল মূলতঃ একটি তথ্য উদঘাটনমূলক সামাজিক নুমনা জরিপ।

গবেষণা এলাকা

ফেনী জেলা শহরের স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী।

গবেষণার সমগ্রক এবং বিশ্লেষণের একক

গবেষণা এলাকায় বসবাসরত স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে গবেষণার সমগ্রক এবং প্রতিটি পরিবার ও পরিবার প্রধান বিশ্লেষণের একক ধরা হয়েছে।

নমুনায়ন

গবেষণাটিতে সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন (Simple Random Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ফেনী জেলা শহরের (পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ড) ছোট বড় ১২টি বস্তির মধ্য থেকে ৪টি বস্তির (সুলতানপুর দরিদ্র এলাকা, বারাহিপুর দরিদ্র এলাকা, রামপুর দরিদ্র এলাকা, মধ্যম মধুপুর দরিদ্র এলাকা) ১০৫ জন পরিবার প্রধানের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার অনুসূচির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ

গবেষণাটিতে সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) এবং কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচীর প্রায় সবগুলো প্রশ্ন ছিল আবদ্ধ প্রকৃতির। তবে অল্প কয়েকটি প্রশ্ন ছিল খোলা প্রকৃতির।

নমুনাভুক্ত পরিবার প্রধানের নিকট থেকে চূড়ান্ত অনুসূচী নিয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তাৎপর্যপূর্ণ নমুনাভুক্ত ০৩ জন উত্তর দাতার উপর কেইস স্টাডি পরিচালনা করা হয়েছে।

মাঠকর্মকাল

১লা জানুয়ারী ২০১৩ সাল হতে ২৯ শে মার্চ ২০১৩ সাল (৩ মাস) পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য প্রক্রিয়াজাত করণ এবং বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন ঃ

প্রথম পর্যায়ে সম্পাদনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভুলভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্যতা দূর করা হয়েছে। গবেষণার তথ্যের বৈশিষ্ট্যাবলী সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে পরিসংখ্যানগতভাবে যুক্তিপূর্ন ও সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এবং সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনের জন্য তথ্যবলীকে শ্রেণীভুক্ত ও সারণীবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির সাহায্যে এগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। অল্প ক্ষেত্রে তথ্য লেখচিত্রের এবং পাইচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। শেষে বিশ্লেষণকৃত ফলাফল আধুনিক কম্পিউটার সফটওয়ারের মাধ্যমে থিসিস বা প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

গ্রামীণ স্থানান্তর, বস্তি ও শহুরে দারিদ্র্য নিয়ে বাংলাদেশে ইতিপূর্বে বেশ কিছু গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার বিষয়টিও উক্ত বিষয়ের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। ফেনী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নাভী বলে খ্যাত একটি প্রান্তিক ছোট জেলা। এ জেলা শহরে প্রতিদিন ভাসমান লোক বাড়ছে ঢাকা শহরের মত। এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও উপকূলীয় অঞ্চলের অসংখ্য লোক জীবন ও জীবিকার তাগিদে এসে বসবাস করছে। এসকল স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও মনোদৈহিক এবং সার্বিক অবস্থা জানা অত্যন্ত জরুরী। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোর স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর কিছু গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ফেনী শহরের উপর ব্যাপকভাবে কোন গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আর এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই গবেষক ফেনী জেলা শহরকে গবেষণা এলাকা হিসেবে বেছে নেন। নিম্নে আলোচ্য গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য যে সকল গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

(১) গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিভাসনের প্রভাব, অভিবাসী লোক ও তাদের পরিবারের অবস্থা, শহুরে অর্থনীতি, সামাজিক সেবা এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলো æStudy of the Squatters of Dhaka City” by Pratima Paul Majumdar, 1996, BIDS, Dhaka. এ বিষদ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। প্রতিমা পালের গবেষণায় দেখা যায় প্রায় ৮০% এর বেশী লোক নিজেরা বস্তি এলাকায় বাড়ী তৈরী করে থাকে আর বাকীরা ভাড়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতাই ভাড়া বাসায় থাকে এবং অল্প কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা সরকারী জায়গায় ঘর তুলে থাকে। প্রতিমা পালের গবেষণায় দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠী শুধু অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও বহুবিধ কারণে গ্রাম থেকে শহরমুখী হয়েছে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে দরিদ্রজনগোষ্ঠী ঢাকায় এসেছে। আলোচ্য গবেষণা ফেনী জেলা শহর ভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকার মত দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখানে আসে। কারণ হিসাবে দেখা যায় এখানকার শ্রমমূল্য ঢাকা থেকেও বেশী। বাসস্থানের আয়তন ঢাকার তুলনায় ফেনীতে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। উভয় গবেষণাতেই নারীর তুলনায় পুরুষ শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশী দেখা যায়। তাদের বেশীর ভাগ রিক্সাচালক ও ভ্যান ও ঠেলাওয়ালা। বেশীর ভাগ পরিবার হলো একক পরিবার। গড়ে প্রতি পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল ৪.৬৫ জন। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় গড়ে পরিবারের লোকসংখ্যা ০৫জন। তবে ঢাকার তুলনায় ফেনীতে পর্দা প্রথা বেশী থাকায়

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলক এখনও কম রয়েছে। ঢাকায় বসবাসরত বস্তিবাসীরা চরম দারিদ্র্য ও নিয়তির শিকার। এরা শহরের সবচেয়ে সুবিধা বঞ্চিত অংশের জনগোষ্ঠী। প্রতিমা পালের গবেষণায় উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে ব্যাপক পরিসরে এবং এগুলো সংগৃহীত হয় ১৯৮৮ সালে কিন্তু গবেষণা প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। তাঁর গবেষণা পরিচালনায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা কিনা আলোচ্য গবেষণার জন্য পর্থ নির্দেশক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

(২) Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Ministry of Planning, GOB, 1986 (a Census report) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের প্রধান ৩টা বড় শহরের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা), বস্তিবাসী জনগণের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে। যে সব বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয় তা হলো- স্বাক্ষরতার হার, পেশা, কৃষি, ভূমি, আয়, গৃহব্যবস্থা ইত্যাদি। গবেষণাটি তিনটা অধ্যায়ের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি হয়। প্রথম অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়। যেমন বস্তির সংজ্ঞা, গবেষণার নমুনায়ন, তথ্য সংগ্রহ ও তার কৌশল ও অন্যান্য কাজের ধাপ বর্ণনা করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গৃহকাঠামোর বর্ণনা এবং বস্তিবাসীরা কি কি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। গবেষণায় দেখান হয় যে, ৪৪.৬৬% বস্তিবাসী বাঁশের তৈরী ঘরে, ২৮.৪৮% টিন সেড ঘরে, ২২.৫৫% ঝুপরীতে এবং ৪.৩১% বস্তিবাসী অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় তৈরী ঘরে বসবাস করে। প্রতি ঘরের বাসা ভাড়া গড়ে মাসিক ১২৫ টাকা। রাতে আলোর ব্যবস্থা হিসাবে কেরোসিন বাতি ও বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। জ্বালানী হিসাবে তারা কাঠ, খর, লতা-পাতা ও গ্যাস ব্যবহার করে। ৬৩% পরিবার অস্থায়ী পায়খানা এবং ২০.৫৫% পরিবার পাঁকা পায়খানা ব্যবহার করে। অধিকাংশ বস্তিবাসীরাই আধুনিক চিত্তবিনোদনের জন্য কোন সুযোগ পায় না।

তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবারের লোকসংখ্যা এবং তাদের পেশার বর্ণনা করা হয়। মোট ১,৭৬,৭৪৫ পরিবারের মধ্যে শুমারী চালনো হয়। তার মধ্যে ৬৮.৬৪% ছিল ঢাকা, ১৭.৪৬% চট্টগ্রাম এবং খুলনা ১৩.৮৯% পরিবার। প্রতি পরিবারে গড় লোক সংখ্যা ছিল ৪.৭১ জন। বস্তি শুমারীতে মোট ৮,৩১,৬৪৫ লোক গণনা করা হয়। তাদের মধ্যে ৪,৪৬,৪৯৭ জন পুরুষ এবং ৩,৮৫,১৪৮ জন মহিলা। মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম ছিল ৭,৮৮,২৪২ জন, হিন্দু ছিল ১০,৬৮৩ জন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল ২,৭২০ জন। বস্তিতে এসে তারা পূর্বের পেশা পরিবর্তন করে এবং ১% এর কাছাকাছি অক্ষম লোক দেখানো হয়েছে।

এ শুমারী গবেষণার ফলাফলে উদ্দেশ্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি এবং গভীর বিশ্লেষণে অপূর্ণতা (lacked) রয়েছে। এ সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গবেষণাটি ছিল সন্দেহাতীত ভাবে বস্তি বিষয়ে গবেষণার অন্যতম পথ প্রদর্শনকারী।

(৩) Abdullah Farouk and et. al. Bureau of Economics Research, University of Dhaka, 1978. এটি ঢাকা শহরের ছিন্নমূল (Vagrants) দরিদ্র ক্লিষ্ট মানুষের উপর একটি আর্থসামাজিক জরিপ। এটা ১৯৭৫ সালের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সামাজিক প্রপঞ্চ যা কিনা স্থানান্তরিত ভূমিহীন দরিদ্র জনগণ ধারণ করে। এ গবেষণার চারটা অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ এতে ভূমিকা ও পদ্ধতির আলোকপাত করা হয়েছে। ছিন্নমূল, বাস্তহারা ও ভিক্ষুকদের আর্থসামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়। ঢাকা শহর ছিন্নমূলদের সংখ্যা ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। আর এ প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, এসকল ছিন্নমূল মানুষের উপর জরিপ চালানো এবং তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা। গবেষণায় দৈবচয়িত ভাবে ২,৩৩৭ জন ছিন্নমূল লোককে বাছাই করা হয় (Selected) উত্তরদাতা হিসাবে। (পুরুষ ৯৮৭ জন এবং মহিলা ১৩৫০ জন)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ এতে ছিন্নমূলদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ও জীবন যাপন প্রণালী, কোন্ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা এবং স্থানান্তরিত হবার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ এ অধ্যায়ে তাদের ছিন্নমূল হবার জন্য মূল কারণ কি তা জানা যায়। ছিন্নমূলদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ও গভীরভাবে জানার জন্য কয়েকটি কেইস স্টাডি করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ এতে ছিন্নমূল হবার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয় এবং কতিপয় পুরুষ ও মহিলা ছিন্নমূলদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়। পূর্বের এবং নতুন আসা ছিন্নমূলদের পুনর্বাসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলহানী, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়। ছিন্নমূল হবার মূল কারণ হিসাবে দেখানো হয় যে, মহিলার মৃত্যু অথবা স্বামীর অক্ষমতা, তালাক বা পৃথক হওয়া এর জন্য দায়ী। ফলাফলে দেখানো হয় যে, মহিলা ছিন্নমূলদের শারীরিক অবস্থা পুরুষ থেকে ভাল।

এ গবেষণায় তথ্য উপস্থাপন ছিল খুবই সরল প্রকৃতির। দু'ধরনের চলকের মধ্যে কোন তুলনা করা হয়নি। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ গবেষণাটি সন্দেহাতীত ভাবে বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার ইতিহাসে একটি মৌলিক এবং অন্যতম পথ প্রদর্শনকারী গবেষণা।

(৪) Department of Social Welfare Government of Bangladesh, 1980.

এটা একটা গবেষণা প্রতিবেদন। শহুরে দরিদ্রদের অবস্থা জানা এবং কি অবস্থা দরিদ্র বস্তিদবাসীদের জীবনে বাধাগ্রস্ত করে এবং এ সমস্যার প্রেক্ষিতে তাদের কি ধরণের সেবা দেয়া যায় তা জানার জন্য এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল। গবেষণাটি চারটা অংশে বিভক্ত।

প্রথম অংশ ঃ মোঘল আমল থেকে বর্তমান আমল পর্যন্ত ঢাকার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়। এরপর গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়। গবেষণায় সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। দু'ধরণের সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহকারীগণ উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। মোট ৫০০ পরিবারের উপর গবেষণা পরিচালিত হয়। গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল শহুরে দরিদ্রদের আর্থসামাজিক কার্যাবলীর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা, পুনর্বাসন এবং বস্তিবাসীদের সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী।

দ্বিতীয় অংশঃ এ অংশে গবেষণার অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল নিয়ে বর্ণনা করা হয়। দরিদ্র বস্তিবাসীদের ৯২.২৫% ছিল মুসলিম, ৭.৭৭% হিন্দু। ৫ বছরের উপরে জনসংখ্যা ছিল ৭৩% এর উপর এবং তারা সবাই নিরক্ষর। প্রধান পেশা ছিল রিকশা চালনা, দিন মজুর, সরকারী কর্মচারী ও ভিক্ষুক ইত্যাদি। অধিকাংশ পরিবারের লোকজন ট্যাপের পানি ব্যবহার করে এবং তাদের এক তৃতীয়াংশ লোক ব্যক্তিগত টিউবওয়েল ব্যবহার করে। তাদের খাদ্য তালিকায় প্রধানত ভাত, রুটি, কলাই এবং শাকসব্জি। গোস্ত, মাছ, ডিম এবং দুধ অর্থাৎ আমিষ জাতীয় খাদ্য কম ভোগ করে। অধিকাংশ লোকই পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে না। মাত্র ২০.৫৮% লোক যারা সচেতন তারাই মাত্র পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে।

তৃতীয় এবং চতুর্থ অংশে সারণী এবং প্রশ্ন-পত্র রয়েছে। এ গবেষণায় যদিও বড় আকারের নমুনা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু অল্প কিছু সংখ্যক চলকের উপরই এর ফলাফল কেন্দ্রীভূত থাকে। সকল সারণী সরল এবং একমুখী। গবেষণাটি বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত বিধায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয় এবং কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এর ফলাফলের গুরুত্ব শহুরে দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্যও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) Md. Nurul Islam (2002), æA Study of a Slum in Dhaka City," Ph.D. Dissertation এ বলেন- বাংলাদেশে শহর সমষ্টির একটি প্রধান সমস্যা হলো বস্তিসমস্যা। এহা আধুনিক জীবনে নগরবাসীদের জন্য চরম দুর্ভোগ বয়ে আনে। বর্তমানে এটা স্বীকৃত একটি সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শিল্পায়ণ ও নগরায়ণের ফলে এ সমস্যা শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বব্যিাপী এ সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ৪০% থেকে ৬০% লোক বস্তি এলাকায় বসবাস করে (বিশ্ব ব্যাংক রিপোর্ট ১৯৯৮)। সর্বোচ্চ ৩০% দেখা যায় এশিয়া মহাদেশে (ESCAP Report, 1995)

পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শহর রাজধানী ঢাকায়, বর্তমানে ৮ মিলিয়নের উপরে লোক বসবাস করে। ঢাকার ৬২% লোক বিভিন্ন নামের বস্তিতে বসবাস করে। বস্তিতে ন্যূনতম সুবিধা বঞ্চিত লোকই বেশী বাস করে। যেমন রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়ীওয়ালা, শ্রমিক, দিন মজুর, বেকার, ভিক্ষুক। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বস্তি এবং বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ হবার পিছনে দারিদ্র্যই মুখ্য ভূমিকা পালন করে (Noor, 1983:4)। বস্তি অনুমোদিত এবং অনুনোমদিত উভয় প্রকার রয়েছে। বস্তিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা তেমন নেই বললেই চলে (Khaleda at al 1992)। গবেষক সর্দার টেক বস্তি, আগারগাঁও, ঢাকা, গবেষণা এলাকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। তিনি ১০টি অধ্যায়ে তার গবেষণা কার্যক্রমকে তুলে ধরেছেন।

(৬) মোঃ মাহাবুব আলম সমাকল্যাণ বিষয়ের (শিক্ষাবর্ষঃ ১৯৯৬-৯৭) এম.এস.এস শ্রেণীর রিসার্চ মনোগ্রাফের সম্পূরক হিসাবে ঢাকা শহরে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট সমস্যাবলীঃ বস্তিবাসীদের উপর একটি সমীক্ষা শীর্ষক গবেষণাটিতে গ্রাম থেকে আসা স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে যা আলোচ্য গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাঁর গবেষণার অনুমান ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ব্যাপক স্থানান্তর বস্তিবাসীদের সমস্যার কারণ।

শহরের চাকচিক্যের মোহে নয় একান্ত জীবিকার তাগিদেই তারা শহরে এসেছে। দু'বেলা খেতে পারাটাই তাদের কাছে সমৃদ্ধি। মোঃ মাহবুব আলমের গবেষণা থেকে আলোচ্য গবেষণায় একটি নতুন বিষয় বেড়িয়ে আসে আর তা হলো নারী নির্যাতনের পাশাপাশি পুরুষ নির্যাতনের কথা ২.৮৬% উত্তরদাতা সংগঠিত হবার কথা বলেছেন। লজ্জা ও অপমানের ভয়ে পুরুষ অন্যের নিকট তা প্রকাশ করে না। তাঁর গবেষণা থেকে আলোচ্য গবেষণার গবেষক অনেক দিক নির্দেশনা পেয়েছে।

(৭) মোহাম্মদ মাসুম খান পরিচালিত "শিশু বিকাশে মনোসামাজিক উপাদান ও প্রতিবন্ধকতাঃ ঢাকা শহরে একটি সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের

অন্যান্য শহরগুলোতে লক্ষ লক্ষ লোক গ্রাম থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ফুটপাতে বা বস্তিতে জীবন কাটায়। যেখানে তাদের স্বাভাবিক মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করাই কষ্টকর সেখানে স্বচ্ছল জীবনের আশা প্রায়ই হারিয়ে যায়। পথে উদ্বাস্তু বা ফেরারী জীবন-যাপনই ওদের নিয়তি। রাজধানী ঢাকার ফুটপাতে জীবন কাটায় প্রায় গড়ে তিন লক্ষ শিশু, বস্তিতে জীবন কাটায় আরও প্রায় ৬ লক্ষ শিশু, ফুটপাতের এই অসহায় শিশুদের কেউ জানে টোকাই, পথ শিশু কিংবা পথকলি নামে। এরা শহরে আনাচে-কানাচে, মাঠে-ঘাটে, স্টেশনে ছড়িয়ে আছে। এরা স্বপ্ন দেখে মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার। স্বচ্ছল ও নিরাপত্তাময় জীবন ওদের কাছে কল্পনা বিলাস মাত্র। মাসুম খানের গবেষণায় স্থানান্তরিত দরিদ্র বস্তিবাসী শিশুদের করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে আর আলোচ্য গবেষণায় তাদের অভিভাবকদের আর্থসামাজিক ও সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

(৮) গাজী শামসুর রহমান রচিত, "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশনে (ভাষ্যসহ)" বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে নারীদের নিম্নস্তরের বিবেচনা করার কারণেই নারীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক তৎপরতা সংগঠিত হচ্ছে। দেশে এসব অপরাধের জন্য সাধারণ ভাবে দন্ডের বিধান রয়েছে এবং বিশেষভাবে মহিলাদের প্রতি নৃশংস আচরণ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ বিদমান থাকা সত্ত্বেও নারীদের বিরুদ্ধে পারিবারিকভাবে গৃহে হিংসাত্মক তৎপরতা সীমাহীনভাবে ক্রমশ বাড়ছে। তদুপরি আর্থিক অবস্থার চাপের সুযোগে নারী পাচার একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু অপরাধে পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহ, নারী অধিকার ও মানবাধিকার বাস্তবায়নে নিবেদিত ব্যক্তিবর্গ নারীদর মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়ন এবং আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক, সামাজিক ও আইনগত সহায়তা প্রদান করছেন। শামছুর রহমান বলেন, মেয়েরা যে নির্যাতিত হচ্ছে, বহু ফিল্ড স্টাডিতে তার সন্দেহাতীত প্রমাণ আছে। তবে পুরুষরা নারী কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছে কিনা সে নিয়েও স্টাডি হওয়া দরকার। আর এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য গবেষণায় শিশু ও নারী নির্যাতন ১৯.০৪% উত্তরদাতা এবং ২.৮৬% উত্তরদাতা পুরুষ নির্যাতন সংগঠিত হবার কথা বলেন। আলোচ্য গবেষণায় গাজী শামসুর রহমানের ইচ্ছায় কথা প্রতিফলিত হয়েছে।

(৯) মোঃ আক্তার হোসেন খাঁন এবং মোঃ গাওছুল আজম রচিত "সামাজিক জনবিজ্ঞান" গ্রন্থটিতে অভিগমন/স্থানান্তরের পরিণতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে গার্নিয়ার বলেন, "অভিগমনের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার মানুষের সংমিশ্রণ ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকার পরিণতির সৃষ্টি হয় যার কোন ধরাবাধা রূপ নেই"। তিনি বলেন, অভিগমনের ফলাফল স্বরূপ (ক) পরিকল্পিত শিল্প ব্যবস্থা শহরে

জনসংখ্যাকে বিভিন্ন স্থানে কর্ম উদ্দিপনায় উৎসাহিত করে (খ) ক্ষুদ্র অথবা আঞ্চলিক শহরগুলোতে রক্ষণশীলতার উদ্ভব হয় (গ) সামাজিক অসন্তোষের ফলে হিংস্রতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে গুরুতর আকার ধারণ করে। যা কিনা আলোচ্য গবেষণায় উক্ত ফলাফলের সাথে সাদৃশ্য দেখা যায়।

(১০) জাতিসংঘের মানব বসতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ১৯৭৪-৮২ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, নগরায়ণের এ ধারা ঢাকা বা বাংলাদেশের একক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আধুনিক নগরায়ণের এটা হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য ধারা, বিশেষতঃ সকল উন্নয়নশীল দেশে এমনকি অধুনা দ্রুত হারে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহেও প্রায় একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এসব দেশের রাজধানী তথা বৃহত্তম শহরগুলোতে তাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২০-৬০ শতাংশ জনগণ বস্তি ও বাস্তুহারা এলাকায় বসবাস করে যা সম্পাদিত গবেষণাটিতেও ফুটে উঠেছে। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই অর্থাৎ ৬৬.৬৭% জনই ফেনী শহরে এসেছে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। যা কিনা জাতিসংঘ মানববসতি প্রতিবেদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(১১) Center for urban studies 1996 গবেষণায় উল্লেখ করা হয় ঢাকা নগরীর উৎপত্তির ইতিহাস আর বস্তির ইতিহাস প্রায় সমান্তরাল। ঢাকাতে বস্তি বিস্তারের এক দফা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, বিশেষত ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ কালে। এ সময় বিশাল সংখ্যার মুসলিম জনগোষ্ঠী ভারত থেকে ঢাকায় আসে। আলোচ্য গবেষণাটিতেও দেখা যায় যে, ফেনী, জেলা শহরে রূপান্তরিত হবার পর থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে, নদী ভাঙ্গন ও ভূমিহীনতার শিকার হয়ে অধিক হারে দরিদ্র জনগোষ্ঠী স্থানান্তরিত হতে থাকে। ফলে ঢাকার মত ফেনীতেও বস্তি সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(১২) দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে এদেশের অধিকাংশ মানুষই বিপর্যস্ত। সকল নাগরিকের কল্যাণার্থে বাস্তব সম্মত বিধান রয়েছে। প্রণিত হয়েছে জাতিসংঘ বিভিন্ন অধিকার সনদ। বাংলাদেশের সংবিধানে ৪০ এবং ৪৩ নং অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। অর্থাৎ আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকলে অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইন সঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইন সম্মত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকবে। তবুও ক্ষুধা, দারিদ্র্য অশিক্ষা ও কুশিক্ষার কারণে তারা নিজেদের অধিকারগুলোকে যথাযথ রূপদান দিতে পারে না। ফলে অধিকার বঞ্চিত বাস্তহারা দরিদ্রদের বিভিন্ন অধিকার সংকান্ত বিধি-বিধান গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাগুজে বিধানে পরিণত

হয়েছে। গবেষণাটি সম্পাদনের সময় দেখা যায় বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই তাদের অধিকার সংক্রান্ত উন্নয়নের বিষয়টিতে হালকা ভাবে নিয়েছে।

(১৩) বিশ্ব ব্যাংক ওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৮৯ এ বলা হয়েছে যে, উন্নত দেশসমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশেও ক্রমেই নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে নগর এলাকায় বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ১.৮৩ মিলিয়ন যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪.১৪ শতাংশ এবং নগরের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭৪ শতাংশ। ১৯৯১ সালে তা এসে দাড়ায় ২২.৪৫ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ২০.১৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক ৫.১৭ শতাংশ ২০১৫ সালে যা দাঁড়াবে ৬৭.৯০ মিলিয়ন এবং তা হবে মোট জনসংখ্যার ৩৬.৭৮ শতাংশ। সম্পাদিত গবেষণাটিতেও উক্ত বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

(১৪) World Bank, Bangladesh Economics and Social Development Prospects, Vol. III (Report NO. 5409) April 1985, P. 126-এ বলা হয়েছে যে, ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫২২টি নগর এলাকা ছিল (BBS-1993) ১৯৪১ সালে বাংলাদেশের বর্তমান ভূ-খণ্ডে মাত্র ৫৯টি নগর এলাকা ছিল। ১৯৬১ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩তে দাঁড়ায়, কিন্তু পরবর্তী ৪০ বছরে নগরের সংখ্যা ৫২২টি হয়ে যায়। BBS, Bangladesh Population Census 1981 Report on Urban Areas, 1987 and Population Census Report 1991 এ দেখান হয়েছে যে, জনসংখ্যার আকার অনুযায়ী নগর সমূহের শ্রেণী বিন্যাস করলে ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী একমাত্র ঢাকা ও চট্টগ্রামই 'মিলিয়ন সিটি' মর্যাদায় রয়েছে।

তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা শহর, যার জনসংখ্যা এক মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে, চতুর্থ বৃহত্তম শহর হিসেবে রাজশাহীকে দেখানো হয়েছে। এই চারটি শহরকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (SMA) (Statistical Metropolitan Area) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সম্পাদিত গবেষণায় ফেনী জেলা শহর বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা শহরের মধ্যে নগর জনসংখ্যার দিক থেকে ৪০তম অবস্থানে রয়েছে বলে দেখানো হয়েছে।

(১৫) নজরুল ইসলাম ঢাকা From City to Mega City সম্পাদিত এক গবেষণায় দেখান যে, ১৯৮১ সালে ঢাকা SMA এর জনসংখ্যা ছিল ৩.৫ মিলিয়ন এবং ১৯৯১ সালে ৬.৯৫ মিলিয়ন হয়

(BBS-1993)। অনুমান করা হয় যে, ২০০০ সালে এ শহরের জনসংখ্যা ৯ মিলিয়ন, ২০১০ সালে ১৫ মিলিয়ন এবং ২০১৫ সালে ২৫ মিলিয়নে দাঁড়াবে।

বিভিন্ন গবেষণা, জার্নাল, রিপোর্ট ও বই পুস্তকে বস্তিবাসী ও স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থাকে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সম্পাদিত গবেষণাটি ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও সম্পূর্ণ বিষয়টির তথ্য সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে অতঃপর গ্রামীণ স্থানান্তর রোধ এবং দারিদ্র্য প্রতিরোধের জন্য স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মতামত জানা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ গ্রামীণ দারিদ্র্য ও বাংলাদেশ ঃ একটি বিশ্লেষণ

৩.২ বাংলাদেশে গ্রাম-শহর স্থানান্তর ঃ একটি পর্যালোচনা

৩.৩ স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মানবাধিকার ঃ একটি আলেখ্য

৩.৪ গ্রাম-শহর স্থানান্তর ও বস্তি সমস্যা নিরসনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ গ্রামীণ দারিদ্র্য ও বাংলাদেশ ঃ একটি বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের ব্যাপকতা, কারণ প্রভাব সম্পর্কে জানার পূর্বে "দারিদ্র্য" প্রত্যয়টির সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে দারিদ্র্য ও গ্রামীণ দারিদ্র্য প্রত্যয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো ঃ

দারিদ্র্যের প্রত্যয়গত ধারণা ও সংজ্ঞা ঃ একটি সমস্যা হিসেবে দারিদ্র্যের সৃষ্টি মানবজাতির ইতিহাসের সূচনাতে হলেও দারিদ্র্যের প্রচলিত সংজ্ঞা এবং এর পরিমাপ পদ্ধতিতে এখনও বেশ কিছু অসঙ্গতি এবং অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান। অবশ্য দারিদ্র্যের ইতিহাস প্রাচীন হলেও দারিদ্র্য পরিমাপের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে অনেক পরে। সংজ্ঞা ও পরিমাপ বিষয়ে এসব দ্বিধা ও দ্বিমতের কারণে অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটে না। দারিদ্র্য একটি মারাত্মক সমস্যা, যাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। দারিদ্র্য বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশকে বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে; যার দ্বারা ন্যুনতম মৌলিক প্রয়োজন (Basic Needs) মেটাতে ব্যর্থ। সমাজতত্ত্ববিধ বুথ দারিদ্র্যকে অভাব ও বঞ্চনার মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। বি. সুবাই রাউট্রি বলেন, দারিদ্র্য হলো স্বল্প আয় যা কিনা শুধুমাত্র প্রকৃত দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনসমূহ অর্জনে অপ্রতুল। মিলার এবং রবী অর্থনৈতিক মর্যাদাকে দীর্ঘস্থায়ীত্বের মূল বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এরপর তারা শিক্ষা ও সামাজিক গতিশীলতাকে দরিদ্রজনের ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার মান নির্ণায়ক হিসেবে তুলে ধরেছেন। অর্থনীতিবিদ ওঝা, ডান্ডেকার ও রাথ, আহলুওয়ালিয়া দারিদ্র্যকে পুষ্টির ঘাটতি অথবা অপুষ্টির আঙ্গিকে দেখেছেন। অনেক অর্থনীতিবিদ দারিদ্র্যকে ক্ষুধার যন্ত্রণার মধ্যেও দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, একটি পরিবার তখনই দারিদ্র্য বলে বিবেচিত হবে। যদি তার কোন সদস্যকে বছরের কোন না কোন দিনে না খেয়ে থাকতে দেখা যায়।

দারিদ্র্যকে অনেকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অভাব অর্জনে ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অন্য কথায় দারিদ্র্যকে একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যারা জীবন ধারণের জন্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে অপারগ। এই অক্ষমতা তাদের সীমিত সামর্থের প্রতিফলন। সাধারণত এই সীমিত সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধরা হয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে যেসব দ্রব্য সমাগ্রীর প্রয়োজন তা ক্রয় করার মতো ক্রয়ক্ষমতার অভাবকে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ মৌলিক চাহিদা

এবং এর উপাদান গুলো কি। দ্বিতীয়ঃ জীবন যাত্রার ন্যূনতমমান কিভাবে নির্ধারণ হবে। বিশেষত এই ন্যূনতম মান স্থির নয় এবং স্থান ও কালভেদে ভিন্ন হতে পারে। যেমন একটি সামগ্রী কোন দেশে সৌখিন দ্রব্য বিবেচিত হতে পারে যা অন্য দেশে অত্যাবশ্যকীয়। এজন্য জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান নির্ধারণে একটি অংশ আপেক্ষিক এবং দেশ ও কাল ভেদে পরিবর্তন হয়। অপর অংশ যা মৌলিক চাহিদা নির্ধারণ করে (যেমন খাদ্য) তা অনেকাংশে অপরিবর্তনশীল। সেনের মতে দারিদ্র্য ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ দারিদ্র্যকে বলা যেতে পারে একটি বঞ্চনার কাহিনী। বঞ্চনা একটি সামাজিক ধারণা যা কাল ও স্থান ভিত্তিক। উন্নয়নশীল দেশ সমূহে দারিদ্র্যেকে চরম বঞ্চনার সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয় যা জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অপরপক্ষে উন্নত বিশ্বে দারিদ্র্য ধারণাটি মূলত আপেক্ষিক বঞ্চনা নির্দেশক যা একটি গ্রহণযোগ্য এবং একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানদন্ডে নির্ধারিত জীবন যাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থতা নির্দেশ করে। জে জনউনমকির মতে, দারিদ্র্য হলো এমন এক ব্যবস্থা যাতে প্রয়োজনসমূহ সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয় না। ডেলটুসিং বলেছেন, মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হলো দারিদ্র্য। থিওডরসনের মতে, দারিদ্র্য হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক উপোষ। দারিদ্র্য কোন একজন বা একদল লোকের জীবনযাত্রার নিম্নমান যা যথেষ্ট সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্য আত্নবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার প্রতি অবমাননা মূলক। রবার্ট চেম্বার্স দারিদ্র্যকে জীবন ধারণের জন্য আয় এবং ব্যয়ের চৌহদ্দি থেকে আকস্মিক সংকটে পড়ার অবস্থা বা সম্ভাবনা (সম্পদ বিক্রী অথবা মন্দার সময় ঋণে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি) পরাধীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষমতাহীনতা এবং একাকীত্বের অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃতি দিয়েছেন। প্রতিদিন জীবন ধারণের জন্য ২১২২ ক্যালরী খাদ্য ও ৫৮ গ্রাম প্রোটিন ক্রয়ে অক্ষম জনগোষ্ঠীকে ধরা হয় দারিদ্র্য সীমার নীচে। আর ১৮০৫ ক্যালরী খাদ্যও কোন ভাবে জুটাতে পারেনা যে জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে তাদের অবস্থান। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার দেশ সমূহের জন্য এই মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বিশ্ব ব্যাংক দারিদ্র্য সম্পর্কে তার বিভিন্ন প্রতিবেদনে দুটি দারিদ্র্যের সীমা টেনেছেন। সাধারণ দারিদ্র্য সীমা নির্ধারিত হয়েছে যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ৩৭০ মার্কিন ডলার এবং নিম্নতর চরম দারিদ্র্যের সীমা হচ্ছে ২৭৫ মার্কিন ডলার। যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ৩৭০ ডলারের কম, সে দেশকে উচ্চতর দারিদ্র্য সীমার অন্তর্ভূক্ত দেশ হিসেবে শ্রেণীভূক্ত এবং যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ২৭৫ ডলারের কম সে দেশকে নিম্নতর দারিদ্র্যসীমার দেশ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ইউএনডিপির মতে দারিদ্র্য অবস্থা নির্ণয় করার সময় মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index-HDI) ও মানব স্বাধীনতাসূচককেও (Human freedom Index-HFI) মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের সাথে যুক্ত করা উচিৎ। কথাটি এভাবে বলা হয়েছে, মানব

উন্নয়ন সূচক এবং মানব স্বাধীনতা সূচককে যৌথভাবে মাথাপিছু আয়ের ধারণার সাথে একত্রিত করলে বিশ্বস্ততার সাথে দারিদ্র্য অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। মানব সম্পদ সূচকে আয়ুষ্কাল, বয়স্ক শিক্ষা ও ক্রয়ক্ষমতাকে একীভূত করা হয়েছে।

Poverty is generally thought of as material deprivation However, the operational definition of poverty currently in the united states of restricted to money income. Poverty is defined by the federal government as a range income thresholds adjusted for the size of the family. The age of the householder, the number of children under age 18 in the family.

Encyclopedia of Social Work 9th edition. National Association of Social workers Washington D.C.

বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উল্লেখ করা হয় :

Poverty refers to from of economic, social and psychological deprivation occurring among people lacking sufficient ownership, control or access to resources for minimum required level of living.

Poverty is widely recognized as a multidimensional problem involving income, consumption, nutrition, health, education, housing, crisis coping capacity insecurity, etc.

[Fifth-Five Year Plan of GOB.]

অমর্ত্য সেনের স্বত্বাধিকার এবং সক্ষমতা থিসিস অনুযায়ী আমরা দারিদ্র্যকে ন্যূনতম জীবন যাপন মান অর্জন স্বত্ত্বাধিকারের অভাব অথবা অক্ষমতার অবস্থাকে বুঝাতে পারি। ন্যূনতম জীবনমান বলতে কি বুঝায় তা বের করাটাই প্রধান সমস্যা, ন্যূনতম জীবন মান বলতে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ভাবে আমরা বুঝি, এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যার তলায় দেশের মানুষের অবস্থান কাম্য নয়। pigu (1952) এটাকে প্রকৃত আয়ের ন্যূনতম পরিমাপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং পণ্যের কতখানি কোন মানুষের আওতাধীন তা দিয়ে ন্যূনতম মান বুঝার চেষ্টা করেছেন। তারমতে জীবন ধারণের এই

ন্যূনতম সূচক গঠিত হয় বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, সৌচ ব্যবস্থা, কাজের নিরাপত্তা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট মান আর পরিমাপ দিয়ে। প্রাসঙ্গিকতার বিচারে যেহেতু জীবন যাত্রার মান খুবই বিস্তৃত, একে ব্যবহার যোগ্যতার মাপ কাঠিতে আনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা দিয়ে একটা ন্যূনতম জীবন যাপনে অধিকারী করে তোলার ব্যর্থতার অবস্থাকে আমরা দারিদ্র্য বলতে পারি।

কুরআন ও হাদীস দারিদ্র্যকে দুটি স্তরে বিন্যাস করেছে। একটি হলো কঠিন দারিদ্র্য, চরম/অতি দারিদ্রসীমা (Hard core Poverty) যার মধ্যে পড়ে ফকির ও মিসকিন। ফকির শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় উপকরণ নেই যারা সর্বতোভাবেই নিঃস্ব পথের ভিখারি তারাই ফকির। অন্যকথায় ফকির বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বা বৈধভাবে উপার্জনের সন্তোষজনক কোন উপায় নেই। আর মিসকিন হচ্ছে তারা, অভাব যাদের এখনো চরমে পৌঁছেনি, আশু ব্যবস্থা না হলে রাস্তায় দাঁড়াতে যাদের বিলম্ব হবে না। তবে মিসকিনদের আত্মমর্যাদা ও কৌলিন্যবোধ তাদের রাস্তায় নামাতে দেয় না, দেয় না কোথাও হাত পাততে।

দ্বিতীয় স্তরের সাধারণ দরিদ্রতা (General Poverty)। ইসলামের বিধান মুতাবেক যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই অর্থাৎ যিনি যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদের মালিক নন। তিনিই দরিদ্র। অন্য কথায় সাধারণ দারিদ্র্য হলো এমন অবস্থা যেখানে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন (Basic Need) পূরণ হয়ে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে, যা অবশ্য যাকাতের নিসাবের চেয়ে কম। [উৎস স্বারকগ্রন্থ ২০০৫, সেমিনার বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা]

গ্রামীণ দারিদ্র্য ঃ শিল্প বিপ্লবের অনিবার্য ফল স্বরূপ 'দারিদ্র্য' প্রত্যয়টি অঞ্চলভিত্তিক প্রয়োগ স্পষ্টতর হয় এবং কালক্রম এটি প্রধানত শহুরে দারিদ্র্য ও গ্রামীণ দারিদ্র্য রূপে সমধিক গুরুত্ব লাভ করে।

সাধারণত যারা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক তাদেরকেই গ্রামীণ দারিদ্র্য বলে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর যে অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে তারাই গ্রামীণ দারিদ্র্য।

প্রচলিত অর্থে যারা গ্রামে বসবাস করে, ক্রমাগত অর্ধাহারী, অপুষ্ট রোগাক্রান্ত, সাধারণত অশিক্ষিত অথবা পর্যাপ্তভাবে শিক্ষিত নয়, যাদের বস্ত্রাভাব ও বাসস্থানের অভাব প্রকট, যাদের খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত বিধায় নিয়মিত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালনে অক্ষম তারাই গ্রামীণ দারিদ্র্য।

Ref: ESCAP, the Rural Poor: Human Capital for national building Bank, 1985,P-2] (ESCAP 1985)

হোসেন জিল্লুর রহমান গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় দ্বারা তাদের প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে গ্রামীণ দারিদ্র্য চিহ্নিত করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে পুষ্টি ও নিরাপত্তার প্রতিও জোর দিয়েছেন।

মোস্তফা কামাল মুজেরী গ্রামীণ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক চলকের ভিত্তিতে গ্রামীণ দারিদ্র্য শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার কথা বলেছেন। এসব চলকগুলো হচ্ছে ১. পরিবারের আকার, ২. প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার হার, ৩. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা, ৪. চাষের জমি ও উপকরণ, ৫. নিরাপত্তা, ৬. পরিবারের আয় ও সঞ্চয়।

১৯৮৯ সালের ৩১ শে অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত খবরে বলা হয় গ্রামে বসবাসকারী বা পশ্চাদপদ ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, গ্রামীণ কারিগর, মৎসজীবী যাদের সম্পদ বলতে কিছুই নেই অথবা যে সামান্য সম্পদ আছে তার উৎপাদন ক্ষমতা নগণ্য এবং যাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই অথবা যে কর্মসংস্থান আছে তার মজুরী অত্যন্ত কম তাদেরকে গ্রামীণ দারিদ্র্য বলা হয়।

অন্যভাবে বলা হয়েছে 'যে সব গ্রামীণ জনগণের দক্ষতা আছে কাজ নেই, কর্মের সক্ষমতা আছে ব্যবসার পুঁজি নেই, দুর্যোগে পতিত হলে উত্তরণের ব্যবস্থা নেই, মুখ আছে আহার নেই, বাক শক্তি আছে বলার সুযোগ নেই, উন্নয়ন স্কীম আছে অংশগ্রহণ নেই, মাথা গোঁজার ঠাই নেই, ভিটি আছে ঘর নেই, শরীর আছে কাপড় নেই, হাসপাতাল আছে চিকিৎসার সুযোগ নেই, শক্তি-মেধা দক্ষতা আছে খাটানোর জায়গা নেই, ক্ষুধা আছে খাবার নেই, স্কুল আছে শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, ব্যাংক আছে কিন্তু ঋণের ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ যিনি ক্ষমতা ও সম্পদহীন তিনিই গ্রামীণ দরিদ্র।

পূর্বোক্ত আলোচনা হতে বোঝা যায় যে, গ্রামীণ দারিদ্র্য হচ্ছে পল্লীবাসীর এমন একটা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতিবাচক অবস্থা যা নিম্ন আয়, নিম্নজীবনযাত্রার মান, নিম্নভোগ, নিম্ন সঞ্চয় ও নিম্ন সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যূনতম কল্যাণের সুযোগ লাভের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সহজ ভাবে

বলা যায়, গ্রামীণ দারিদ্র্য হচ্ছে গ্রামের মানুষের জীবন যাত্রার মানের এমন এক স্তর যেখানে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণের অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য ঃ বাংলাদেশ একটি গ্রাম প্রধান দেশ। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বর্তমানে জাতীয় আয়ের ২৫% আসে কৃষি হতে পূর্বে এ হার আরো বেশি ছিল। জাতীয় আয়ের ৩২% আসতো কৃষি হতে। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জাতীয় আয়ে তার অবদান কমেছে। এতে শিল্পে জাতীয় আয়ের অবদান বাড়ছে। দারিদ্রের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে ব্যাপক দারিদ্র্যের দেশ বলা হয়। এছাড়াও দারিদ্র্যের কারণে বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়। যেমন, "আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি" ম্যালথাসের দেশ (Robinson 1974, p-64), ভূমি দাশের দেশ (Stepandam 1974) পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রামীণ বস্তি (Burous 1974) ইত্যাদি খেতাব প্রকৃতপক্ষে আর কোন দরিদ্র দেশ অর্জন করতে পারেনি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন একটি বিরাট ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ। এ দেশের গ্রামে বসবাসকারী মোট জনগোষ্ঠীর ৪২.৫% লোক দরিদ্র ও ১৮.৭% লোক চরম দারিদ্র্যের শিকার। গত চার দশকে বাংরাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারীভাবে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু গ্রামীণ দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক ও পরস্পর সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবেলায় সরকারী একক প্রচেষ্টা অর্থাৎ সরকারী সম্পদ, সামর্থ ও স্বদিচ্ছা অত্যন্ত সীমিত। এমতাবস্থায় সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়নমূখী বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সার্বিক সহযোগিতা গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিওদের আদর্শ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং সম্পদ ও সামর্থের সুষম বন্টনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও নাগরিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের ক্ষমতা তৈরি। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে উন্নয়ন এনজিওগুলো গ্রামীণ দারিদ্র্যের লক্ষণের পরিবর্তে তার কারণকে গুরুত্ব প্রদান করে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্ম নির্ভরশীল গড়ে তোলার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের ভিত্তি অত্যন্ত ব্যাপক। গ্রামীণ দারিদ্র্যের বিভিন্ন দিকের মধ্যে রয়েছে নিম্ন আয় (Lower-income) সহজেই আয় হ্রাস পাওয়া, আঘাত সামলে নেয়ার সামর্থের (Copping crisis ability) অভাব, সামাজিক সম্পদসমূহে সীমিত অভিগম্যতা (Limited access to the social resources) সামাজিক ও নাগরিক সেবা সমূহ হতে বঞ্চনা অথবা এসবের অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবাসমূহের অপ্রতুলতা প্রভৃতি।

৩.২ বাংলাদেশে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর ঃ একটি পর্যালোচনা

মানুষের গতিশীলতা বিভিন্ন কারণে অপেক্ষাকৃত নিয়ন্ত্রিত এবং চিহ্নিত। বিভিন্ন স্বার্থে মানুষ এক স্থান হতে অন্যস্থানে মানুষ গমনাগমন করে। মানুষের এই গমনাগমন প্রক্রিয়াকেই সাধারণতঃ স্থানান্তর বলে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমান যুগে নগরায়ণ প্রবণতা খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কারণে মানুষ ক্রমশঃ নগরমুখী হচ্ছে। নগর এলাকা সেবা কেন্দ্রস্থল হিসেবে চিহ্নিত এলাকা। সেখানে সুযোগ-সুবিধা যেমন-পাকা সড়ক পথ, যোগাযোগ সুবিধা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, প্রভৃতি সাধারণভাবে স্থাপিত। তাছাড়া চাকরির সুযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা, ইত্যাদি রয়েছে। নগর এলাকার জনগণ অকৃষি পেশার সাথে জড়িত এবং সেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব বেশী। এ কারণে মানুষ ক্রমশ নগরমুখী হচ্ছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বণ্যা, খরা নদীর ভাঙ্গন প্রভৃতি কারণে বেকারত্ব তীব্রতর হচ্ছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে ১০৫০ মিলিয়ন লোক নগরে বসবাস করছে এবং এ সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে। ১৯৭০ সালে সারা বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ৩৬.৬% শহরে বাস করতো। ১৯৯০ সালে ৪৪.২% এ দাঁড়ায় ২০০০ সালে তা ৫১.১% এ উন্নীত হয়। ২০০০ সালে এশিয়া অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৪২.৭% নগরে বাস করে। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিলের ঢাকাস্থ প্রতিনিধি সম্প্রতি এক রিপোর্টে বলেছেন-এখন থেকে বসবাসকারী প্রতি ৩ জনের মধ্যে ২ জন বাস করে উন্নয়নশীল দেশে। ২০১৫ সালে এই হার দাঁড়াবে প্রতি ৪ জনে ৩জন এবং ২৫২৫ সালে প্রতি ৫ জনে ৪ জন। বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার বছরে ১.৫ হলেও নগর গুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫। উন্নত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশেও ক্রমেই নগরের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের নগর এলাকায় বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ৫০৭৪০০০ জন যা মোট জনসংখ্যার ৭.৬%। (নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের নগরায়ণের সাম্প্রতিক ধারা) ১৯৯০ সালে তা এসে দাঁড়ায় ২২ মিলিয়ন। ২০০০ সালে এ সংখ্যা ৩৪৫৪৮০০০ জন দাঁড়ায় যা মোট জনসংখ্যা ২২.৯%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে নগরায়ণ অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে নগর সমূহের একটা চিত্র নিম্নে দেয়া হলো

Urban population projection in Bangladesh : 1981-2015

Year	Total Population (million)	Urban population (million)	Urban Annual growth rate (%)	Urban Population as % of total population
1981	90.0	13.5	10.3	15.1
1985	100.6	17.5	6.5	17.4
1990	113.7	22.9	5.4	20.1
1995	126.8	29.4	5.0	23.2
2000	141.1	37.3	4.8	26.4
2005	155.8	46.4	4.4	29.8
2010	170.5	56.8	4.0	33.3
2015	184.6	67.9	3.6	36.8

Source: World Bank, Bangladesh Economic and social development prospects. Vol. III (Report no. 5409) April 1985, P. 126.

শহরায়নের হারে যেমনি বিভিন্ন দেশে পার্থক্য রয়েছে তেমনি একটা দেশের বিভিন্ন শহরে জনসংখ্যার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের মধ্যে ঢাকা শহর সর্বোচ্চ। জনসংখ্যার দিক থেকে বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম মেঘাসিটি ঢাকা শহরে। যার বর্তমান লোক সংখ্যা (২০১২) ১৫ মিলিয়ন। ১৯৯৮ সালে ছিল ০৯ মিলিয়ন এবং ২০২৫ সালে তা দাড়াবে ২৫ মিলিয়নে। এখানে উল্লেখ্য যে, মেঘাসিটি হতে হলে কোন শহরের জনসংখ্যা ৫ মিলিয়ন এর উপরে হতে হয়।

Source: BBS Report-1991, Bangladesh Population Census, Vol-3 Urban area Reprot.

নগরের জনসংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পিছনে নিম্নোক্ত কারণগুলো দায়ী

a) High natural increase of Population.

b) Change in boundaries of urban centres or revision of Definition of urban Centres. and

c) Rural to urban migration. Others like disparity in resource allocation between urban and Rural Areas.

স্থানান্তর বা Migration বলতে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় মানুষের বসবাসের উদ্দেশ্যে গমন করাকে বুঝায়। যে কোন গমনা গমনকেই স্থানান্তর বলা যায় না। বিভিন্ন কারণে মানুষ একস্থান হতে অন্য স্থানে গমন করে। এ গমনকে Movement বলা হয়। Movement বিভিন্ন সময়ের জন্য হতে পারে। তবে স্থানান্তরের জন্য কমপক্ষে ১ বছর সময়ের প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, সকল Movement বা গমনা গমনই স্থানান্তর নয়, তবে সকল স্থানান্তরই Movement.

æUnited Nations (1970,1) Migration as a change of residence from one civil divition to another for a period of one year on more.”

তবে Migration এর সকল কারণকেই আমরা ‘Push’ এবং ‘Pull’ factor এর অন্তর্ভূক্ত করতে পারি। এগুলো আবার ‘Economic’এবং ‘Non-Economic’ এর অন্তর্ভূক্ত করা যায়।

Economic factor এর অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ, অর্ধবেকারত্ব, নদী ভাঙ্গন, ভূমিহীনতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদি।

নজরুল ইসলাম এগুলোকে তার লেখায় ‘Push factor’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এর অবদান ১৩% (Dhaka from city to Megacity, 1996)। তিনি এই গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, চাকুরীরর সন্ধানে ‘Pull’ factor এসেছে ৭২%। ‘Pull’ এবং ‘Push factor’ উভয়টাতেই তিনি অভিন্ন এবং অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যার অবদান ৪৫%।

Non-economic Factors ঃ তিনি দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক নয় এমন অনেক কারণও স্থানান্তরের জন্য দায়ী। এ ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষার অবদান ৫.৪%, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাস ৪%, নির্ভরশীলতা ৫%, চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা ৪৫% অবদান রাখছে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে।

স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বয়স এবং সেক্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, পুরুষ যারা অল্প বয়সী তাদের মধ্যে স্থানান্তরের প্রবণতা বেশী।

দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার কতিপয় দেশে নগরায়ন ধারা

দেশ	মোট জনসংখ্যা মিলিয়ন ১৯৮৭	(নগরায়ন হার মোট জনসংখ্যার শতকরা হিসাব) ১৯৮৭	নগর জনসংখ্যার বার্ষিক গড় বৃদ্ধির হার (%) ১৯৮০ - ১৯৮৭
বাংলাদেশ	১০৬.১	১৫.৫ (১৯৮১)	৫.৮
ভারত	৭৯৭.৫	২৭	৪.১
পাকিস্তান	১০২.৫	৩১	৪.৫
ইন্দোনেশিয়া	১৭১.৪	২৭	৫.১
মালয়েশিয়া	৬৫.৫	৪০	৫.০
বার্মা	৯৩.৩	২৪	২.৩
শ্রীলংকা	১৬.৪	২১	৪.৬
নেপাল	১৬.৬	৯	৭.৮
ফিলিপাইন	৫৮.৪	৪১	৩.৮
থাইল্যান্ড	৫৩.৬	২১	৪.৯
স্বল্প আয়ের দেশ সমূহ ভারত ও চীন ছাড়া	৯৫৬.৯	২৪	৫.৬

উৎসঃ বিশ্বব্যাংক ওয়াল্ড ডেভলপমেন্ট রিপোর্ট, ১৯৮৯। উন্নত দেশ সমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশেও ক্রমেই নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে নগর এলাকায় বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল ১.৮৩ মিলিয়ন যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৪.১৪% এবং নগরের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭৪%। ১৯৯১ সালে তা এসে দাড়ায় ২২.৪৫ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ২০.১৪% এবং প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক ৫.১৭%। ২০১৫ সালে যা দাড়াবে ৬৭.৯০ মিলিয়ন এবং তা হবে মোট জনসংখ্যার ৩৬.৭৮%।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) প্রতিবছরের ন্যায় ২০১২ সালেও 'বিশ্বজনসংখ্যা পরিস্থিতি প্রতিবেদন ২০১২ প্রকাশ করে। নিম্নে সেই প্রতিবেদনের নানা তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হলো।

বিশ্বজনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১২

প্রকাশ : ১৪ নভেম্বর ২০১২, কততম : ৩৫ তম, শিরোনাম :

By choice not by chance : Family planning Human Rights and Development.

রিপোর্টে বাংলাদেশ

মোট জনসংখ্যা (২০১২) : ১৫ কোটি ২৪ লাখ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১০-২০১৫) : ১.৩%। প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল : পুরুষ ৬৯ বছর এবং নারী ৭০ বছর। নারী প্রতি প্রজনন হার ২.২। জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান : অষ্টম। জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে অবস্থান : চতুর্থ। জনসংখ্যা সার্কভুক্ত দেশ সমূহে অবস্থান : তৃতীয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০০৪-২০১২

সাল	জনসংখ্যা (কোটি)	বৃদ্ধির হার (%)	বিশ্বে অবস্থান
২০০৪	১৪.৯৭	১.৫	সপ্তম
২০০৫	১৪.১৮	১.৮	অষ্টম
২০০৬	১৪.৪৪	১.৮	সপ্তম
২০০৭	১৪.৭১	১.৮	সপ্তম
২০০৮	১৬.১৩	১.৭	সপ্তম
২০০৯	১৬.২২	১.৪	সপ্তম
২০১০	১৬.৪৪	১.৪	সপ্তম
২০১১	১৫.০৫	১.৩	অষ্টম
২০১২	১৫.২৪	১.৩	অষ্টম

উৎস : বিশ্বজনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১২।

রিপোর্টে বিশ্বজনসংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

মোট জনসংখ্যা (২০১২) : ৭০৫ কোটি ২১ লাখ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১০-২০১৫) ১.১%। প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল : পুরুষ ৬৭ বছর এবং নারী ৭২ বছর। নারী প্রতি প্রজনন হার : ২%। সর্বাধিক নারী প্রতি প্রজনন হারের দেশ : নাইজার (৬.৯)। সবচেয়ে কম নারী প্রতি প্রজনন হারের দেশ বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা (১.১)। সর্বাধিক জন্মহারের দেশ : নাইজার ৩.৫%)। জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম দেশ : চীন। জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম দেশ : টুভালু। জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ : ইন্দোনেশিয়া। জনসংখ্যায় বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মুসলিম দেশ : মালদ্বীপ। বাল্যবিবাহে (১৮ বছরের নীচে) শীর্ষ ৫ দেশ : ১. নাইজার (৭৫%), ২. শাদ (৭২%, ৩. বাংলাদেশ (৬৬%), ৪. গিনি (৬৩%), ৫. মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র (৬১%)।

ঋণাত্মক জন্মহারের দেশ

দেশ	বৃদ্ধি (%)
বুলগেরিয়া, মলদোভা	০.৭
জর্জিয়া	০.৬
ইউক্রেন	০.৫
লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া	০.৪
বেলারুশ	০.৩
বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা	০.২
ক্রোয়েশিয়া, জার্মানি	০.২
হাঙ্গেরী, রোমানিয়া	০.২
জাপান, রাশিয়া	০.১
এস্তোনিয়া, সার্বিয়া	০.১

উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১২।

সর্বাধিক জন্মহারের দেশ

দেশ	বৃদ্ধি (%)
নাইজার	৩.৫
মালাবি, দক্ষিণ সুদান	৩.২
আফগানিস্তান, তাঞ্জানিয়া	৩.১
উগান্ডা, ইরাক	৩.১
বারকিনা ফাসো, মালি, ইয়েমেন, জাম্বিয়া	৩.০

শূন্য জনসংখ্যা দেশ :

২০১২ সালের বিশ্বসংখ্যার রিপোর্ট অনুযায়ী শূন্য জনসংখ্যার (Zero population) দেশ ৫টি - ডোমিনিকা, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, সেন্টভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রানাডাইনস এবং কিউবা।

শীর্ষ ১০ জনবহুল দেশ বৃদ্ধির হার- গড় আয়ু- নারী প্রতি প্রজনন হার

দেশ	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি	গড় আয়ু		প্রজনন হার
			পুরুষ	মহিলা	
চীন	১৩৫ কোটি ৩৬ লাখ	০.৪	৭২	৭৬	১.৬
ভারত	১২৫ কোটি ৮৪ লাখ	১.৩	৬৪	৬৮	২.৫
যুক্তরাষ্ট্র	৩১ কোটি ৫৮ লাখ	০.৯	৭৬	৮১	২.১
ইন্দোনেশিয়া	২৪ কোটি ৪৮ লাখ	১.০	৬৮	৭২	২.১
ব্রাজিল	১৯ কোটি ৮৪ লাখ	০.৮	৭১	৭৭	১.৮
পাকিস্তান	১৮ কোটি	১.৮	৬৫	৬৭	৩.২
নাইজেরিয়া	১৬ কোটি ৬৬ লাখ	২.৫	৫২	৫৩	৫.৪
বাংলাদেশ	১৫ কোটি ২৪ লাখ	১.৩	৬৯	৭০	২.২
রাশিয়া	১৪ কোটি ২৭ লাখ	০.১	৬৩	৭৫	১.৫
জাপান	১২ কোটি ৬৪ লাখ	০.১	৮০	৮৭	১.৪

উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১২।

বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ - ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

(Bangladesh Demographic and Health Survey -BDHS) এর প্রাথমিক ফলাফল আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয় ১৭ এপ্রিল ২০১২। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (USAID) এর অর্থ সহায়তায় সরকারের জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট) মাঠ পর্যায়ে ২০১১ সালের ৮ জুলাই থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যান্ত তথ্য সংগ্রহ করে মোট ১৮টি মানদন্ডে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির চিত্র যাচাই করে। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি তিন বা চার বছর পর পর এ সমীক্ষা চালানো হয়, যা সর্বশেষ হয়েছিল ২০০৭ সালে।

পরিবার পরিকল্পনা ঃ প্রজনন হার Total Fertility Rate (TFR) বা মহিলা প্রতি গড় সন্তান সংখ্যা ২.৩। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার হার ৬১%। শহরে ৬৪% ও গ্রামে ৬০%, বিভাগ ভিত্তিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার হার ঃ ঢাকা ৫১%, বরিশাল ৫৫%, খুলনা ৫৬%, রাজশাহী ৫৮%, রংপুর ৬১%, সিলেট ৩৫%, চট্টগ্রাম ৪৫%, আর সন্তান চান না এমন নারী ৬৫%।

মাতৃস্বাস্থ্য ঃ প্রসব কালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা পান ৩২%, শহরে ৫৪% এবং গ্রামের ২৫%। অস্ত্রোপাচারে বা সিজারিয়ানে সন্তান প্রসব ১৭% (এর মধ্যে বেসরকারী হাসাপাতেল ৭৩%। দক্ষ কর্মীর কাছে প্রসব পরবর্তী সেবা (PNC) : ২৭%।

শিশু স্বাস্থ্য ঃ শিশু জন্মের প্রথম ছয় মাস শুধু বুকের দুধ খায় ৬৪%। ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার বর্তমানে প্রতি হাজারে ৫৩। এক বছর বয়সী শিশু মৃত্যু প্রতি হাজারে ৪৩। নবজাতক মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৩২। বয়স অনুপাতে শিশুর ওজন ও উচ্চতা দুটোই কম ১৬%। ভিটামিন এ পাওয়ার হার ৬০%। শিশুকে দুই বছর পর্যন্ত যথাযথ নিয়ম মেনে খাওয়ানো হয় ২১%। উচ্চবিত্ত পরিবারে এ হার ৩০%।

উৎস : ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ-২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১২

সাধারণ জনমিতিক পরিসংখ্যান	জনসংখ্যা (২০১১-১২ সাময়িক প্রাক্কলন) : ১৫ কোটি ১৬ লাখ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৩৪%, পুরুষ মহিলা অনুপাত : ১০৩:১০০, জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকি.মি.) : ৯৬৪ জন।	আর্থ-সামাজিক নির্দেশকসমূহ
মৌলিক জনমিত্তিক পরিসংখ্যান	স্থুল জন্মহার (প্রতি ১০০০জনে) : ১৯.২ জন, স্থুল মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জনে) : ৫.৬ জন, শিশু মৃত্যু হার (এক বছরের কম বয়সী (প্রতি হাজার জীবিত জন্ম) : ৩৬ জন, মহিলা (১৫-৪৯) প্রতি উর্বরতা হার : ২.১২ জন, গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার : ৫৬.৮%, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল : ৬৭.২ বছর, পুরুষ ৬৬.১ বছর ও মহিলা ৬৮.৭ বছর, প্রথম বিবাহে গড় বয়স : পুরুষ ২৩.৯ বছর, মহিলা ১৮.৭ বছর।	
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	সরকারী হাসাপাতের শয্যা প্রতি জনসংখ্যা : ১,৮৬০, রেজিস্টার্ড ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা : ২,৭৮৫ জন। সুপেয় পানি গ্রহণকারী : ৯৭.৮%। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী ৫১.৫%, সাক্ষরতার হার (৭ বছর +), HIES ২০/০ : ৫৭.৯%	
শ্রম কর্মসংস্থান	মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর +) : ৫.৪১ কোটি, পুরুষ ৩.৭৯ কোটি ও মহিলা ১.৬২ কোটি, সর্বাধিক জনশক্তি নিয়োজিত কৃষি খাতে, মোট শ্রম শক্তির ৪৭.৩০%।	
জিডিপি ২০১১-১২ সাময়িক	চলতি মূল্যে জিডিপি : ৯,১৪,৭৮৪ কোটি টাকা, স্থির মূল্যে জিডিপি (ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬) : ৪,০৯,৩৭৭ কোটি টাকা, স্থির মূল্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩২%, চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় : ৬৬,২৮৩ টাকা বা ৮৪৮ মার্কিন ডলার, চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি : ৬৩,৩৬০ টাকা বা ৭৭২ মার্কিন ডলার।	
বিবিধ	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (৩০ এপ্রিল ২০১২) : ১০,১৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (জুলাই ১১ ফেব্রুয়ারী ১২) ৮,৪২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ব্যাংক ৪৭, দেশীয় ৩৮ এবং বৈদেশিক ৯টি, ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান : ৩১টি (ডিসেম্বর-২০১১) রিজার্ভ মুদ্রা : ৯১,৯৬৭ কোটি টাকা, বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার > টাকা/মার্কিন ডলার (জুলাই ১১-মার্চ১২) ৭৮.১৮, জাতীয় মহাসড়ক ৩,৫৩৮ কি. মি., রেলপথ : ২,৮৩৫ কি. মি.	

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২।

Dhaka University Institutional Repository

সার্কভুক্ত দেশের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার-গড় আয়ু-নারী প্রতি প্রজনন হার

দেশ	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি (%)	গড় আয়ু		প্রজনন হার
			পুরুষ	মহিলা	
আফগানিস্তান	৩ কোটি ৩৪ লাখ	৩.১	৪৯	৪৯	৬.০
বাংলাদেশ	১৫ কোটি ২৪ লাখ	১.৩	৬৯	৭০	২.২
ভূটান	৮ লাখ	১.৫	৬৬	৭০	২.৩
ভারত	১২৫ কোটি ৮৪ লাখ	১.৩	৬৪	৬৮	২.৫
মালদ্বীপ	৩ লাখ	১.৩	৭৬	৭৯	১.৭
নেপাল	৩ কোটি ১০ লাখ	১.৭	৬৮	৭০	২.৬
পাকিস্তান	১৮ কোটি	১.৮	৬৫	৬৭	৩.২
শ্রীলংকা	২ কোটি ১২ লাখ	০.৮	৭২	৭৮	২.২

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও মানবাধিকার ঃ একটি আলেখ্য

গ্রাম থেকে দরিদ্র জনগণ শহরে এসে তাদের কিঞ্চিত আয় বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু হারিয়েছে মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার। আলোচ্য শিরোনামে এ বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো ঃ

মানুষ, মানবিক সত্তায় অতুলনীয় এক জীব। মানুষের মহিমা উচ্চারিত হয়েছে যেমন : বেদ, পুরাণে, তেমনি আল কোরআনে। উচ্চারিত হয়েছে কবি কণ্ঠে কিংবা বাউলের সংগীতে। প্রাচীন বাংলার কবি চন্ডিদাস বলেছেন, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" প্রখ্যাত সকিষ্ট দার্শনিক প্রোটা গোরাস বলেন, "মানুষই সত্যের নিয়ামক, অনন্য নির্ভর সত্যের কোন অস্তিত্ব নেই।" সুতরাং মানুষ হচ্ছে অমৃতাস্য পুত্রাং বা আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষ সবার উপরে।

মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারে মানুষের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেটা সংকীর্ণ অর্থে জাতিসংঘের ঘোষিত মানবাধিকার এবং সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকার। যে অধিকারের ভিত্তি এইগুলো তাকে আইনগত অধিকার বলা যায়। যেখানে আইন নেই সেখানে আইনগত অধিকারের প্রশ্নই আসে না। আবার যেসব দেশে আইন আছে সেসব দেশেও আইনগত অধিকার যে একই রকম তা কিন্তু নয়। দেশে দেশে আইনের যেমন পার্থক্য আছে তেমনি পার্থক্য আছে আইনগত অধিকারেরও।

কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকারের প্রকৃতি যদিও বিভিন্ন রকম হতে পারে তথাপি কিছু কিছু অধিকার সকল দেশে সকল মানুষের প্রায়ই একই রকম। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ স্বতন্ত্র আবার ক্ষেত্র বিশেষে অভিন্ন। যেমন দু'জন মানুষের আঙ্গুলের ছাপ মেলে না। এটা স্বাতন্ত্রের প্রতীক আবার আঙ্গুলের ডগায় পিন ফুটালে সকলেই ব্যথা অনুভব করে, সকলের রক্তই লাল- এটা অভিন্নতার প্রতীক।

মানুষ যে সকল অবিচ্ছেদ্য অধিকারের মালিক সেগুলোই মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার। মানবাধিকারের অভিব্যক্তিটি নতুন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হলেই বিশ্বে মানবাধিকারের ধারণা জনপ্রিয় হতে শুরু করে।

মানবাধিকার বলতে বৃহত্তর অর্থে, সেই অধিকার বুঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যা তাকে বিশিষ্টতা দান করে, যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না। অর্থাৎ আকারে মানুষ থাকলেও হাকিকতে মানুষ থাকে না। মানুষ জন্মসূত্রেই চিন্তা শক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কথা বলার যোগ্যতা নিয়ে আসে। কোন রাষ্ট্র বা সার্বভৌম শক্তি তাকে এসব প্রদান করে না। মানুষের জীবনটাও কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। অতএব, রাষ্ট্র সরকার বা অন্য কোন শক্তি মানুষের এসব অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। যদি কেউ মানুষের এসব অধিকার কেড়ে নেয় তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকারান্তরে সে তার মানুষত্বই কেড়ে নিল, হরণ করল তার মানবিক বৈশিষ্ট্য। এই অধিকারগুলো মানুষের অবিচ্ছেদ্য এবং অন্তর্নিহিত। এসব অধিকার থেকে মানুষকে পৃথক করার কোন উপায় নেই। অতএব, মানবাধিকার বলতে সেই অধিকার বুঝায় যে অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যে অধিকার অর্জিত হলে মানুষ পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। সৃষ্টির সেরা মানুষ আর মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উঠতে দরকার মানবাধিকার। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসে না, মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ তথা রেনেসার যুগ থেকেই মানবাধিকারের ধারণাটি মানব মনে দানা বাধতে শুরু করে। রেনেসার জোয়ারে অবগাহনকারী দার্শনিকগণই সর্বপ্রথম রাজশক্তি এবং ধর্মীয় শক্তির তথা উপসানালয়ের একচ্ছত্র প্রাধান্যের পরিবর্তে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে শুরু করেন। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইটস ইত্যাদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। এসব দলিলেরও মূল কথা হচ্ছে মানুষ এমন সব অধিকার নিয়ে জন্মায় যেগুলো কখনো পরিতাজ্য নয়, যেগুলো কেউ হরণ করতে পারে না।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অভূতপূর্ব অগ্রগতি গেটা মানব সমাজকে এক অভূতপূর্ব আলোকিত যুগে নিয়ে আসে। গ্যালিলিও এবং নিউটনের আবিষ্কার, হবসের বস্তুবাদ, দেকার্তোর যুক্তিবাদ, স্পিনোজার সর্বশ্বেরবাদ, বেকন ও লকের অভিজ্ঞতাবাদ, স্বভাবজ আইনের প্রতি মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক লক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-দার্শনিক মান্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখের লেখায় একথা জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই মানুষ যেসব অধিকার স্বভাবতই অর্জন করেছে রাষ্ট্র সেগুলো কেড়ে নিতে পারে না। তাদের মতে জীবনের অধিকার, স্বৈরাচারী শাসনের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেও ছিল। Social Contract বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয় এসব অধিকার রূপায়ণের। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষ রাষ্ট্রের কাছে তাদের অধিকারগুলো সম্পন্ন করেনি এবং সেগুলো আমনত রেখেছে মাত্র। তারা বলেন, রাষ্ট্র কখনো মানুষের স্বভাবজ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কারণ মানুষ জন্মেছে বিবেক আর যুক্তি নিয়ে এবং যা কিছু যুক্তি ও বিবেকের বিরুদ্ধে তা মানবতরাই বিরুদ্ধে। বস্তুতঃ স্বৈরাচারী রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবতার যে আহবান তাই হচ্ছে মানবাধিকারের ভিত্তি।

ক্রমে মানবাধিকারের ধারণা দৃঢ়তা লাভ করে। দাসত্বের এবং দাস ব্যবসার মত অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ হয়, কারখানা আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রমিকের মজুরী এবং কাজের সীমা নির্ধারিত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে, সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি গৃহীত হয়। এসব মানুষের স্বভাবজ অধিকার তথা মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের দাবীর পরিণতি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সালের জুন মাসে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলন। প্রায় সিকি শতাব্দীর পর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ইতিপূর্বে ষাটের দশকে ইরানের রাজধানী তেহরানে এ জাতীয় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে সারা বিশ্বে মানবাধিকার একটি নন্দিত বিষয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত বিষয়।

মানবাধিকার এবং এর পরিধি যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, প্রথমতঃ মানবাধিকার এমন কিছু অধিকারকে নির্দেশ করে যা শুধু মানুষের, পশু-পাখি বা গাছ পালার নয়। দ্বিতীয়তঃ মানবাধিকার হচ্ছে সকলের অধিকার, কোন শ্রেণী বা দলের নয়। তৃতীয়তঃ মানবাধিকার সকল মানুষের সমানভাবে প্রাপ্য, কারো কম বা কারো বেশী নয়। চতুর্থতঃ মানবাধিকার কোন বিশেষ মর্যাদা বা সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। পঞ্চমতঃ মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার যা আদায়যোগ্য। ষষ্ঠতঃ মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বস্থানে, সর্বকারের সকল মানুষের প্রাপ্য। সপ্তমতমঃ মানবাধিকার কেউ কাউকে দেয় না এবং এর প্রাপ্তি কারো কৃপার উপর নির্ভরশীল নয়; মানুষ যেহেতু মানুষ সেহেতু সে এসব অধিকার লাভ করে।

বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের চেতনা জাগ্রত হচ্ছে। সক্রিয় হচ্ছে মানুষ মানবাধিকার রক্ষায়। দেশে দেশে গড়ে উঠছে মাবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, মানবাধিকার সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র মানবাধিকার বিষয়ে এখন সদাজাগ্রত। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে তাই বিশ্ববিবেক সোচ্চার হয়ে উঠে। বর্তমানে তাই এ দুটি বিষয়কে জানা, বুঝা এবং অনুধাবন করা সর্বস্তরের মানুষের জন্য অপরিহার্য। তাই গ্রাম থেকে শহরে আসা দরিদ্র বস্তিবাসী জনগণের যেন মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার পুরাপুরি সংরক্ষিত হয়, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

৩.৪ গ্রাম-শহর স্থানান্তর ও বস্তি সমস্যা নিরসনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ

মানুষের বৈষয়িক অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা দিলেও, তখন সে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে অতিক্রম করে নতুন পরিবেশে ভাগ্য পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে যখন জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে শুরু করে, ঠিক তখনই উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম ভাগে বহু সংখ্যক লোক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আশায় আমেরিকাদ্বয়ের নগর বন্দরের দিকে অভিগমন করতে থাকে। অভিগমনকারী এ সকল লোকের মধ্যে ইউরোপের জনাকীর্ণ খামারের কর্মী ও শহুরে বাসিন্দা উভয় শ্রেণীর লোক ছিল।

অনুরূপভাবে, প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ ধাবমান পশু পালনের পিছনে ছুটে নতুন এলাকায় পৌঁছাত। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ, নতুন নতুন হাতিয়ার উদ্ভাবন ও খাদ্যের নতুন নতুন উৎস আবিস্কৃত হওয়ায় সতত স্থান পরিবর্তনকারী গতিশীল মানুষের জীবনে আরাম-আয়াস আসে। নব্য প্রস্তর যুগে ফসল উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ায় উর্বর সমভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে। এ সকল আদিম বসতিগুলো কালক্রমে কৃষি ভিত্তিক পল্লী ও গ্রামে পরিণত হয় এবং তারও পরবর্তীকালে নগর সভ্যতা ও বহির্বাণিজ্যের উন্মেষ সাধিত হওয়ায় প্রাচীন রক্ষণশীল রীতির অভিগমনের পালা শেস হয় এবং তখন থেকেই উচ্চাকাঙ্খা ও অর্থনৈতিক উন্নতির আশায় প্রগতিশীল রীতির অভিগমন শুরু হয়।

বাণিজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী বহির্গমনের জোয়ার প্রাচীন ও মধ্যযুগে বহুবার অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অপরাধী নির্বাসন, দাস সংগ্রহ, ভাড়াটে সৈন্য প্রেরণ, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে কারবারীয়দের অভিযান, তীর্থযাত্রা এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে বহুলোক অভিগমন করতো। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের ব্যাপক সামরিক অভিযান ও সদল বলে নতুন অঞ্চলে বসতি স্থাপন, বার শতক পর্যন্ত প্রাচ্য দেশে আরব ও তুর্কীদের অভিযান, পরপর কয়েকটি ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ, তের শতক পর্যন্ত মঙ্গোলীয় অভিযান মানব অভিগমনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পনের থেকে আঠার শতকে আফ্রিকায় দক্ষিণাঞ্চলে 'নতুন পৃথিবী' নামে অভিহিত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং ইউরোপ থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যাবার সমুদ্রপথ আবিস্কৃত হওয়ায় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে গমন স্থায়ী বসতি স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেনেগাল থেকে কঙ্গো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় দাস উপকূল, স্বর্ণ উপকূল ও আইভরি উপকূল থেকে পর্তুগীজদের দাস সংগ্রহ, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয়দের বিজয়, উভয় আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ডাচ, স্পেনীয় ও পর্তুগীজদের উপনিবেশ স্থাপন, বসতি স্থাপন ও অভিগমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী সময়ে এবং উপনিবেশ সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হওয়ায় ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ায় বিভিন্ন অংশে ব্যাপক আন্তর্জাতিক অভিগমন শুরু হয় ১৪৯৮ সালে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত বহুসংখ্যক লোক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও শিল্প বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাস করছে। তাদের অধিকাংশই ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকায় স্থায়ী আবাসস্থল স্থাপন করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু সংখ্যক দেশান্তরী ব্রিটিশ-গিয়ানা, কেনিয়া, টাঙ্গা নাইকা ও উগান্ডায় আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের অধিকাংশ লোক ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বসবাস করছে।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক বড় শহরেই স্থানান্তরিত দরিদ্র বস্তিবাসী ও বাস্তুহারাদের সমস্যা প্রকট। অধিকাংশ দেশের জাতীয় সরকার এবং নগর বা শহর প্রশাসন এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। এরই প্রেক্ষিতে প্রধানতঃ ১৯৫০ এর পর থেকেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বড় শহরগুলোর বস্তি সমস্যা নিরসনের সুনির্দিষ্ট সরকারী প্রচেষ্টা গ্রহণ শুরু হয়। তখন থেকে স্থানান্তরিত দরিদ্র বস্তিবাসীর সমস্যা নিরসনে বা তাদের উন্নয়নের জন্য যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ বস্তি উচ্ছেদ ঃ এই দৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, স্থানান্তরিত দরিদ্র বস্তি ও বস্তিবাসী মানেই মন্দ কিছু দৃষ্টি কটু এবং তা গণ স্বাস্থ্যের প্রতি বিরাট হুমকি। তাই যে ভাবেই হোক এদেরকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনে বুলডেজার ব্যবহার করা যাবে, অগ্নিসংযোগ, কৃত্রিম বন্যা তৈরী, তাদের মারধোর, ধরপাকড় করে সমূলে উৎপাটন করা যাবে। উচ্ছেদ করা যাবে পুনর্বাসন ছাড়াই যাকিনা হবে মানবাধিকারের চরম লঙ্গন। উচ্ছেদ পদ্ধতি প্রয়োগের অন্যতম উদাহরণ ১৯৬৭ সালে কোরিয়ার রাজধানী সিউল শহরে ১,৩৬,৫০০ অবৈধ বস্তিসমূহের উচ্ছেদ অভিযান। তবে এতে সমস্যার খুব একটা স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি ভারতের বোম্বে শহরে একটি বস্তি উচ্ছেদ কার্যক্রম সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। রাজধানী ঢাকা শহর থেকেও একাধিক সময়ে বস্তি উচ্ছেদ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। কারণ বস্তিবাসীরা ঘুরে ফিরে আবার শহরের অন্য জায়গায় ঠাঁই করে নিয়েছে ঠিকই। তাই বর্তমানে অন্য কোথাও সাধারণতঃ এই প্রাচীন পন্থায় বস্তি উচ্ছেদ পদ্ধতির মাধ্যমে বস্তি সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করা হয় না। তাছাড়া এ রকম অমানবিক পদ্ধতি গ্রহণের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের মানব বসতি সংক্রান্ত সংস্থা "হ্যাবিটাট" এবং UN, ESCAP এর সুস্পষ্ট পরামর্শ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ বস্তি স্থানান্তর ঃ ১৯৫০ সালে ফিলিপাইন সরকার ম্যানিলায় ব্যাপকহারে বস্তি স্থানান্তর পদ্ধতির অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিতে শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় বস্তিবাসীদের তাদের পুরাতন বস্তি থেকে শহরের বাইরে দূরবর্তী নতুন এলাকায় জায়গা করে দেয়া হয়। কিন্তু অচিরেই সে সব জায়গা থেকে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীরা আবার শহরের কেন্দ্র স্থলেই ফিরে আসে। এতে স্থানান্তর পদ্ধতি অকেজো হয়ে পড়ে। ১৯৫০-৭০ সালের মধ্যে ভারতের মাদ্রাজেও প্রায় ৫৮,০০০ বস্তিবাসীকে স্থানান্তর করে শহরের বাইরে নেয়া হয়। কিন্তু নানা কারণে তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৭২ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ২৮,০০০ বাস্তুহারাকে সরিয়ে নিয়ে অতি স্বল্প মূল্যের ঘর-বাড়ী দেয়া হয়, কিন্তু এ কার্যক্রম বিশেষ সফল হয়নি। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, কিন্তু ফলাফল আশাপ্রদ নয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরেও এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে কিন্তু তা সবই ব্যর্থ হয়েছে।

তৃতীয়তঃ বস্তি উন্নয়ন ঃ এ সমস্যা নিরসন কল্পে সর্ব সাম্প্রতিক পদ্ধতি হিসাবে এখন বস্তির স্থানীয় ভিত্তিক উন্নয়ন বা 'আপগ্রেডিং' কেই সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পদ্ধতি সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বস্তি ও বৈধ বস্তিতে সম্পাদিত হলেও অনেক শহরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বস্তিতে বা স্কোয়াটার্স এলাকাতেও 'স্লাম আপগ্রেডিং' ও রেগুলারাইজেশান' কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি বস্তির অভ্যন্তরীণ ভৌত পরিবেশ ও সুবিধাদির উন্নয়ন করা হয়। যেমন- রাস্তা, ড্রেন, পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ইত্যাদিসহ তাদের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এতে উন্নয়ন কার্যক্রমে বস্তিবাসীদের নিজস্ব অংশগ্রহণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। এ ধরনের কার্যক্রমের ফলে সাধারণতঃ বস্তির স্থাবর সম্পত্তির কোন রকম ক্ষতি করা হয় না, জন প্রতি উন্নয়ন খরচ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয় এবং এই ব্যয় সাধারণত আন্তর্জাতিক সাহায্য হিসেবে বা সরকারী অনুদান হিসেবে ব্যবস্থা করা হয়। গৃহ নির্মাণে সাধারণত পরিবারের নিজস্ব উদ্যোগ রূপে থাকে। আপগ্রেডিং যেহেতু কাউকে স্থানান্তর করায় না, সুতরাং সকলেই তাদের পুরাতন কর্মস্থল ব্যবস্থা অব্যহত রাখতে পারে। এমনকি বস্তির উন্নয়নের খরচের অনেকটাই তারা নিজেরাই বহন করতে পারে। সাম্প্রতিক কালে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা ও জাম্বিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ স্লাম আপগ্রেডিং প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে ৭০ এর দশকে কলকাতা শহরে। এতে প্রায় ১৯ লক্ষ বস্তিবাসী উপকৃত হয়েছে। প্রায় ৫০০ কোটি রূপী ব্যয়ে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এই কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার কাম্পুং ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম,

জাম্বিয়ার লুকাসা বস্তি উন্নয়ন প্রোগ্রাম, করাচির বলদিয়া বস্তি উন্নয়ন প্রোগ্রাম, ম্যানিলার টন্ডো ফোরশোর উন্নয়ন প্রোগ্রাম, শ্রীলংকার সাম্প্রতিক মিলিয়ন হাউজ প্রোগ্রাম অন্তর্ভূক্ত শহর এলাকার বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী, বস্তি উন্নয়নে আপগ্রেডিং পদ্ধতির উজ্জল উদাহরণ। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে গৃহীত "কাচ্ছি আবাদি রেগুলাইজেশন" কার্যক্রম আর একটি ব্যাপক ও বৃহদাকার উল্লেখযোগ্য বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম। বাংলাদেশে ঢাকা শহরের লালবাগ এলাকাতেও ঢাকা সিটি করর্পোরেশন বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় স্লাম আপগ্রেডিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া ইউনিসেফের অর্থানুকুলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে দেশের ৫টি শহরে দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও সিলেট স্থানীয় পৌরসভার মাধ্যমে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সমূহের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.১ জনমিতিক তথ্য

৪.২ স্থানান্তর পূর্ববর্তী তথ্য

৪.৩ স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কিত তথ্য

৪.৪ স্থানান্তর পরবর্তী আর্থ-সামাজিক তথ্য

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য সমূহের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য উচ্চ শিক্ষা লাভ এবং ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক কারণে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এটা প্রকৃতির নিয়ম। এটা বন্ধ করা যাবে না। বাংলাদেশের মত একটা দরিদ্র দেশে এমনিতেই কর্ম সংস্থানের বড় অভাব, তার উপরে বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, আইলা, সাইক্লোন, মৌসুমী বেকারত্ব, মঙ্গা, কৃষির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ কর্মসংস্থানের জন্য বানের স্রোতের মত বিভিন্ন শহরের দিকে ধেয়ে আসছে। এই সমস্যা তেমন সমস্যা হত না যদি তারা দিনের শেষে আবার ফিরে যেত। এই জনস্রোত আবার দেশের বিভিন্ন শহরের তুলনায় ঢাকা শহরে বহুগুন বেশী। তবে ফেনী জেলা শহর ছোট হলেও এখানেও জনস্রোত কম নয়। কিন্তু শহর গুলোতে এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার বাসস্থান দেবার মত যথোপযুক্ত নয়। যার ফলে শহরের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে বস্তি সৃষ্টি হয়েছে সমস্যা।

৪.১ জনমিতিক তথ্য

সারণী-০১ উত্তর দাতাদের জন্মস্থান/স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গনসংখ্যা	শতকরা হার
লক্ষ্মীপুর	২৬	২৪.৭৬%
নোয়াখালী	১১	১০.৪৮%
ভোলা	০৮	৭.৬২%
রংপুর	২০	১৯.০৫%
সিলেট	০৩	২.৮৬%
বগুড়া	০৫	৪.৭৬%
ময়মনসিংহ	১০	৯.৫২%
বরিশাল	০৪	৩.৮১%
অন্যান্য	১৮	১৭.১৪%
মোট =	N=**১০৫**	**১০০%**

শহরে আগত বিপুল জনসংখ্যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসলেও তা সমভাবে আসেনি। এসব জেলা থেকে ফেনী শহর দূরে হলেও এখানে শ্রমমূল্য বেশী বিধায় এবং ট্রেনযোগে অল্প ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা বিধায় এখানে এসব জেলা থেকে দরিদ্র লোক স্থানান্তরিত হয়। পরিচালিত গবেষণায় তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সারণী ০১ অনুযায়ী স্থানান্তরিতদের সর্বোচ্চ ২৪.৭৬% এসেছে রামগতি লক্ষ্মীপুর থেকে, ১০.৪৭% এসেছে নোয়াখালী থেকে, ৭.৬১% এসেছে ভোলা থেকে, ১৯.০৪% এসেছে রংপুর থেকে, ২.৮৫% সিলেট থেকে, ৪.৭৬% এসেছে বগুড়া থেকে, ৯.৫২% এসেছে ময়মনসিংহ থেকে, ৩.৮০% এসেছে বরিশাল থেকে, অন্যান্য জেলা থেকে এসেছে ১৭.১৪%। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, সবচেয়ে বেশী পরিমান জনসংখ্যা (২৪.৭৬%) এসেছে লক্ষ্মীপুরের রামগতি থেকে, নদী ভাঙ্গন ও কৃষি জমির বিখন্ডী করণের ফলে সৃষ্ট বেকারত্ব ও ভূমিহীনতাই অধিক জনসংখ্যা ফেনী শহরে আসার কারণ। গ্রামের দিক থেকে এরকম চাপ এবং ফেনী শহরে এসে বেঁচে থাকার সুযোগ তাদেরকে শহরে আসতে একদিক থেকে অনুপ্রাণিত করেছে অন্যদিক থেকে তেমনি বাধ্য করেছে। অর্থাৎ উন্নত দেশসমূহে পল্লী অঞ্চল থেকে শহরে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে Pull Factor কাজ করেছে আর আমাদের দেশে Push Factor কাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র-১ লেখ চিত্রে উত্তর দাতাদের জন্মস্থানের/স্থায়ী ঠিকানা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

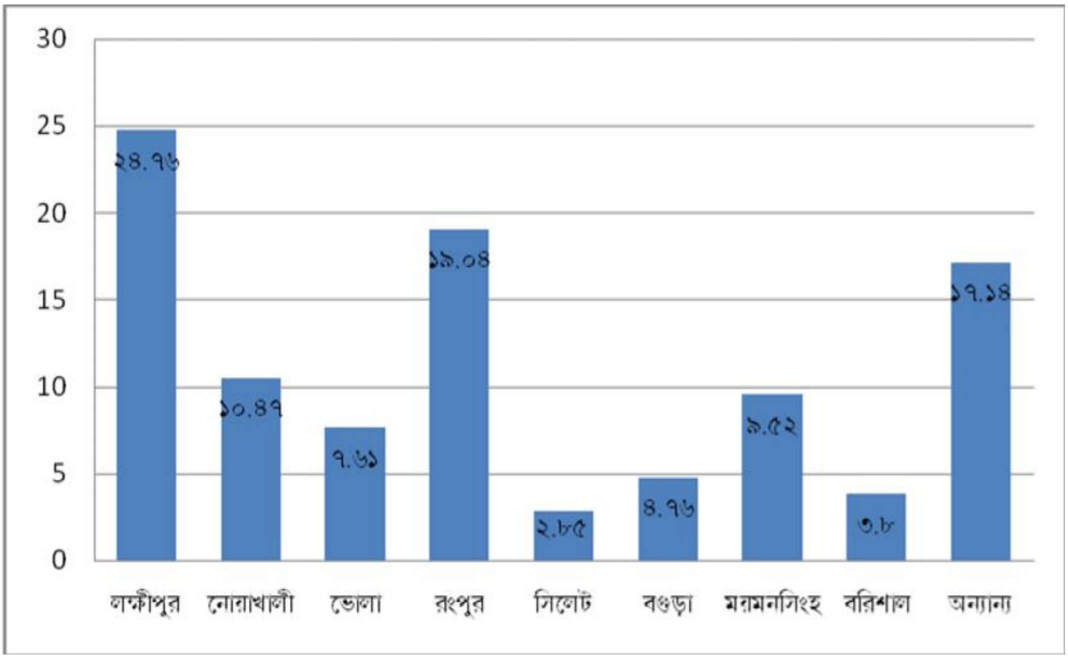

সারণী-২ উত্তর দাতাদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

শ্রেণী ব্যবধান	পুরুষ		নারী		মোট	
	গণসংখ্যা	শতকারা হার	গণসংখ্যা	শতকারা হার	গণসংখ্যা	শতকারা হার
নিরক্ষর	১৪	২০.০০	১৩	৩৭.১৪	২৭	২৫.৭১%
স্বাক্ষর	১৭	২৪.২৯	১২	৩৪.২৯	২৯	২৭.৬২%
প্রাথমিক	২৫	৩৫.৭১	০৮	২২.৮৬	৩৩	৩১.৪৩%
মাধ্যমিক	১৩	১৮.৫৭	০২	৫.৭১	১৫	১৪.২৯%
উচ্চ মাধ্যমিক	০১	১.৪৩	০০	০	০১	০.৯৫%
মোট	N= ৭০	১০০%	N= ৩৫	১০০%	N= ১০৫	১০০%

উত্তরদাতাদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নিরক্ষরের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা নারীদের মধ্যে বেশী (পুরুষ ২০% এবং নারী ৩৭.১৪%) যেখানে নিরক্ষরতার হার ২৫.৭১%। শুধু স্বাক্ষর করতে জানে ২৭.৬১% উত্তর দাতা যেখানে পুরুষ স্বাক্ষরতার হার ২৪.২৮% এবং নারী স্বাক্ষরতার হার ৩৪.২৮%। শিক্ষার অন্যান্য স্তর গুলোতেও পুরুষ শিক্ষিতের হার নারীদের চেয়ে বেশী। যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার হার ৩১.৪২% সেখানে নারী ২২.৮৫% এবং পুরুষ ৩৫.৭১%। এখানে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার হার যথাক্রমে ১৪.২৮% এবং ০.৯৫% যেখানে পুরুষ যথাক্রমে ১৮.৫৭% এবং ১.৪২% কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন নারীকে পাওয়া যায়নি। উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের আগ্রহ নেই। কিংবা যে কোন কারণে হোক তারা পিছিয়ে আছে। সার্বিক ভাবে স্বাক্ষরতার হার ৮৫%, নারী স্বাক্ষরতার হার ২০% এবং পুরুষ স্বাক্ষরতার হার ৬৫%।

উপরোক্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আমাদের সমাজে বিদ্যমান নারী শিক্ষার হারের সাথে এ পরিসংখ্যান সঙ্গতিপূর্ণ এবং এখানে পুরুষ মনে করে নারীদের শিক্ষা বাস্তব জীবনে কোন অর্থকরীভাবে কাজে আসে না।

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র-২ পাইচিত্রে উত্তর দাতাদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

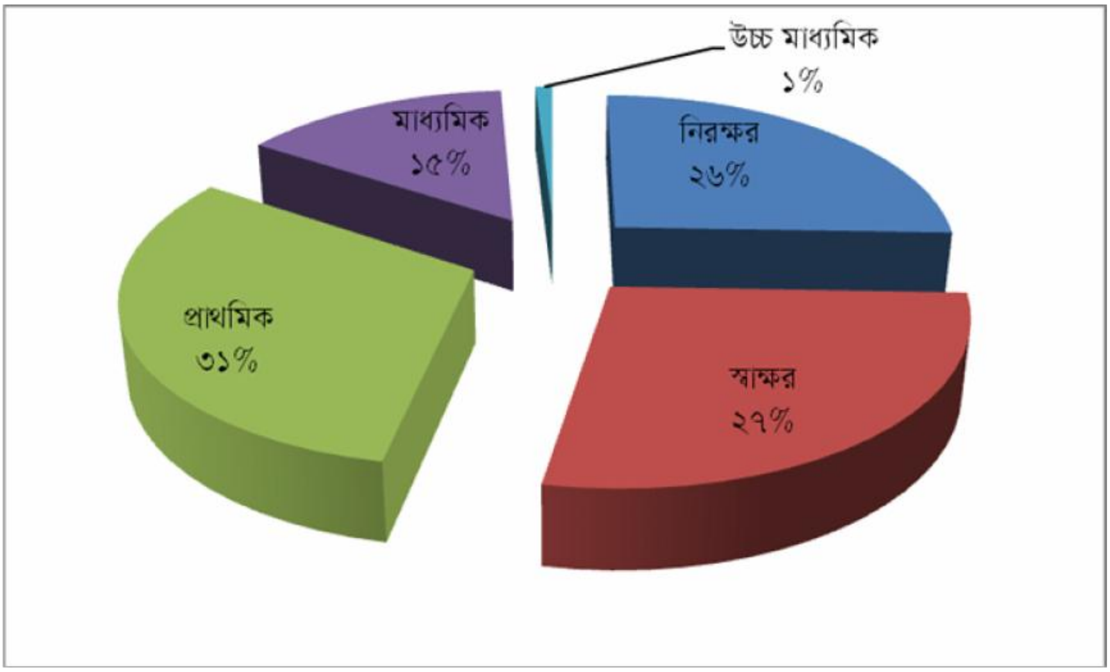

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩ উত্তর দাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	পরিবার/গণসংখ্যা	শতকরা হার
১ - ২	০৮	৭.৬২%
৩ - ৪	৩৩	৩১.৪৩%
৫ - ৬	৪৮	৪৫.৭১%
৭ - ৮	০৯	৮.৫৭%
৯ - ১০	০৭	৬.৬৭%
মোট	N=১০৫	১০০%

পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। পরিবারের সদস্য সংখ্যার দিক থেকেও স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগন কোন অংশে পিছিয়ে নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে শহরায়ন একটা বাধা হলেও এদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না। এরা শহরের ভিতরেও একটা গ্রামীণ অবস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সরকার যেখানে NRR – ০১ (Net Reproductive Rate) এ উন্নীত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেখানে তাদের অবস্থান তার বিপরীত। প্রাপ্ত তথ্য মতে ১ - ২ সদস্য বিশিষ্ট্য পরিবারের হার খুবই কম ৭.৬১% ।

পরিবার প্রতি অধিক জনসংখ্যাই তাদের দারিদ্র্যের মূল কারণ। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, দারিদ্র্য, পরিকল্পিত চিন্তা ধারার অভাব, অল্প বয়সে বিবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বস্তিবাসীদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা অধিক।

সারণী- ৪ বৈবাহিক মর্যাদার ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের অবস্থান

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বিবাহিত	১৯৫	৪৫.৮৮%
অবিবাহিত	২৩০	৫৪.১২%
মোট	N=৪২৫	১০০%

বৈবাহিক অবস্থানের দিক থেকে দেখা যায় যে, স্থানান্তরিত দরিদ্র পরিবারের ৪৫.৮৮% সদস্য বিবাহিত এবং ৫৪.১২% অবিবাহিত। সরকারী ভাবে ছেলেদের বিয়ের বয়স সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং মেয়েদের সর্বনিম্ন ১৮ বছর করা হলেও এরা তা অনুসরণ করে না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৫ পাঁচ বছরের উর্ধ্বে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষার অবস্থান

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	৭০	১৯.৭২%
স্বাক্ষর	৬০	১৬.৯০%
প্রাথমিক	১৫০	৪২.২৫%
মাধ্যমিক	৬৯	১৯.৪৪%
উচ্চ মাধ্যমিক	০৪	১.১৩%
ডিগ্রি পর্যন্ত	০২	০.৫৬%
মোট	N=৩৫৫	১০০%

উত্তর দাতা পরিবারের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নিরক্ষর ১৯.৭১%, শুধু স্বাক্ষর করতে পারে ১৬.৯০%, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা আছে ১৯.৪৩%, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা আছে ১.১২% এবং ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন ০.৫৬% জন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার হার (৪২.২৫%) সবচেয়ে বেশী।

উত্তর দাতাদের ধর্ম ভিত্তিক অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে, শতভাগ উত্তরদাতাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, অন্য ধর্মের কোন উত্তর দাতা পাওয়া যায়নি।

লেখ চিত্র -৩ আয়ত লেখ চিত্রে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

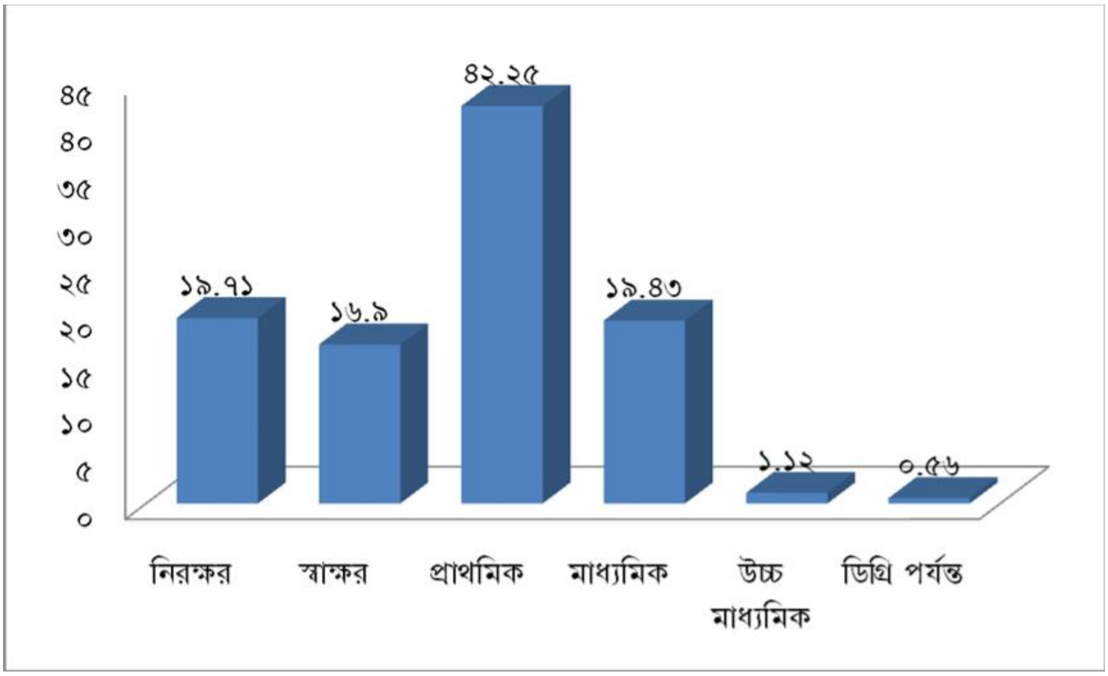

৪.২ স্থানান্তর পূর্ববর্তী তথ্য

সারণী-৬ স্থানান্তর পূর্ববর্তী বাসস্থানের ধরণ সম্পর্কিত তথ্য

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পাকা	০৩	২.৮৬%
অর্ধপাকা	০৭	৬.৬৭%
কাঁচা	৬৯	৬৫.৭১%
অন্যান্য	২৬	২৪.৭৬%
মোট	N=১০৫	১০০%

স্থানান্তর পূর্ববর্তী বাসস্থানের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, ৬৫.৭১% উত্তর দাতাই স্থানান্তরের পূর্বে কাঁচা বাসস্থানে বসবাস করতেন। ২.৮৬% উত্তর দাতার বাসস্থান ছিল পাকা এবং ৬.৬৭% উত্তর দাতার বাসস্থান ছিল অর্ধপাকা। অন্যান্য অবস্থানে ছিল ২৪.৭৬% উত্তরদাতা

পাদটীকা

কাঁচা ঃ টিন, কাঠ ও বাঁশের তৈরী।

অন্যান্য ঃ পাতা, হোগলা, ছন, পাট ও মাটির তৈরী।

সারণী- ০৭ প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ভাল	৪৮	৪৫.৭১%
মোটামুটি ভাল	৫২	৪৯.৫২%
খারাপ	০৫	৪.৭৬%
মোট	N=১০৫	১০০%

প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক নির্ণায়ক তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, স্থানান্তরের পূর্বে প্রতিবেশীর সাথে ৪৫.৭১% উত্তর দাতার সম্পর্ক ভাল ছিল। ৪৯.৫২% উত্তর দাতার সম্পর্ক ছিল মোটামুটি ভাল এবং মাত্র ৪.৭৬% উত্তর দাতার সম্পর্ক ছিল খারাপ। উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বেচ্ছায় নয় বরং একান্ত বাধ্য হয়েই তারা জন্মস্থান ত্যাগ করেছিল। গ্রামে কর্মসংস্থানের ভাল সুবিধা থাকলে তারা জন্মস্থানকে ছেড়ে ফেনী শহরে এসে এত কষ্ট ভোগ করতো না।

সারণী -৮ স্থানান্তর পূর্ববর্তী পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
দিনমজুর	১৭	১৬.১৯%
কৃষি	২৫	২৩.৮০%
চাকুরী	০৯	৮.৫৭%
ব্যবসা	১২	১১.৪২%
বেকার	০৬	৫.৭১%
ছাত্র	০৫	৪.৭৬%
রিকশা চালক	০৫	৪.৭৬%
নির্ভরশীল	০৭	৬.৬৭%
গৃহিনী	১২	১১.৪২%
গৃহ পরিচারিকা	০৩	২.৮৫%
ড্রাইভিং	০২	১.৯০%
রাজমিস্ত্রী	০২	১.৯০%
মোট	N=১০৫	১০০%

এখানে উত্তর দাতাদের তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ২৩.৮০% কৃষি, ১৬.১৯% দিনমজুর, ৮.৫৭% চাকুরী , ১১.৪২% ব্যবসা, ৫.৭১% বেকার, ৪.৭৬% ছাত্র, ৪.৭৬% রিকশা চালক, ৬.৬৭% নির্ভরশীল, গৃহিনী ১১.৪২%, ২.৮৫% গৃহ পরিচারিকা, ১.৯০% ড্রাইভিং এবং ১.৯০% রাজমিস্ত্রী।

পাদটীকাঃ

বেকার ঃ কোন নির্দিষ্ট কর্মে যারা নিয়োজিত ছিল না।
ব্যবসা ঃ ছোট ব্যবসা, যেমন- তরকারী, মুদি, পান-সুপারি, মাছ বিক্রি।
নির্ভরশীল ঃ শিশু ও কর্মহীন প্রবীণ যারা কাজ করতে অক্ষম।
ড্রাইভিং ঃ বাস চালক।

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র-৪ চিত্রে স্থানান্তর পূর্ববর্তী পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

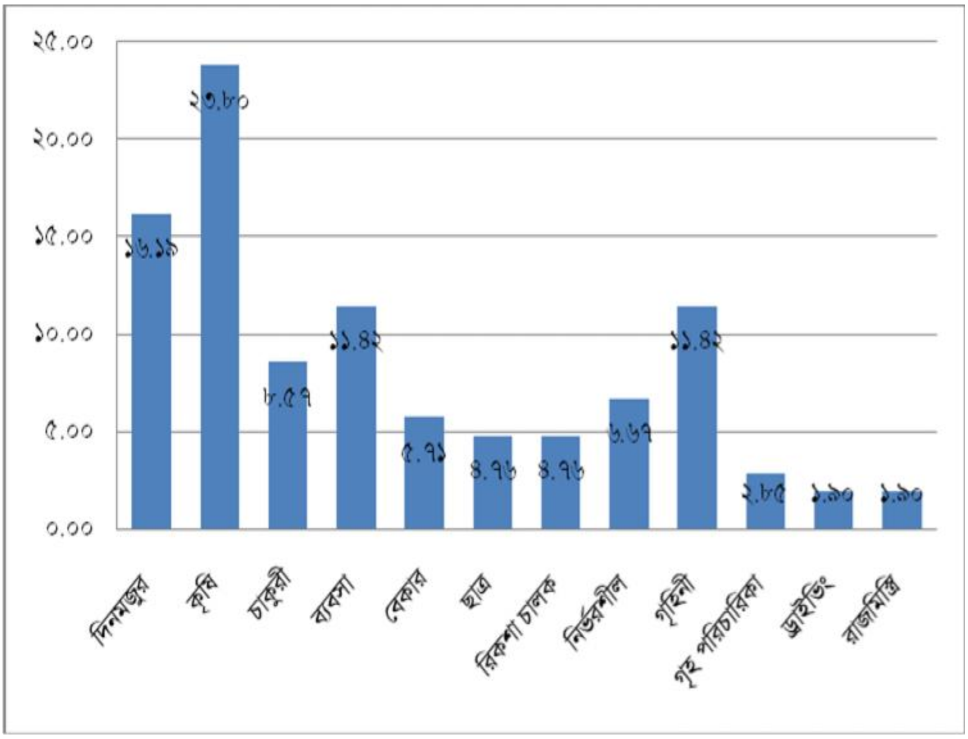

সারণী-৯ স্থানান্তর পূর্ববর্তী উত্তর দাতাদের আয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান (টাকা)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
০ - ২,০০০	২৫	২৩.৮১%
২,০০০ - ২,৫০০	১৯	১৮.১০%
২,৫০০ - ৩,০০০	১৭	১৬.১৯%
৩,০০০ - ৩,৫০০	১৬	১৫.২৪%
৩,৫০০ - ৪,০০০	১০	৯.৫২%
৪,০০০ - ৪,৫০০	০৩	২.৮৬%
৪,৫০০ - ৫,০০০	১৫	১৪.২৯%
মোট	**N=১০৫**	১০০%

গড় মাসিক আয়- ২,৭৪২/- টাকা।

আয় সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, ১৮.১০% উত্তর দাতার মাসিক আয় ছিল ২০০০ - ২৫০০ টাকার মধ্যে, ১৬.১৯% উত্তর দাতার মাসিক আয় ছিল ২৫০০ - ৩০০০ টাকার মধ্যে, ১৫.২৪% উত্তর দাতার মাসিক আয় ছিল ৩০০০ - ৩৫০০ টাকার মধ্যে, ৯.৫২% উত্তর দাতার মাসিক আয় ছিল ৩৫০০ - ৪০০০ টাকার মধ্যে, ২.৮৬% উত্তর দাতার মাসিক আয় ছিল ৪০০০ - ৪৫০০ টাকার মধ্যে এবং ১৪.২৯% উত্তর দাতার মাসিক আয় ছিল ৪৫০০ -৫০০০ টাকার মধ্যে, সর্বাধিক ২৩.৮১% উত্তর দাতার মাসিক যে আয় ছিল তা দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

লেখ চিত্র-৫ পাই চিত্রে স্থানান্তর পূর্ববর্তী উত্তর দাতাদের আয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

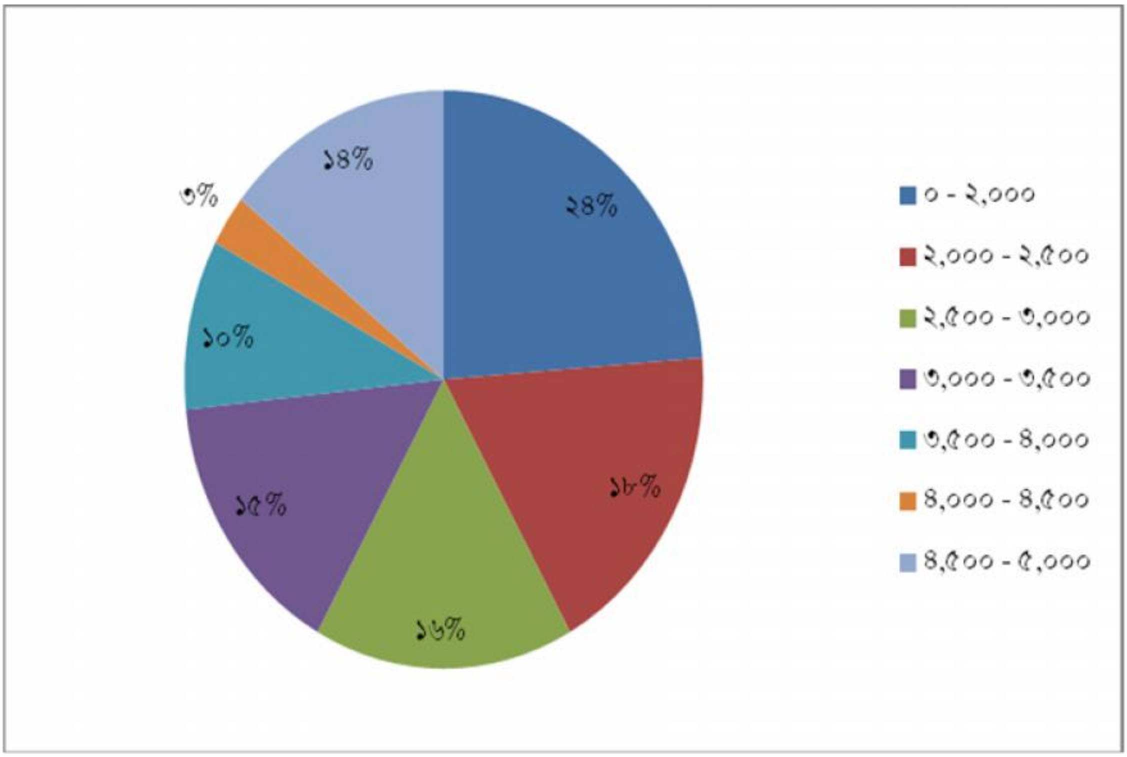

৪.৩ স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কিত তথ্য

সারণী-১০ স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা N=১০৫	শতকরা হার
কর্মসংস্থান	৯০	৮৫.৭১%
বিয়ে	০৫	৪.৭৬%
নদী ভাঙ্গন	৩৩	৩১.৪৩%
চিকিৎসা	০২	১.৯০%
ভূমিহীনতা	১৫	১৪.২৯%
শিক্ষা	০২	১.৯০%
চাকুরী	০৫	৪.৭৬%

* একাধিক উত্তর সম্ভব ছিল।

স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, সর্বোচ্ছ ৮৫.৭১% এসেছে কর্মসংস্থানের জন্য, দ্বিতীয় সর্বাধিক ৩১.৪৩% উত্তরদাতা এসেছেন নদী ভাঙ্গনের কারণে। চাকুরী সংক্রান্ত কারণে এসেছেন ৪.৭৬% উত্তর দাতা। ৪.৭৬%, ১৪.২৯%, ১.৯০%, ১.৯০% উত্তর দাতা এসেছেন যথাক্রমে বিয়ে, ভূমিহীন, চিকিৎসা ও শিক্ষাগত কারণে। কর্মসংস্থান, নদী ভাঙ্গন ও ভূমিহীনতা একটার সাথে অন্যটার পারস্পারিক সম্পর্ক রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বলা যায় যে যদি উত্তরদাতাদের জন্য গ্রামে বাঞ্ছিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেত এবং নদী ভাঙ্গন ও ভূমিহীনতার শিকার তারা না হতো তবে শহরে এসে এত অমানবিক পরিবেশে বাস করতো না।

লেখচিত্র-৬ দন্ড চিত্রে স্থানান্তরের কারণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

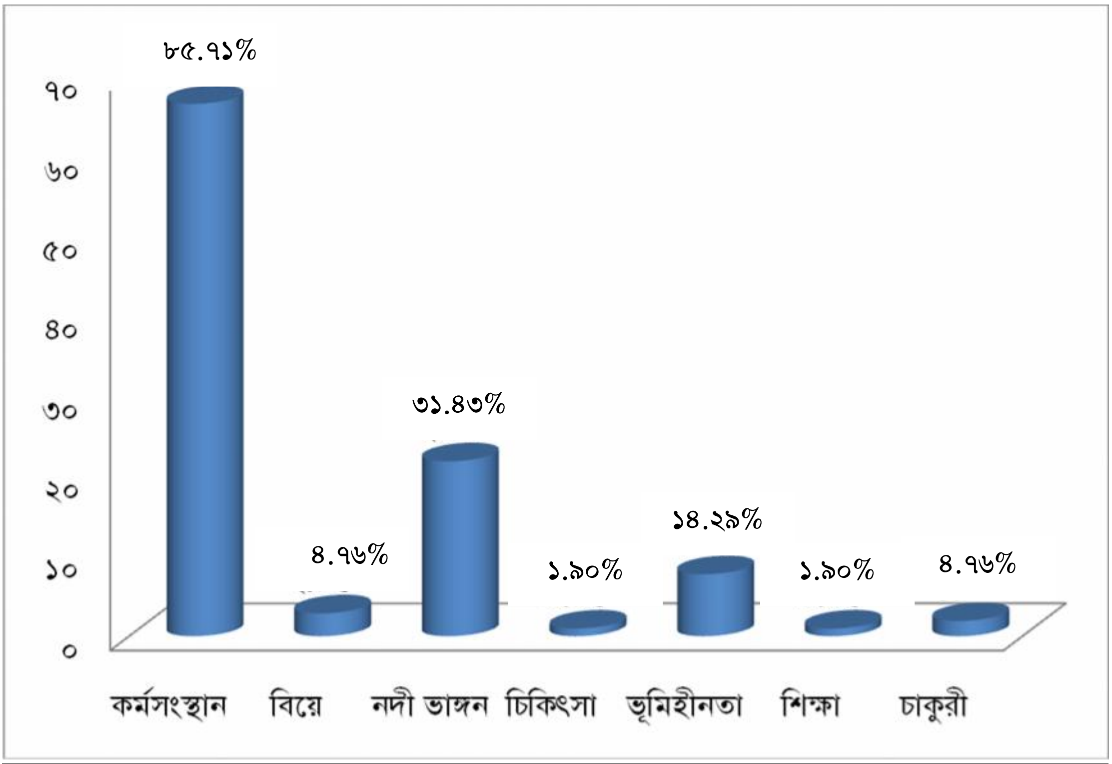

৪.৪ স্থানান্তর পরবর্তী আর্থসামাজিক তথ্য

সারণী- ১১ বস্তিতে বসবাসের সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
এক বছরের কম	০৩	২.৮৫%
১ - ৫ বছর	২০	১৯.০৪%
৫ - ১০ বছর	৪০	৩৮.০৯%
১০ - ১৫ বছর	১৫	১৪.২৮%
১৫ - ২০ বছর	২২	২০.৯৫%
২০ বছরের উর্ধের্ক্ষ	০৫	৪.৭৬%
মোট	**N=১০৫**	১০০%

উত্তর দাতাদের সর্বাধিক ৩৮.০৯% বলেছে যে, তারা ফেনী শহরের উক্ত বাসস্থান/বস্তিতে ৫-১০ বছর যাবৎ বসবাস করছেন। দ্বিতীয় সর্বাধিক ২০.৯৫% উত্তর দাতা ১৫ - ২০ বছর ধরে বসবাস করছেন। ১৯.০৪% উত্তর দাতা যথাক্রমে ১ - ৫ বছর ধরে এবং ২.৮৫% উত্তর দাতা ১ বছরের চেয়ে কম সময় ধরে বসবাস করছেন। আর ২০ বছরের উর্ধ্বে বসবাস করছেন ৪.৭৬% উত্তর দাতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ১২ বাসস্থানের ভাড়া সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	পরিবার/গণসংখ্যা	গড় শতকরা হার
০ - ১০০০	০৭	৬.৬৭%
১০০০ - ১১০০	০৪	৩.৮০%
১১০০ - ১২০০	২৪	২২.৮৫%
১২০০ - ১৩০০	৫০	৪৭.৬১%
১৩০০ - ১৪০০	১০	৯.৫২%
১৪০০ - ১৫০০	১০	৯.৫২%
মোট	**N=১০৫**	১০০%

বাসস্থানের ভাড়া সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, ৪৭.৬১% উত্তর দাতা মাসে ১২০০ - ১৩০০ টাকা ভাড়া দিচ্ছেন। ১১০০ - ১২০০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া দিচ্ছেন ২২.৮৫% উত্তর দাতা। ০ - ১০০০ টাকার মধ্যে ভাড়া দিচ্ছেন ৬.৬৭% উত্তর দাতা। ১০০০ - ১১০০ টাকার মধ্যে ভাড়া দিচ্ছে ৩.৮০% উত্তর দাতা। ১৩০০ - ১৪০০ টাকার মধ্যে ভাড়া দিচ্ছেন ৯.৫২% উত্তর দাতা এবং ১৪০০ - ১৫০০ টাকার মধ্যে ভাড়া দিচ্ছেন ৯.৫২% উত্তর দাতা। বাসস্থান প্রতি গড় ভাড়া দিচ্ছেন মাসে ১১২৫ টাকা।

উত্তর দাতারা কি কি নাগরিক সুবিধা পায় তা জানতে চাওয়া হলে তারা জানায় যে, তারা কোন সাপ্লাইয়ের পানি পায়না, বিদ্যুৎ আসে এবং যায়, একটা গ্যাসের চুলায় ৭/৮টি পরিবার পালাক্রমে রান্না করতে হয় অথবা কেউ কেউ লাকরি ব্যবহার করে রান্না করে।

পাদটীকাঃ

প্রতিটি বাসার গড় ভাড়া = ১১২৫ টাকা।

এমন কিছু উত্তর দাতা রয়েছে যারা ভাড়া বাসায় থাকে না, তারা নিজেরা সরকারী জায়গায় ঘর তুলে থাকে।

লেখচিত্র-০৭ আয়ত লেখ চিত্রে বাসস্থানের ভাড়া সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

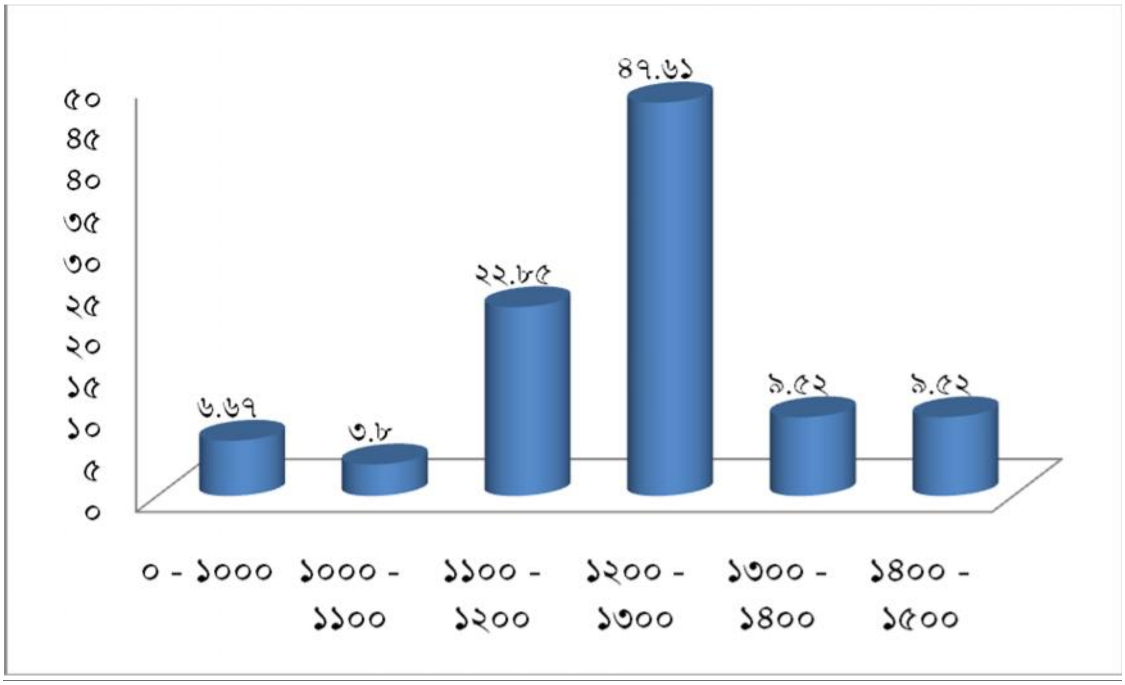

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ১৩ উত্তর দাতাদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
একক পরিবার	৯৪	৮৯.৫২%
যৌথ পরিবার	১১	১০.৪৭%
মোট	N=১০৫	১০০%

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রায় সবগুলি ৮৯.৫২% পরিবারই একক পরিবার। উপরোক্ত তথ্য শুধু স্থানান্তিত দরিদ্র জনগনের মধ্যে নয়, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা হতে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব যে ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে তারই প্রমাণ বহন করছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, যৌথ পরিবার মাত্র ১০.৪৭%। সারণী বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, যা কিনা শিশু, বৃদ্ধ ও নির্ভরশীলদের নিরাপত্তাহীনতার আগাম আভাস। আগামী প্রজন্মে আমাদের সমাজে যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটা পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের ইঙ্গিত বহন করছে।

সারণী-১৪ উত্তর দাতাদের পারিবারিক বর্তমান মোট সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

সম্পত্তির পরিমাণ (শতাংশ)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৫ শতাংশের কম	৬৯	৬৫.৭১%
৫ - ১০ শতাংশ	০৮	৭.৬১%
১০ - ২০ শতাংশ	০৭	৬.৬৭%
২০ - ৪০ শতাংশ	১৩	১২.৩৮%
৪০ - ৮০ শতাংশ	০৩	২.৮৫%
৮০ - ১৬০ শতাংশ	০৩	২.৮৫%
১৬০ - ৩২০ শতাংশ	০২	১.৯০%
মোট	N=১০৫	১০০%

বর্তমানে সম্পত্তি রয়েছে ৪৬.২৫% উত্তর দাতার, বাকী ৫৩.৭৫% উত্তর দাতার বর্তমানে কোন সম্পত্তি নেই।

পরিবার প্রতি গড় সম্পত্তি = ০.১৯ একর।

মাথাপিছু সম্পত্তির পরিমাণ = ০.০৩৯ একর বা ৩.৯ শতাংশ।

এখানে ৬৫.৭১% উত্তর দাতার বর্তমানে ০৫ শতাংশেরও কম জমি রয়েছে। ৫৩.৭৫% জন উত্তর দাতার বর্তমানে কোন জমি নেই। ৭.৬১% উত্তর দাতার ৫ - ১০ শতাংশ জমি, ৬.৬৭% উত্তর দাতার ১০ - ২০ শতাংশ, ১২.৩৮% উত্তর দাতার ২০ - ৪০ শতাংশ জমি রয়েছে। উত্তর দাতার পারবারিক গড় জমির পরিমান ০.১৯ একর এবং মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ৩.৯ শতাংশ। খুব কম সংখ্যক অর্থাৎ ৭.৬% জন উত্তর দাতার বর্তমানে ৪০ শতাংশের উর্ধ্বে জমি রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে জমি আছে ৪৬.২৫% জন উত্তর দাতার।

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র-০৮ পাইচিত্রে পারিবারিক বর্তমান মোট সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

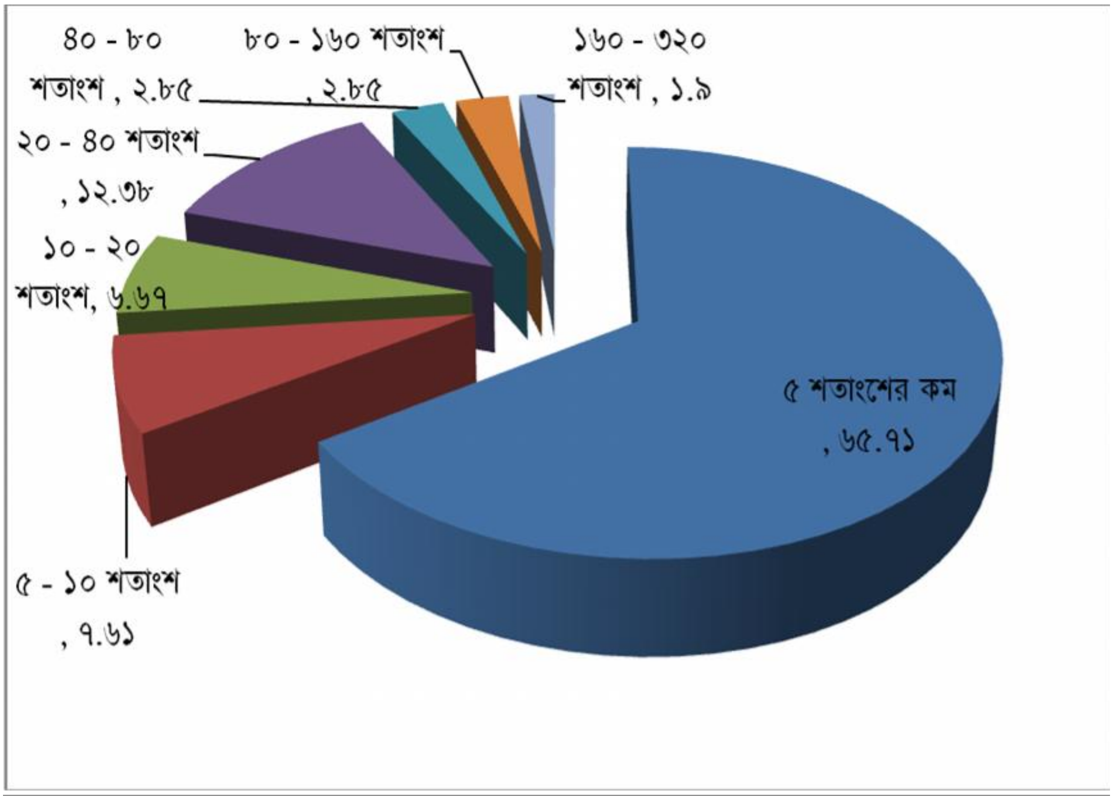

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ১৫ বসত বাড়ীর সম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৫ শতাংশের কম	১৫	৩১.৯১%
৫ - ১০	১১	২৩.৪০%
১০ - ১৫	০৯	১৯.১৪%
১৫ - ২০	০৩	৬.৩৮%
২০ - ২৫	০৪	৮.৫১%
২৫ - ৩০	০২	৪.২৫%
৩০ - ৩৫	০২	৪.২৫%
৩৫ শতাংশের বেশী	০১	২.১২%
মোট	N=৪৭	১০০%

বসত বাড়ীর সম্পত্তির পরিমাণ ভিত্তিক তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ৩১.৯১% উত্তর দাতার বসত বাড়ীতে যে সম্পত্তি রয়েছে তা ০৫ শতাংশের কম। ৫ - ১০ শতাংশের মধ্যে সম্পত্তি রয়েছে ২৩.৪৭% উত্তর দাতার এবং ১০ - ১৫ শতাংশের মধ্যে সম্পত্তি রয়েছে ১৯.১৪% জন উত্তর দাতার, ৬.৩৮% উত্তর দাতার ১৫ - ২০ শতাংশের মধ্যে এবং ৮.৫১ উত্তর দাতার ২০ - ২৫ শতাংশের মধ্যে সম্পত্তি রয়েছে। ২৫ শতাংশের উর্ধ্বে সম্পত্তি রয়েছে মাত্র ১০.৬২% উত্তর দাতার।

পাদটীকাঃ

বসত বাড়ীতে সম্পত্তি রয়েছে ৪৬.২৫% উত্তর দাতার, বাকী ৫৩.৭৫% উত্তর দাতার বসত বাড়ীতে কোন সম্পত্তি নেই।

সারণী- ১৬ চাষযোগ্য জমির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৫ শতাংশের কম	০৩	১৩.০৪%
৫ - ১০	০২	৮.৬৯%
১০ - ২০	০২	৮.৬৯%
২০ - ৪০	০৮	৩৪.৭৮%
৪০ - ৮০	০৫	২১.৭৩%
৮০ - ১৬০	০৩	১৩.০৪%
মোট	**N=২৩**	১০০%

চাষযোগ্য জমির পরিমান সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, এর মধ্যে সর্বাধিক অর্থাৎ ৩৪.৭৮% উত্তর দাতার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২০ - ৪০ শতাংশের মধ্যে। ৮০ - ১৬০ শতাংশের মধ্যে, ৪০ - ৮০ শতাংশের মধ্যে এবং ১ - ৫ শতাংশের মধ্যে চাষযোগ্য জমি রয়েছে যথাক্রমে ১৩.০৪% জন, ২১.৭৩% জন এবং ১৩.০৪% জন। ৫ - ১০ শতাংশ এবং ১০ - ২০ শতাংশ জমি রয়েছে ৮.৬৯% এবং ৮.৬৯% জনের। উত্তর দাতাদের চাষযোগ্য গড় সম্পত্তির পরিমাণ ৪১.৪১ শতাংশ।

পাদটীকাঃ

বর্তমানে সম্পত্তি রয়েছে (৪৭ জন) ৪৬.২৫% উত্তর দাতার এবং চাষযোগ্য জমি রয়েছে (২৩ জন) ৪৫.৯৫% উত্তর দাতার।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-১৭ ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ঋণ নিয়েছেন কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৮৯	৮৪.৭৬%
না	১৬	১৫.২৩%
মোট	N=১০৫	১০০%

উত্তর দাতাদের ঋণ সম্পর্কিত সারণী হতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উত্তর দাতা অর্থাৎ ৮৪.৭৬% উত্তর দাতা ঋণ গ্রহণ করেছেন। বাকী ১৫.২৩% উত্তর দাতা ঋণ গ্রহণ করেননি। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এন.জিও থেকে অল্প সুদে ঋণ নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে দিন ওয়ারী অর্থাৎ মহাজনী কায়দায় ঋণ দেয়। ৫০০০ টাকায় প্রতিদিন ৫০ টাকা সুদ দিতে হয়।

সারণী-১৮ উত্তর দাতার নিজের ও পরিবারের ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ঋণ পরিমান (টাকায়)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৫,০০০	০৭	৭.৮৬%
৬,০০০	০৫	৫.৬১%
৭,০০০	০৮	৮.৯৮%
৮,০০০	০৫	৫.৬১%
৯,০০০	০৫	৫.৬১%
১০,০০০	১৮	২০.২২%
১২,০০০	১১	১২.৩৫%
১৫,০০০	১৫	১৬.৮৫%
২৬,০০০	০৩	৩.৩৭%
৩০,০০০	১০	১১.২৩%
৬০,০০০	০১	১.১২%
৬০,০০০ উপরে	০১	১.১২%
মোট	**N**=৮৯	১০০%

উত্তর দাতাদের মধ্যে (১০৫ জন) ঋণ নিয়েছেন ৮৯ জন (৮৪.৭৬%)। তাই ৮৯ জনের মধ্যে ঋণের শতকরা হার সারণী ১১.খ তে দেখানো হলোঃ

৮৯ জনের মধ্যে গড় ঋণ = ১০,৮৭৬/-

ঋণ গ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, যারা ৮৯% ঋণ নিয়েছেন তাদের মধ্যে গড় ঋণের পরিমান ১০,৮৭৬ টাকা। ৫.৬১% উত্তর দাতা যথাক্রমে ৮০০০ এবং ৯০০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন। ১.১২% উত্তর দাতা যথাক্রমে ৬০,০০০ ও ৬০,০০০ টাকার উপরে ঋণ নিয়েছেন । ৮.৯৮% নিয়েছেন ৭০০০ টাকা। ২০.২২%, ১২.৩৫% ১৬.৮৫%, ৩.৩৭%, ১১.২৩% উত্তর দাতা যথাক্রমে ঋণ নেয় ১০,০০০, ১২,০০০, ১৫,০০০, ২৫,০০০ এবং ৩০,০০০।

সারণী - ১৯ উত্তর দাতাদের প্রধান পেশা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
চাকুরী	১৩	১২.৩৮%
ব্যবসা	০৯	৮.৫৭%
রিক্সা/ভ্যানচালক	৪৫	৪২.৮৫%
দিন মজুরি	০৯	০৮.৫৭%
বাবুর্চি	০৩	০২.৮৫%
ভিক্ষা করা	০১	০.৯৫%
ফেরীওয়ালা	০৬	৫.৭১%
চা বিক্রি করা	০৫	৪.৭৬%
গৃহ পরিচারিকা	০৭	৬.৬৭%
বেকার	০২	১.৯০%
রাজমিস্ত্রী	০৫	৪.৭৬%
মোট	N=১০৫	১০০%

প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, উত্তর দাতাদের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক অর্থাৎ ৪২.৮৫% উত্তর দাতা রিক্সা/ভ্যান চালক/দ্বিতীয় সর্বাধিক ১২.৩৮% উত্তর দাতা চাকুরী করেন এবং ৮.৫৭% ব্যবসা করেন। ৮.৫৭% দিনমজুর, ২.৮৫% বাবুর্চি, ০.৯৫% ভিক্ষা, ৫.৭১% ফেরীওয়ালা, ৪.৭৬% চা বিক্রি, ৬.৬৭% গৃহপরিচারিকা, ১.৯০% বেকার, ৪.৭৬% রাজমিস্ত্রী।

এখানে উল্লেখ্য যে, মাত্র ৫% একাধিক পেশায় জড়িত আছেন। উত্তর দাতাদের মধ্যে ৭.৭০% বিভিন্ন কাজে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র-৯ পাই চিত্রে উত্তর দাতাদের প্রধান পেশা সম্পর্কিত তর্থের বিন্যাস

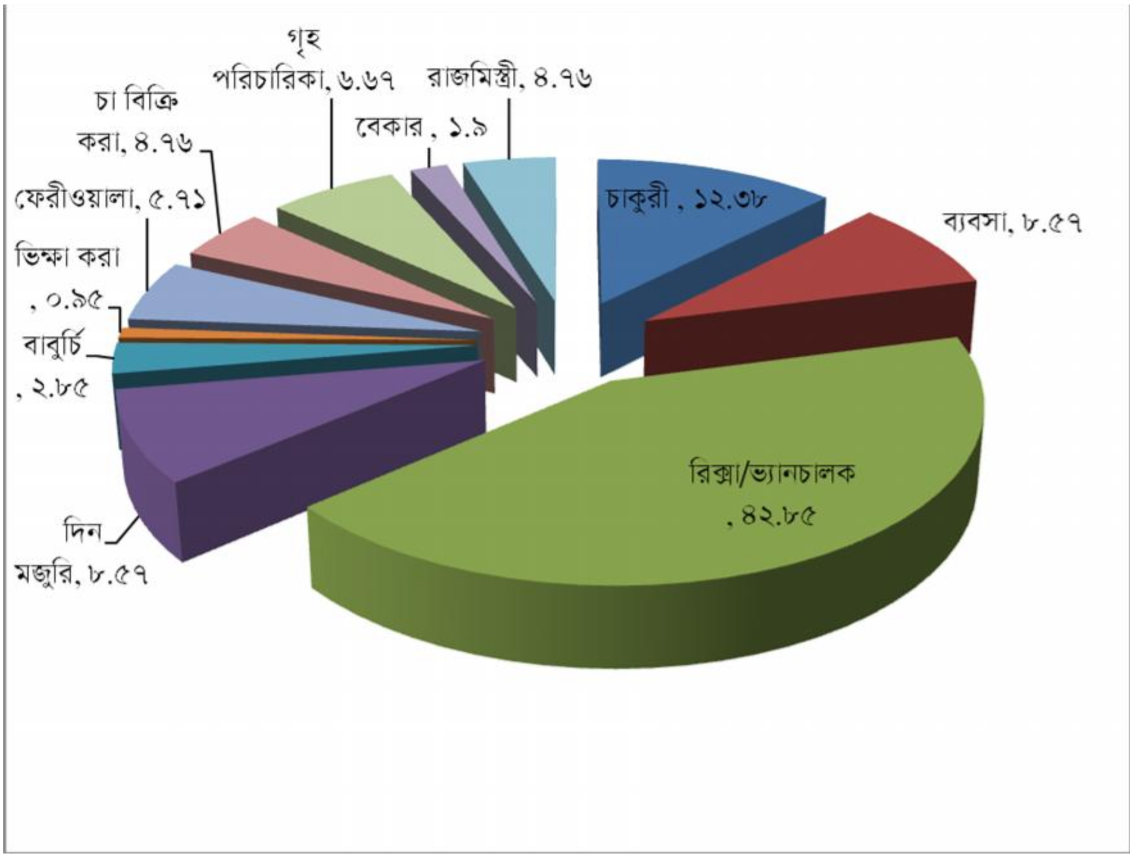

সারণী-২০ উত্তরদাতাদের মোট পরিবারের আয় সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

আয় (টাকায়)	গড় আয়	গণসংখ্যা (পরিবার	শতকরা হার
৩০০০ - ৫০০০	৪০০০	৪০	৩৮.০৯%
৫০০০ - ৭০০০	৬০০০	৩৫	৩৩.৩৪%
৭০০০ - ৯০০০	৮০০০	১৫	১৪.২৮%
৯,০০০ - ১১০০০	১০০০০	১২	১১.৪২%
১১০০০ - ১৩০০০	১২০০০	০৩	২.৮৫%
মোট	$\bar{x}$ = ৮০০০০	N=১০৫	১০০%

আয়ের গড় = ৬১৫২ টাকা।

উত্তর দাতাদের পারিবারিক আয় সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, তাদের গড় পারিবারিক আয় ৬১৫২/- টাকা। ৩৮.০৯% উত্তর দাতার পারিবারিক মাসিক আয় ৩০০০ - ৫০০০ টাকার মধ্যে। ৩৩.৩৪% এর মাসিক আয় ৫০০০ - ৭০০০ টাকার মধ্যে। ১৪.২৮% এর মাসিক আয় ৭০০০ - ৯০০০ টাকার মধ্যে। ১১.৪২% এর মাসিক আয় ৯০০০ - ১১০০০ টাকার মধ্যে এবং মাত্র ২.৮৫% উত্তর দাতার পারিবারিক মাসিক আয় ১১০০০ - ১৩০০০ এর মধ্যে। সাংসারিক খরচ বাদে কোন উদ্বৃত্ত টাকা থাকে কিনা তা জানতে চাওয়া হলে সকল উত্তর দাতাই না বলে জানায়। তবে দু'জন উত্তর দাতা জানায় তাদের পারিবারিক খরচ বাদে অল্প উদ্বৃত্ত থাকে এবং তা তারা ভবিষ্যতের জন্য জমা করে।

লেখ চিত্র-১০ দন্ডচিত্রে মোট পারিবারিক আয় সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

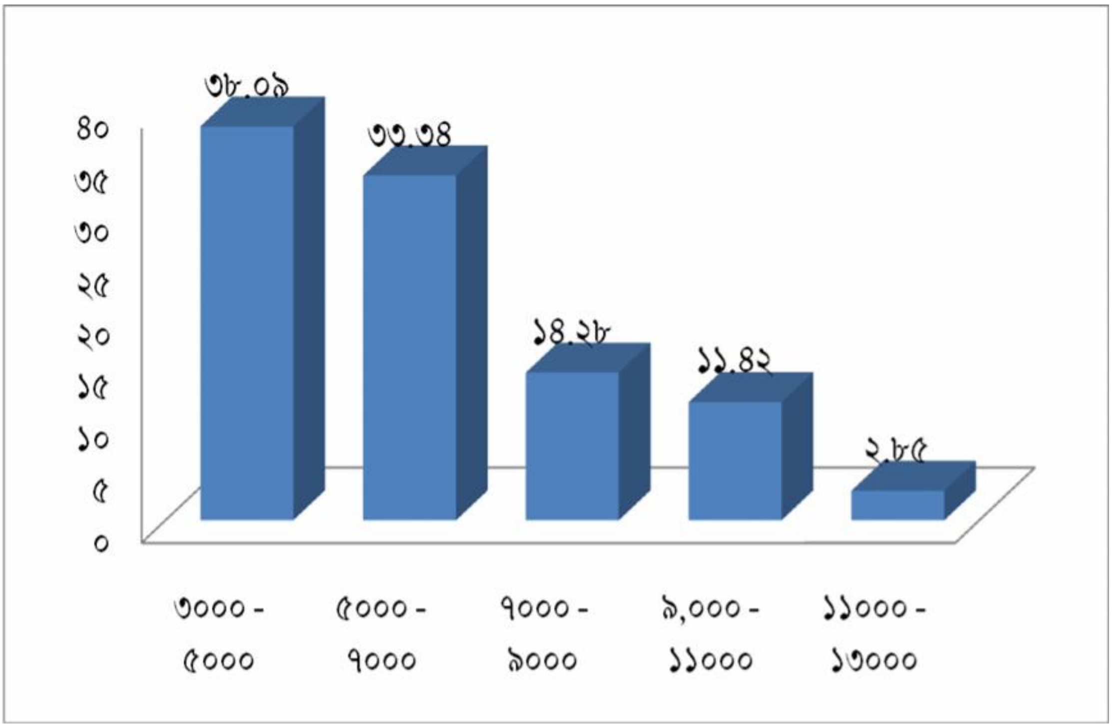

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২১ সাহায্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সরকারী	২২	৬৬.৬৭%
এন.জি.ও	১১	৩৩.৩৩%
ব্যক্তি	০০	০০%
বেসরকারী	০০	০০%
মোট	N=৩৩	১০০%

সাহায্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা পেয়েছে ৬৬.৬৭% উত্তর দাতা, এন.জিও থেকে শিক্ষা সহায়তা পেয়েছেন ৩৩.৩৩% উত্তর দাতা। এখানে উল্লেখ্য যে, যে সব এন.জি.ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে থাকে তাদের মধ্যে ব্র্যাকের কথা উল্লেখ করেছেন ৮০% উত্তর দাতা। এছাড়াও রয়েছে প্রশিক্ষা, গ্রামীণ ব্যাংক, পৌরসভা। এন.জি.ও কর্তৃক যে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তারা কোন সহায়তা পায় না বলে জানায়।

সেবার ধরন সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা জানায়, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মূলতঃ ঋণদান কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

শারীরিক অসুস্থ্যতা সম্পর্কিত অনুসন্ধান হতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তর দাতার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ৫৮ জন জ্বর, সর্দি-কাশি, বাত, গ্যাসটিক, মাথা ব্যাথা, প্রেসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদি নানা রকম শরীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। তবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক অসুস্থ্য ৭১.৪৩% ভুগছেন পুষ্টিহীনতায়।

পাদটীকাঃ

উত্তর দাতাদের মধ্যে ৩৩ জন (৪১.২৫%) তাদের সন্তান শিক্ষা সহায়তা পায় বলে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষা সহায়তা হিসাবে তারা সবাই বই খাতা ও বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগের কথা উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২২ শারীরিক অসুস্থতায় ভোগার সময় সম্পর্কিত তথ্যাবলীর

সময় (বৎসর)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
০ - ৫	৩২	৫৫.১৭%
৫ - ১০	২০	৩৪.৪৮%
১০ - ১৫	০৪	৬.৮৯%
১৫ - ২০	০২	৩.৪৪%
মোট	N = ৫৮	১০০%

এ সারণীর তথ্য হতে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক অর্থাৎ ৫৫.১৭% জন ০ - ৫ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। ৩৪.৪৮% জন ভুগছেন ৫ - ১০ বছর ধরে। ৬.৮৯% জন ভুগছেন ১০ - ১৫ বছর ধরে এবং ৩.৪৪% জন ভুগছেন ১৫ - ২০ বছর ধরে।

সারণী-২৩ চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাবলী

চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	গণসংখ্যা N=৫৮	শতকরা হার
হাসাপতাল	০৭	৩৫.০০%
হাতুড়ে ডাক্তার	০৪	২০.০০%
ডিগ্রীধারী এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার	০৩	১৫.০০%
কবিরাজ	০৬	৩০.০০%
মোট	২০	১০০%

চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, ৩৫% হাসাপাতালে, ২০% হাতুড়ে ডাক্তার এবং ১৫% ডিগ্রীধারী এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা করছে। কবিরাজি চিকিৎসা করছেন ৩০% জন রোগী।

পাদটিকা:

উত্তরদাতা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অসুস্থতায় ভূগছে ৫৮ জন। এই ৫৮ জনের মধ্যে চিকিৎসা করাচ্ছেন মাত্র ২০ জন (৩৪.৪৮ শতাংশ) এবং চিকিৎসা করাচ্ছেন না (৬৫.৫২ শতাংশ)

লেখচিত্র-১১ আয়ত লেখ চিত্রে চিকিৎসা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

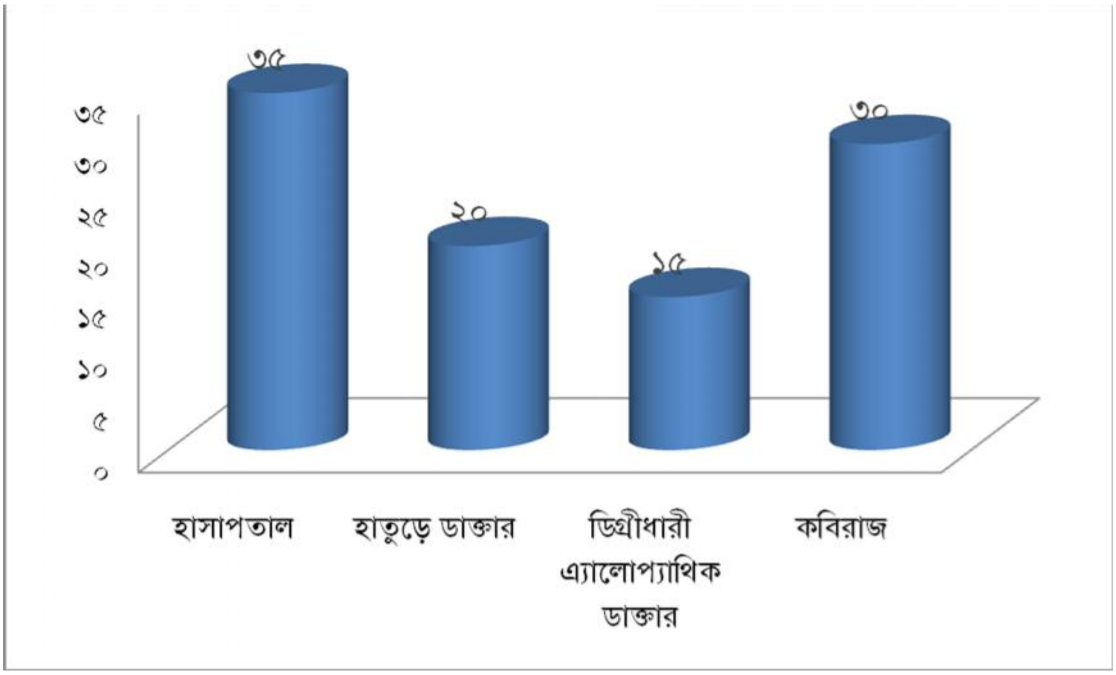

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২৪ উত্তর দাতাদের মনোসামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সমাঞ্জস্যহীনতা	২১	৩২.৩০%
হতাশা ও দুশ্চিন্তা	১৭	২৬.১৫%
নিরাপত্তাহীনতা	০৯	১৩.৮৪%
সামাজিক অস্থিতিশীলতা	০২	৩.০৭%
সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা	০২	৩.০৭%
পারিবারিক ও সামাজিক অবহেলা	০৩	৪.৬১%
সামাজিক চাপ	০৪	৬.১৫%
নিরুত্তর	০৭	১০.৭৬%
মোট	N=৬৫	১০০%

উত্তর দাতাদের মনোসামাজিক তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, ৩২.৩০% সামঞ্জস্যহীনতা, ২৬.১৫% হতাশা ও দুশ্চিন্তা, ১৩.৮৪% নিরাপত্তাহীনতা, ৩.০৭% সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা, ৪.৬১% পারিবারিক ও সামাজিক অবহেলা, ৬.১৫% সামাজিক চাপ এবং ১০.৭৬% উত্তর দেয়নি।

সারণী- ২৫ ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডে অংশগ্রহন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
নিয়মিত	০২	১.৯০%
মাঝে মধ্যে	০৯	৮.৫৭
মোটেই করিনা	৯৪	৮৯.৫২%
মোট	**N=১০৫**	১০০%

ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মোটেই ধর্মীয় কর্মকান্ডে (নামাজ, রোজা, তাসবিহ-তাহলিল, কুরআন তেলাওয়াত) অংশ গ্রহণ করে না সর্বোচ্চ ৮৯.৫২% জন। মাঝে মধ্যে অংশ গ্রহণ করে ৮.৫৭% এবং নিয়মিত করে মাত্র ১.৯০% জন। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, দারিদ্র্য অবস্থাই তাদের ধর্মীয় কাজে গাফলতির মূল কারণ। তাই মোটামুটি স্বচ্ছলতা থাকলে তারা ধর্মীয় কাজে আরো উৎসাহিত হতো। তবে উচ্চবিত্তের মধ্যেও ধর্ম পালন কম দেখা যায়। মধ্যবিত্তের মধ্যে ধর্মের চর্চা ও আমল বেশী লক্ষ্য করা যায়।

সারণী-২৬ ধূমপান সম্পর্কীয় তথ্যের বিন্যাস

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বিড়ি	৭২	৭৮.২৬%
সিগারেট	১০	১০.৮৬%
হুক্কা	০০	০০%
পানের সাথে জর্দা বা তামাক পাতা	১০	১০.৮৬%
মোট	N=৯২	১০০%

এ তথ্যের বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, ১০৫ জনের মধ্যে ৯২ জনই ৮৭.৬১% জনই কোন না কোন ধূমপান করে । মাত্র ১৩ জন ১২.৩৮% জন ধূমপান করে না। বিড়ি পান করে ৭৮.২৬% সর্বোচ্চ। সিগারেট ১০.৮৬% জন এবং হুক্কা ব্যবহার কেউ করে না এবং পানের সাথে জর্দা ব্যবহার করে ১০.৮৬%।

সারণী-২৭ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারী সম্পর্কিত তথ্যাবলী

পদ্ধতি সমূহ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পিল	৪৩	৫৪.৪৩%
কন্ডম	১৮	২২.৭৮%
ভেসেক টমি	০৪	৫.০৬%
জেলি	০২	২.৫৩%
ব্রেস্টফিডিং	০৪	৫.০৬%
লাইগেশান	০২	২.৫৩%
নিরাপদ সময়ের ব্যবহার	০০	০০%
ইনজেকশান	০৬	৭.৫৯%
মোট	**N=৭৯**	১০০%

উত্তর দাতাদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন ৭৯ জন (৭৫.২৩%), ২৪.৭৭% কোন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন না। ব্যবহারকারীদের মধ্যে (৬১ জন) ৭৭.২১% মহিলা এবং (১৮ জন) ২২.৭৮% পুরুষ।

পরিবার পরিকল্পনা ব্যবহারকারীর মধ্যে বেশীয় ভাগ অর্থাৎ ৫৪.৪৩% পিল খাচ্ছেন। ২২.৭৮% কন্ডম, ৫.০৬% ভেসেকটমি, ২.৫৩% জেলি, ৫.০৬% ব্রেস্টফিডিং, ২.৫৩% লাইগেশান, নিরাপদ সময়ের ব্যবহারে কাউকে পাওয়া যায় নি। ইনজেকশান ৭.৫৯%। পিলের ব্যবহার বেশী হবার মূল কারণ এটি ব্যবহার সুবিধা। অন্যান্য পদ্ধতি তুলনামূলক সুবিধা কম।

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র-১২ আয়তলেখ চিত্রে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারী সম্পর্কিত তথ্যাবলী

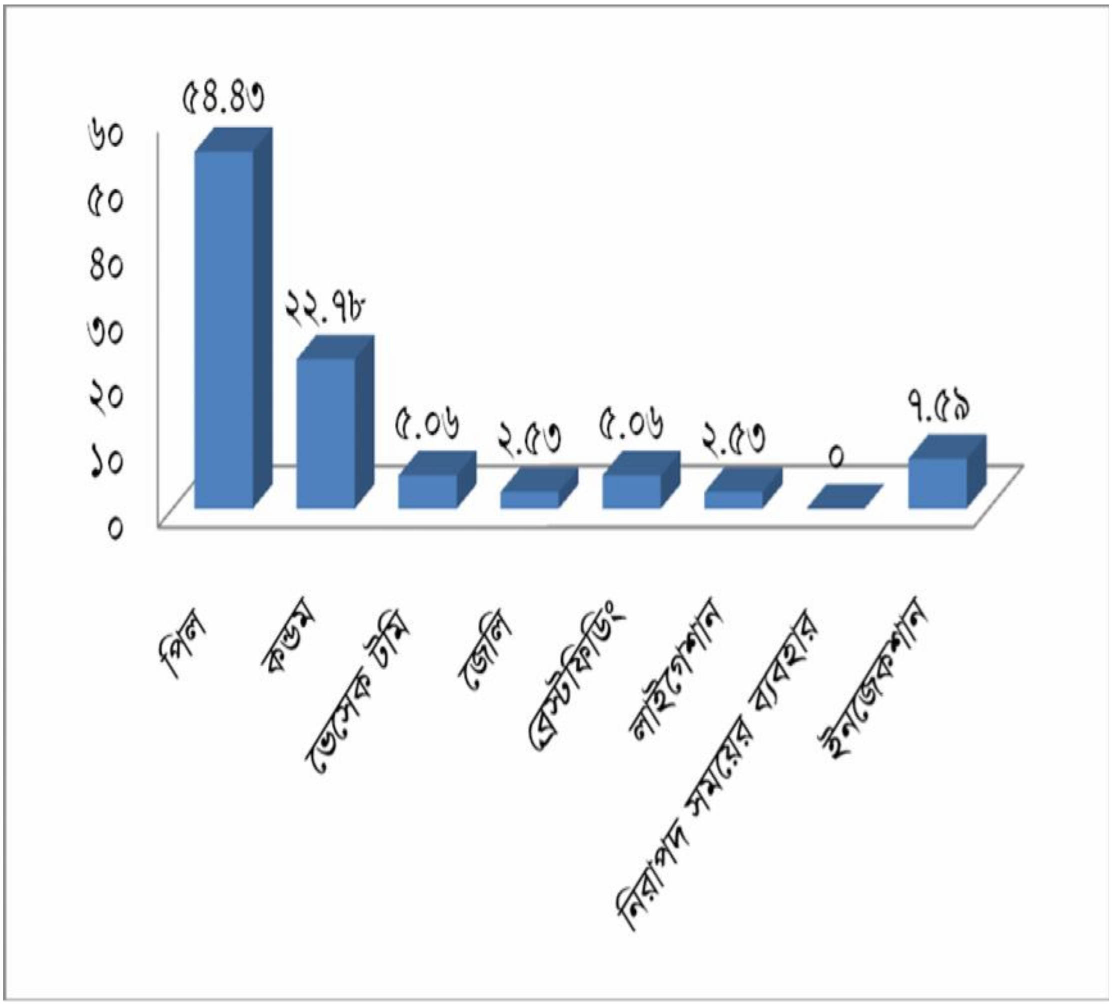

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২৮ যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

যোগাযোগের মাধ্যম	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মোবাইল ফোন ব্যবহার করে	৯৮	৯৩.৩৪%
মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না	০৭	৬.৬৭%
মোট	N=১০৫	১০০%

মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯৮ জন (৯৩.৩৪%) এবং ব্যবহার না কারীর সংখ্যা ০৭ (৬.৬৭%)। উল্লেখ্য যে, ভিক্ষুক ও পানের দোকানদারের কাছেও মোবাইল ফোন দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২৯ চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা N=১০৫	শতকরা হার
টেলিভিশন দেখা	৩৮	৩৬.১৯%
রেডিও শোনা	২৩	২১.৯০%
সিনেমা দেখা	১৫	১৪.২৮%
বই পড়া	৫	৪.৭৬%
গল্প করা/ আড্ডা দেওয়া	১৩	১২.৩৮%
ঘুমিয়ে	০৪	৩.৮০%
সন্তান লালন পালন	০৯	৮.৫৭%
তাস খেলা	১৯	১৮.০৯%
ক্রাম বোর্ড খেলা	১০	৯.৫২%
অন্যান্য (যাত্রা দেখা পুঁথি শোনা, ব্যান্ড সংগীত	০৪	৩.৮০%

* একাধিক উত্তর সম্ভব ছিল

চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩৬.১৯% জন টেলিভিশন ব্যবহার করছেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অর্থাৎ ২১.৯০% উত্তর দাতা রেডিও ব্যবহার করছেন। ১৪.২৮% সিনেমা দেখা ১৮.০৯% তাস খেলার কথা বলেছেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মত আর তা হলো স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। তার প্রমাণ বই পড়ায় মাত্র ৪.৭৬% উত্তর দাতা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র-১৩ পাইচিত্রে চিত্তবিনোদনের মাধ্যম সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

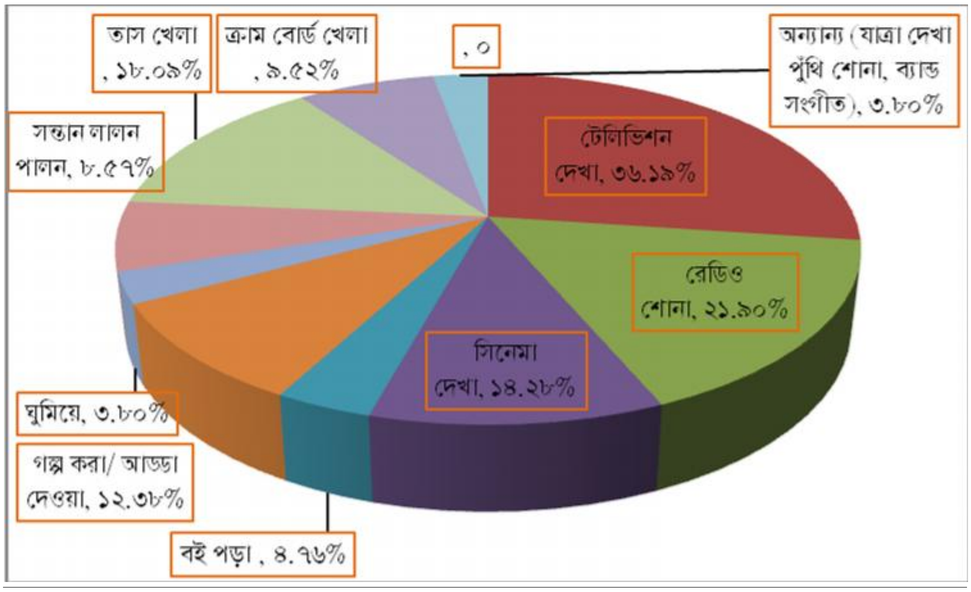

সারণী-৩০ বস্তির আইনগত অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ভাল	১৬	১৫.২৩%
খারাপ	৭৪	৭০.৪৭%
খুব খারাপ	১৫	১৪.২৮%
মোট	N = ১০৫	১০০%

উত্তর দাতাদের আবাসস্থলের আইনগত অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যাচ্ছে যে, ৭০.৪৭% জনই এখানকার আইনগত অবস্থা খারাপ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৪.২৮% বলেছেন খুব খারাপ। ১৫.২৩% উত্তর দাতা ভাল বলে জানায়। মাদক ব্যবসা, চুরি, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, নেশায় আড্ডা ইত্যাদি নানা ধরনের অপরাধ এখানে হয়ে থাকে।

সারণী-৩১ বস্তির আইনগত অবস্থার ধরন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

আইনগত অবস্থার ধরণ	গণসংখ্যা N= ১০৫	শতকরা হার N= ১০৫
মাদক ব্যবসা	৪৬	৪৩.৮০%
চুরি	৩৩	৩১.৪২%
ধর্ষণ	০৩	২.৮৫%
পতিতা বৃত্তি	০৪	৩.৮০%
হত্যা	১১	১০.৪৭%
আত্মহত্যা	১৩	১২.৩৮%
ডাকাতি	০২	১.৯০%
হাইজ্যাক	০২	১.৯০%
শিশু ও নারী নির্যাতন	৩৫	৩৩.৩৩%
নারী পাচার	০৩	২.৮৫%
নেশার আড্ডা	২৩	২১.৯০%
পুরুষ নির্যাতন	০৩	২.৮৫%
জুয়া	১২	১১.৪২%

* একাধিক উত্তর সম্ভব ছিল।

অপরাধের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, বেশী সংখ্যক অর্থা ৪৩.৮০% উত্তরদাতা বস্তিতে মাদক দ্রব্য ব্যবসা সংগঠিত হওয়ার কথা এবং ৩৩.৩৩% উত্তর শিশু ও নারী নির্যাতন, ৩১.৪২% উত্তর দাতা চুরি, ২১.৯০ % উত্তরদাতা নেশার আড্ডার কথা বলেছেন। গবেষণায় একটি নতুন বিষয় বেড়িয়ে আসে আর তা হলো নারী নির্যাতনের পাশাপাশি পুরুষ নির্যাতনের কথাও ২.৮৫% উত্তরদাতা সংগঠিত হওয়ার কথা বলেছেন। স্ত্রী কর্তক স্বামী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ভোগ করেও লজ্জা ও অপমানের ভয়ে তা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করে না। স্ত্রী নারী অধিকারের কথা বলে স্বামীকে ভয় দেখায়।

সারণী-৩২ বস্তি থেকে সন্ত্রাস ও অপরাধ দূর করা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস

শ্রেণী ব্যবধান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
গবেষকদের প্রচেষ্টা	০৫	৪.৭৬%
সমাজকর্মীদের প্রচেষ্টা	০৫	৪.৭৬%
রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা	৯৫	৯০.৪৭%
মোট	N=১০৫	১০০%

বস্তি থেকে সন্ত্রাস ও অপরাধ দূরা করা সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, ৪.৭৬% এবং ৪.৭৬% উত্তর দাতা বলেছেন গবেষকদের এবং সমাজকর্মীদের প্রচেষ্টায় সন্ত্রাস ও অপরাধ দূর হবে। বাকী অধিকাংশ উত্তর দাতা অর্থাৎ ৯০.৪৭% বলেছেন সন্ত্রাস ও অপরাধ দূর করতে হলে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। উত্তরদাতাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গভীর ভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে।

সারণী -৩৩ বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্টির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

সন্তুষ্টির ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সন্তুষ্ট	৩২	৩০.৪৭%
মোটামুটি সন্তুষ্ট	২৩	২১.৯০%
অসন্তুষ্ট	৫০	৪৭.৬১%
মোট	**N=১০৫**	১০০%

বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় উত্তর দাতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অর্থাৎ ৪৭.৬১% উত্তর দাতাই বর্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট। ২১.৯০% উত্তর দাতা মোটামুটি সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন। মাত্র ৩০.৪৭% উত্তর দাতা বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এখানে অসন্তুষ্ট উত্তর দাতার হার বেশী হবার মূল কারণ পরিবেশগত অবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র-১৪ পাইচিত্রে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্টির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

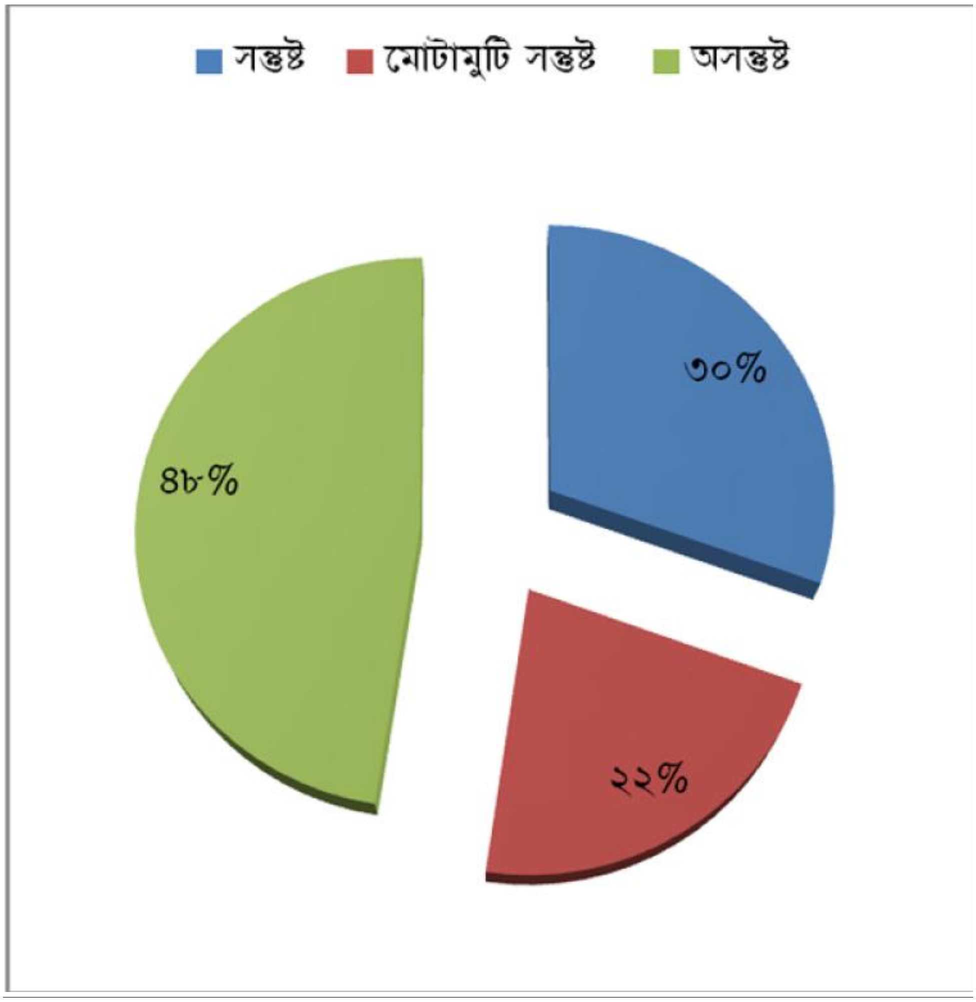

সারণী-৩৪ অতীত অবস্থায় সন্তুষ্টির ধরণ সম্পর্কিত তথ্য

সন্তুষ্টির ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সন্তুষ্ট	৪০	৩৮.০৯%
মোটামুটি সন্তুষ্ট	১৭	১৬.১৯%
অসন্তুষ্ট	৪৮	৪৫.৭১%
মোট	**N=১০৫**	১০০%

স্থানান্তর পূর্ববর্তী অবস্থায় উত্তর দাতাদের সন্তুষ্টির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, বর্তমান অবস্থার (৩০.৪৭%) চেয়ে অতীতে বেশী সংখ্যক ৩৮.০৯% উত্তর দাতা সন্তুষ্ট ছিলেন। বর্তমান ও অতীত অবস্থায় মোটামুটি সন্তুষ্টির মাত্রা ২৫.৭১% ঃ ১৬.১৯%। আবার দেখা যাচ্ছে যে, অতীতের চেয়ে বর্তমান অবস্থায় উত্তর দাতারা অধিক পরিমাণে অসন্তুষ্ট। যার অনুপাত অতীতঃ বর্তমান = ৪৫.৭১% ঃ ৪৭.৬১%।

লেখ চিত্র-১৫ পাইচিত্রে অতীত অবস্থায় সন্তুষ্টির ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

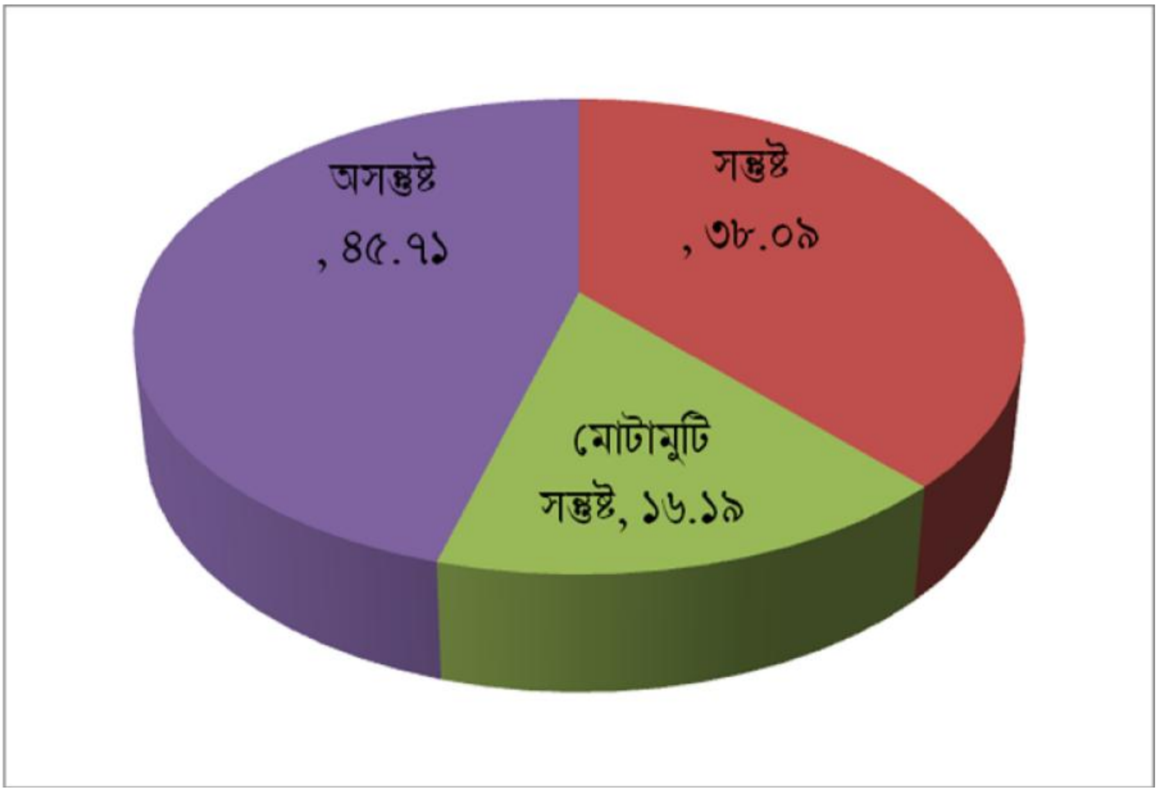

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩৫ বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে সরকার, এন.জি.ও এবং সমাজের করণীয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী

করণীয় ব্যবস্থার ধরণ	গণসংখ্যা N=১০৫	শতকরা হার
কর্মসংস্থান	৪৮	৪৫.৭১%
বাসস্থান	৪৫	৪২.৮৬%
সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা	০৩	২.৮৬%
ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো	০৬	৫.৭১%
ঋণ	২৫	২৩.৮১%
বয়স্কদের জন্য ক্লাব তৈরী	০২	১.৯০%

* একাধিক উত্তর সম্ভব ছিল।

উত্তর দাতাদের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থায় উন্নয়নে সমাজ, সরকার এবং এন.জি.ও সমূহের কাজের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, ৪৫.৭১% উত্তর দাতা কর্মসংস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। বাসস্থানের কথা বলেছেন ৪২.৮৬% উত্তর দাতা, ঋণদানের কথা বলেছেন ২৩.৮১% উত্তর দাতা, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পক্ষে মত দিয়েছেন ৫.৭১% উত্তর দাতা, সু-চিকিৎসার কথা বলেছেন ২.৮৬% উত্তর দাতা এবং বয়স্কদের জন্য ক্লাব তৈরীর কথা ১.৯০% উত্তর দাতা বলেছেন।

লেখচিত্র-১৬ আয়ত লেখ চিত্রে বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে সরকার ও সমাজের করণীয় সম্পর্কিত তথ্যের বিবরণ

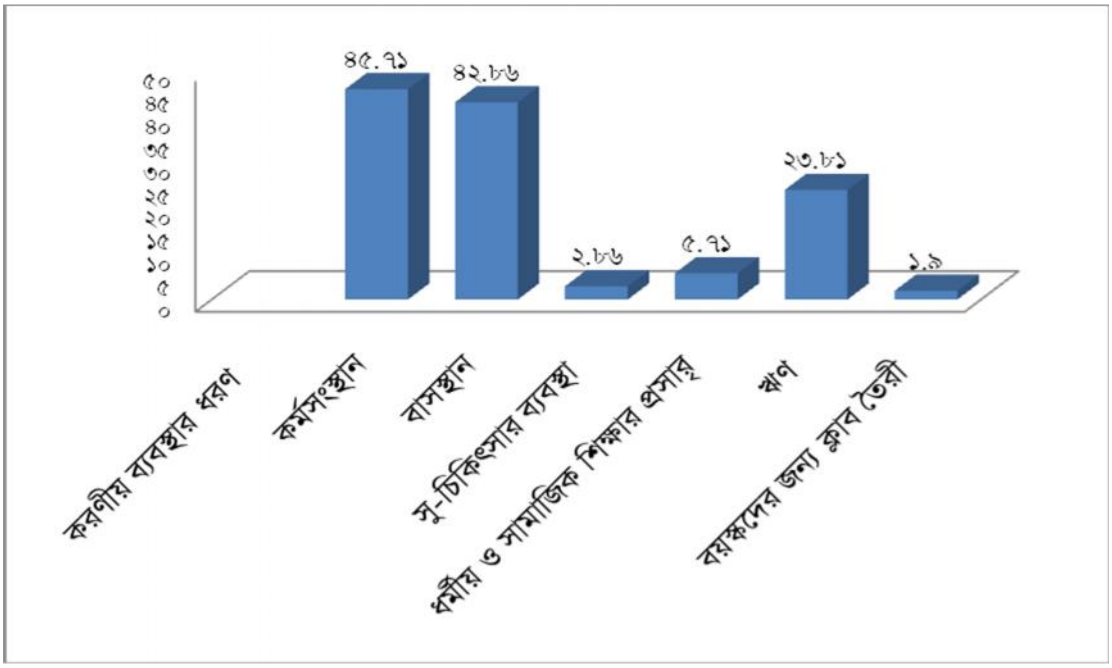

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩৬ গ্রামে ফিরে যাবার ক্ষেত্রে সরকারের করণীয় সম্পর্কে অভিমত সম্পর্কিত তথ্যাবলী

করণীয় ব্যবস্থার ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা	৪৫	৪২.৮৫%
কর্মসংস্থান/আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা	৬০	৫৭.১৪%
মোট	N=১০৫	১০০%

উত্তর দাতাদের গ্রামে ফিরে যাবার ক্ষেত্রে সরকারের করণীয় সম্পর্কে মতামত সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অর্থাৎ ৫৭.১৪% উত্তর দাতা আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা বা কর্মসংস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে ৪২.৮৫% উত্তর দাতা বলেছেন যে, যদি বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তারা গ্রামে ফিরে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩৭ আয়ের প্রাথমিক উৎসের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

শ্রেণী	গণসংখ্যা	শতকরা হার
রিক্সা চালনা	৪৫	৪২.৮৫%
ক্ষুদ্র ব্যবসা	০৯	৮.৫৭%
চাকুরী	১১	১০.৪৭%
গৃহপরিচারিকা	০৮	৭.৬১%
দিন মজুরী	১০	৯.৫২%
হোটেল বয়	০৮	৭.৬১%
হকার/ফেরী করা	০৫	৪.৭৬%
গাড়ীর/ট্রাকের হেলপার	০৪	৩.৮০%
অন্যান্য (রিকশার গ্যারেজে কাজ করা, কুলি)	০৫	৪.৭৬%
মোট	**N=১০৫**	১০০%

উত্তর দাতারা ফেনী শহরে এসে আয়ের প্রাথমিক উৎস হিসাবে কি ধরণের কাজ বেছে নিয়েছিল এ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হবে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ অর্থাৎ ৪২.৮৫% উত্তর দাতা রিকশা চালনার কথা উল্লেখ করেছেন। ক্ষুদ্র ব্যবসা ৮.৫৭%, চাকুরী ১০.৪৭%, গৃহপরিচারিকা ৭.৬১%, দিন মজুরী ৯.৫২%, হোটেল বয় ৭.৬১%, হকার ৪.৭৬% গাড়ী বা ট্রাকের হেলপার ৩.৮০% এবং অন্যান্য পেশায় ৪.৭৬% উত্তর দাতা মত পেশ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তর দাতারা যে সব কাজের কথা উল্লেখ করেছেন এর কোনটাই তারা প্রশিক্ষণ নেননি।

পাদটীকাঃ

অন্যান্য ঃ রিকশার গ্যারেজে কাজ করা, কুলি।

সারণী- ৩৮ বস্তির ঘরের আয়তন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ঘরের আয়তন (বর্গফুট)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
৩৪ - ৫৪	২২	২০.৯৫%
৫৪ - ৭৪	৬০	৫৭.১৪%
৭৪ - ৯৪	০৭	৬.৬৭%
৯৪ - ১১৪	১৬	১৫.২৩%
মোট	N=১০৫	১০০%

প্রতি ঘরের গড় আয়তন = ৬৭.২৩ বর্গফুট।

উত্তর দাতারা যে গৃহে বসবাস করেন সে গৃহের আয়তন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, ৫৭.১৪% ঘরের আয়তন ৫৪ - ৭৪ বর্গফুট, ১৫.২৩% ঘরের আয়তন ৯৪ - ১১৪ বর্গফুট, ২০.৯৫% ঘরের আয়তন ৩৪ - ৫৪ বর্গফুট। ৬.৬৭% ঘরের আয়তন ৭৪ - ৯৪ বর্গফুট।

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র-১৭ পাইচিত্রে ঘরের আয়তন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

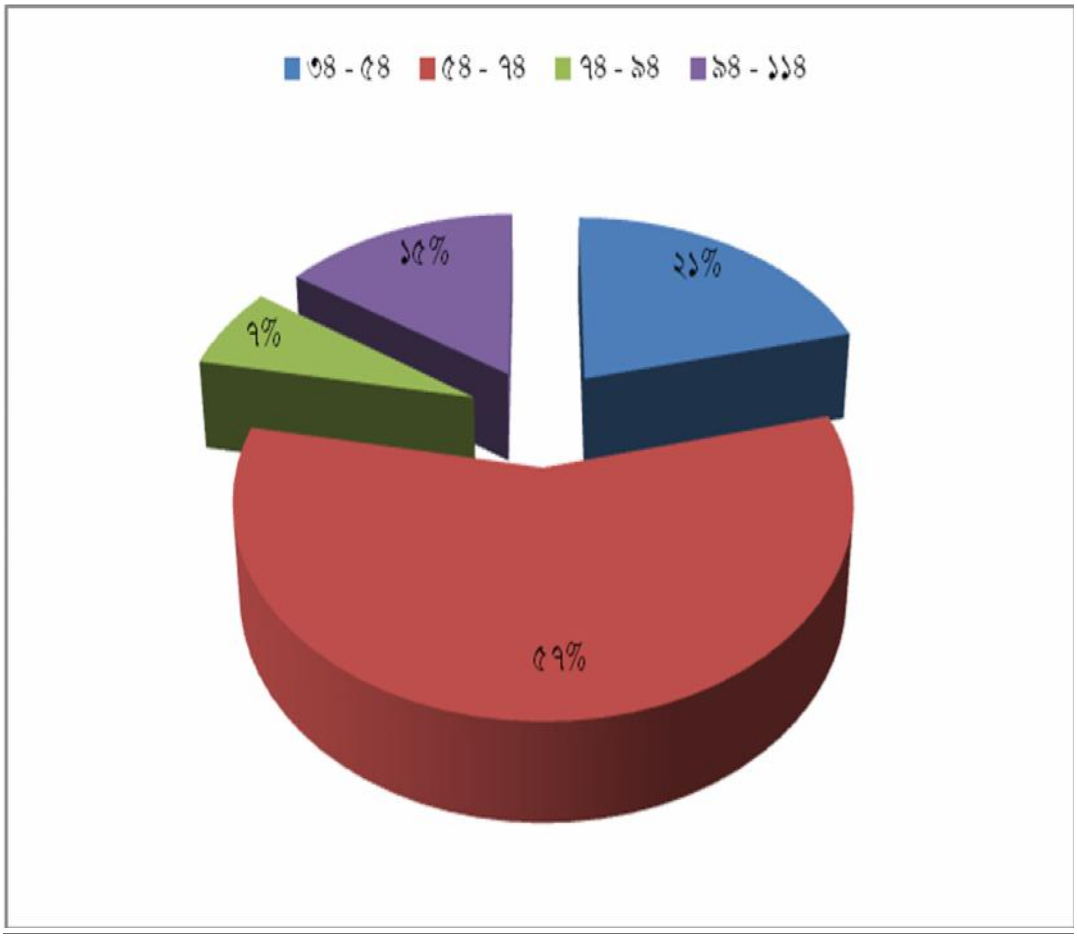

সারণী-৩৯ পর্যবেক্ষণীয় তথ্যাবলী

পর্যবেক্ষণীয় বিষয়	শতকরা হার ভাল	শতকরা হার মোটামুটি ভাল	শতকরা হার অসুস্থ	শতকরা হার	মোট
সাধারণ স্বাস্থ্য	২৯.২৫%	৪৮.২৫%	২২.২৫%		১০০%
	পরিচ্ছন্ন	মোটামুটি	অপরিচ্ছন্ন		
পোশাক পরিচ্ছদ	৬.৭৫%	৫২.০০%	৪১.২৫%		১০০%
	গভীর	মোটামুটি	অনাগ্রহী		
মনোযোগ/আগ্রহ	২১.২৫%	৬১.২৫%	১৭.৫০%		১০০%
	তীব্র	মাঝামাঝি	স্বল্প		
আবেগীয় মাত্রা	৩.৭৫%	১৪.২৫	৮২.০০		১০০%
	তথ্য গোপনের মানসিকতা	ভ্রান্ত তথ্য প্রদানের প্রবণতা	স্বাভাবিক সহযোগিতা	অসহযোগিতা	
তথ্যদানে সহযোগিতা	২.২৫%	৫.২৫%	৮২.৭৫%	৯.৭৫%	১০০%

সারণী - ৪০ স্থানান্তরের পূর্বে ও স্থানান্তরের পরে উত্তর দাতাদের পেশার তুলনামূলক উপস্থাপন

পেশা	স্থানান্তরের পূর্বে (শতকরা হার)	স্থানান্তরের পরে (শতকরা হার)
দিন মজুর	১৬.১৯%	৮.৫৭%
চাকুরী	৮.৫৭%	১২.৩৮%
ব্যবসা	১১.৪২%	৮.৫৭%
কৃষি	২৩.৮০%	০%
রিক্সাচালক	৪.৭৬%	৪২.৮৫%
গৃহিনী	১১.৪২%	০%
গৃহপরিচারিকা	২.৮৫%	৬.৬৭%
ড্রাইভিং	১.৯০%	০%
বেকার	৫.৭১%	১.৯০%
বাবুর্চি	০%	২.৮৫%
ভিক্ষা	০%	০.৯৫%
ফেরী করা	০%	৫.৭১%
চা বিক্রয়	০%	৪.৭৬%
রাজমিস্ত্রী	১.৯০%	৪.৭৬%
ছাত্র	৪.৭৬%	০%
নির্ভরশীল	৬.৬৭%	০%
মোট	১০০%	১০০%

স্থানান্তরের পূর্বে ও স্থানান্তরের পরে উত্তর দাতাদের পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, স্থানান্তরের পূর্বে দিন মজুর ছিল ১৬.১৯% উত্তর দাতা এবং স্থানান্তরের পরে তার হার দাঁড়ায় ৮.৫৭%। স্থানান্তরের পূর্বে চাকুরী করতো ৮.৫৭% উত্তর দাতা এবং স্থানান্তরের পরে তা দাড়ায় ১২.৩৮%। ব্যবসা পূর্বে ছিল ১১.৪২% এবং পরে হয় ৮.৫৭%। কৃষি স্থানান্তরের পূর্বে ছিল ২৩.৮০% স্থানান্তরের পরে এ হার শূন্যের ঘরে যায়। রিকশা চালনা পূর্বে ছিল ৪.৭৬% পরে হয় ৪২.৮৫% উত্তর দাতা। গৃহিনী পূর্বে ছিল ১১.৪২% পরে তা দাড়ায় ০%। গৃহ পরিচারিকা পূর্বে ছিল ২.৮৫% পরে হয় ৬.৬৭%। ড্রাইভিং পূর্বে ছিল ১.৯০% পরে তা দাড়ায় ০%। পূর্বে বেকার ৫.৭১% পরে ১.৯০% হয়। স্থানান্তরের পূর্বে বাবুর্চি, ভিক্ষা, ফেরী করা, চা বিক্রয় শূন্য শতাংশ (০%) থাকে পরে তা দাড়ায় যথাক্রমে ২.৮৫%, ০.৯৫%, ৫.৭১%, ৪.৭৬%। পূর্বে রাজমিস্ত্রী থাকে ১.৯০% পরে তা দাড়ায় ৪.৭৬% পূর্বে ছাত্র ও নির্ভরশীল যথাক্রমে ৪.৭৬% , ৬.৬৭% থাকে পরে তা দাড়ায়

শূন্যের ঘরে। শহরে এসে তারা চারটি নতুন চাকুরি ও পেশার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, সেগুলো হলো বাবুর্চি, ভিক্ষা, ফেরী করা এবং চা বিক্রয়।

সারণী-৪১ স্থানান্তরের পূর্বে ও স্থানান্তরের পরে উত্তর দাতাদের আয়ের তুলনামূলক অবস্থান

মাসিক আয় (টাকা)	স্থানান্তরের পূর্বে (শতকরা হার)	স্থানান্তরের পরে (শতকরা হার)
২০০০ টাকার কম	২৩.৮০%	০%
২০০০ - ৪৫০০	৬১.৮৮%	৩৮.০৯%
৪৫০০ এর উপরে	১৪.২৮%	৬১.৮৯%
মোট	১০০.%	১০০%

স্থানান্তরের পূর্বে ও পরে উত্তর দাতাদের আয় সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, স্থানান্তরের পূর্বে ২০০০ টাকা নিম্নে আয় ছিল ২৩.৮০% উত্তর দাতার অথচ স্থানান্তরের পরে ২০০০ টাকার নিচে আয় সম্পন্ন কোন উত্তর দাতাকে পাওয়া যায়নি। স্থানান্তরের পূর্বে ২০০০ - ৪৫০০ টাকার মধ্যে আয় ছিল ৬১.৮৮% উত্তর দাতার কিন্তু স্থানান্তরের পরে তা দাঁড়ায় ৩৮.০৯%। স্থানান্তরের পূর্বে ৪৫০০ টাকার উপরে আয় ছিল ১৪.২৮% উত্তর দাতার অথচ স্থানান্তরের পরে তা দাড়ায় ৬১.৮৯%। স্থানান্তরের পূর্বে উত্তর দাতাদের মাসিক গড় আয় ছিল ২৭৪২ টাকা স্থানান্তরের পরে তা ৬১৫২ টাকা দাড়ায়। এ থেকে বুঝা যায় যে, স্থানান্তরের পরে উত্তর দাতাদের আয় বেড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৪২ স্থানান্তরের পূর্বে এবং স্থানান্তরের পরে উত্তর দাতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা

সন্তুষ্টির মাত্রা	স্থানান্তরের পূর্বে (শতকরা হার)	স্থানান্তরের পরে (শতকরা হার)
সন্তুষ্টি	৩৮.০৯%	৩০.৪৭%
মোটামুটি সন্তুষ্ট	১৬.১৯%	২১.৯০%
অসন্তুষ্ট	৪৫.৭১%	৪৭.৬১%
মোট	১০০%	১০০%

স্থানান্তরের পূর্বে এবং স্থানান্তরের পরে উত্তর দাতাদের সন্তুষ্টির মাত্রা সম্পর্কিত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্থানান্তরের পূর্বের বা অতীতের অবস্থানে সন্তুষ্ট ছিল ৩৮.০৯% উত্তর দাতা স্থানান্তরের পরে তা দাঁড়ায় ৩০.৪৭%। অতীতের অবস্থানে অন্তুষ্ট ছিল ৪৫.৭১% উত্তর দাতা পরে তা দাঁড়ায় ৪৭.৬১%। স্থানান্তরের পূর্বে মোটামুটি সন্তুষ্ট ছিল ১৬.১৯% উত্তর দাতা এবং স্থানান্তরের পরে তা দাঁড়ায় ২১.৯০%।

বিশ্লেষণে একটি সুক্ষ্ম বিষয় বের হয়ে আসে আর তা হলো স্থানান্তরের পরে আয় বাড়া সত্ত্বেও সন্তুষ্টির মাত্রা কম এবং অসন্তুষ্টির মাত্রা বেশী হবার কারণ মূলত পারিপার্শ্বিক অবস্থা। গ্রামের খোলা মেলা দূষণ মুক্ত পরিবেশ থেকে বস্তিতে এসে অনেকেই বস্তির পরিবেশগত অবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। তবুও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করেই তারা এ অবস্থায় বসবাস করছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

কেইস স্টাডি

কেইস স্টাডি-১

কেইস স্টাডি-২

কেইস স্টাডি-৩

কেস স্টাডি-০১

বাবুল মিয়া একজন অসহায় লোক। সে ফেনী শহরে ভ্যান ও মাঝে মধ্যে রিকশা চালায়। তাকে জিজ্ঞেস করলে জানায় গ্রামের বাড়ীতে কোন কাজ না পেয়ে ফেনীতে চলে আসে। কিন্তু এখানে এসে তার চাকুরী কিংবা কাজের কোন ব্যবস্থা হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাকে রিকশা বা ভ্যান গাড়ী চালাতে হচ্ছে। তার পরিপূর্ণ অবস্থা জানার জন্য তার উপর আমি কেইস স্টাডি করেছি।

বাবুল মিয়া বর্তমানে ফেনী সুলতানপুর দরিদ্র এলকায় অবস্থান করছে। তার গ্রামের বাড়ী রামগতি, লক্ষীপুরে তার ৬ ছেলে ও ২ মেয়ে রয়েছে। তার বড় ছেলে ফিরোজ ২ লক্ষ টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে আবুধাবিতে গিয়েছে। অল্প বেতন পায় বিধায় দেশে টাকা পাঠাতে পারে না। আবার মাঝে মধ্যে বেকার থাকতে হয় বিধায় বাবুলের সংসারে অভাবের শেষ নাই। বাড়ীতে ৫ শতাংশ জমির উপর ২টা খড়ের ঘর আছে যেখানে বাবুল মিয়ার মা-বাবা ও অন্য ভাই বোনেরা থাকে।

বাবুল মিয়ার স্বাস্থ্য ভাল। তবে ছয়/সাত মাস পূর্বে হাত ভেঙ্গে যায় বর্তমানে ভাল। সে কখনো তেমন কোন উল্লেখ করার মত রোগে আক্রান্ত হয়নি। তাকে দেখলে সাধারণভাবে একজন ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী লোক বলেই মনে হয়। তবে পরিবারের লোকসংখ্যা অর্থাৎ ছেলে মেয়ের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তার মধ্যে হতাশার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

বাবুল মিয়ার পরিবার দশ সদস্য বিশিষ্ট, ছয় ছেলে এবং দু মেয়ে নিয়ে তাদের পরিবার। বড় ছেলে ফিরোজ ব্যাংক লোন নিয়ে বিদেশ গেলেও তেমন ভাল অবস্থানে নেই। তাছাড়া হরতালের সময় মাঝে মধ্যে বেকার থাকতে হয়। বড় ছেলেকে অনেক আশা করে বিদেশে পাঠিয়েছে তার উপর সংসারের দায়িত্ব দিবে এই ভেবে। ছেলে বিদেশ থেকে টাকা না পাঠানোতে সে মানসিকভাবে অত্যন্ত হতাশ। তার সাথে দেখা হলেই বলে স্যার ধার দেনা করে আর কতদিন চলা যায়। পাঁচ ছেলে মেয়ের স্কুলের লেখাপড়ার খরচ চালাতে হয়। অভাবের কারণে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। তাদের পরিবার পূর্বে এমন ছিল না। তাদের কিছু জমি জমা ছিল। কিন্তু কালের আবর্তে সামান্যতম জমিজমা চলে গেছে, ধনী ব্যক্তিদের হাতে। এখন তাদের পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম।

বাবুল মিয়ার পরিবারে উপার্জনক্ষম লোকের সংখ্যা নামে তিনজন হলেও বাস্তবে একজন অর্থাৎ তিনি নিজে। বড় ছেলে ফিরোজ মাঝে মধ্যে সামান্য টাকা পাঠায়। সে টাকায় ঋণ পরিশোধ করতে হয়। মেজ ছেলে রিয়াদ মাছের আড়তে কাজ করে প্রতিদিন ১৫০/২০০ টাকা করে পায়। বাবুল মিয়া রিকশা চালিয়ে প্রতিদিন ২০০/৩০০ টাকা আয় করে। তার পরিবারে মাসিক গড় আয় প্রায় আট/নয় হাজার টাকা। ফেনীতে আসার পূর্বে তার মাসিক আয় ছিল ৩০০০ টাকা প্রায়। এত স্বল্প আয় দিয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর বলেই তিনি ছুটে এসেছিল শহরে একটা কাজ পাবার আশায়। সে ভেবে ছিল ছোট খাট একটা কাজ জোগার করতে পারলেই সে তার পরিবারে সামান্যতম হলেও সাহায্য করতে পারবে। এখানে আসার পূর্বে তার মেজ ছেলে রিয়াদ কোন কাজ করতো না। বর্তমানে ৯ সদস্যের পরিবারে যে টাকা প্রতি মাসে খরচ হয় তা বাবুল মিয়া একা উপার্জন করতে পারে না। বাবুল মিয়া প্রতিমাসে কিছু টাকা গ্রামের বাড়ীতে তার বিধবা বোনের জন্যও পাঠায়। সামান্যতম বিলাসীতা করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে তারা অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন যাপন করে যাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে টাকার অভাবে ছোট ছেলে মেয়ের খাতা কলম এমনকি পোশাকও সময়মত কিনে দিতে পারে না। এমনিভাবে চলে আসছে বাবুল মিয়ার পরিবার।

বাবুল মিয়া তার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিদারুণ উদ্বিগ্ন। তার ইচ্ছা ছিল বড় ছেলে ফিরোজ বিদেশ গিয়ে চাকুরী করে মাসে মাসে বড় মাপের টাকা পাঠাবে আর সে মসজিদে আল্লাহ বিল্লাহ করবে। কিন্তু তার সে আশায় গুরে বালি। এ বয়সে সংসারের ঘানি টানতে আর মোটেও ইচ্ছে হয় না। কিন্তু উপায়ন্তর না পেয়ে বাধ্য হযে কাজ করতে হচ্ছে। তার ধারণা কিছু পুঁজি পেলে সে সামান্যতম হলেও ব্যবসা শুরু করবে। কিন্তু পুঁজি পাবে কোথায়? বিভিন্ন রকম চিন্তায় বাবুল মিয়া মশগুল থাকে সর্বদা। তাকে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে জীবনে তাকে দিয়ে কিছু হবে না। এত ছেলে মেয়ে জন্ম দেওয়াটাই ঠিক হয়নি। সে তার পরিবারের অভাব ঘুচাতে পারবে না ইত্যাদি। বুঝা যায় বাবুল মিয়া প্রচন্ড মানসিক অশান্তিতে আছে।

অল্প শিক্ষিত বাবুল মিয়া লেখা পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী। সে বলে দারিদ্র্যতার জন্য লেখাপড়া করতে পারিনি। তাই ছেলে মেয়েদেরকে লেখা পড়া শিখিয়ে ভাল অবস্থানে তাদের নিতে চায়। ছেলে মেয়েদের প্রাইভেট পড়ানোর ব্যাপারে তাকে উৎসাহী মনে হলো। গ্রামের দরিদ্র ঘরের সন্তান বলে তার প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজনও সবাই প্রায় দরিদ্র। তবে প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের সাথে তার সম্পর্ক ভাল। পূর্বে মাঝে মধ্যে তারা বিপদে সাহায্য সহযোগিতাও করতো। কিন্তু সব সময় তো আর সাহায্য সহযোগিতা করা যায় না। তাছাড়া আত্মীয় স্বজনের অবস্থাও তেমন ভাল না। তাছাড়া কিছু

Dhaka University Institutional Repository

কিছু আত্নীয় স্বজনের সাথে তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে। আর সম্পর্ক খারাপ হওয়ার মূল কারণ হাওলাত বা ঋণ। বাবুল মিয়া এক সময় অভাবের জন্য কিছু টাকা হাওলাত নিয়েছিল এক আত্নীয় থেকে। কিন্তু তা আর পরিশোধ করা হয়নি। ফলে সে সব প্রতিবেশী ও আত্নীয় স্বজন আর ভাল চোখে দেখে না তাদের।

ধর্মগতভাবে বাবুল মিয়া ধর্মভীরু। তবে সব ধরনের ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ধর্মীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গ্রামের বাড়ী যাবার চেষ্টা করে। তারা গরীব হওয়ায় চিত্তবিনোদনের সামান্যতম ব্যবস্থাও বাড়ীতে নেই। খেলাধূলার প্রতি নিজের তেমন আকর্ষণ নেই তবে ছেলেমেয়েদের এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। কোন প্রকার অপসংস্কৃতির সাথে জড়িত নেই বাবুল মিয়া। নৈতিক দিক দিয়ে বাবুল মিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা এবং বড়দের প্রতি সম্মান এবং আলেমদের প্রতি বিশেষ সম্মান/তাজিম তার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করে। তার দু'মেয়েকে শিক্ষার পর ভাল ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া তার অন্যতম ইচ্ছা।

বড় ছেলে ফিরোজের কাজ না পাওয়ার সমস্যাই বাবুল মিয়ার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে সে মনে করে। কারণ ছেলে বিদেশে ভাল কাজ পেলে সে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ফিরে আনতে পারতো। কাজের সাথে অর্থনৈতিক সমস্যাও জড়িত। অর্থের অভাবে সে তার পরিবারেকে ভালভাবে সহায়তা করতে পারছে না। কাজ না পাওয়ার ফলে তার যে মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তাও দূর করা দরকার। ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার চিন্তায় তার মন আরও খারাপ হয়ে গেছে। তার ধারণা অভাবের জন্যই হয়ত তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। তার ভবিষ্যতের ব্যাপারে সে কোন আশা দেখতে পায় না।

মন্তব্য: নদী ভাঙ্গনে জমি জমা হারিয়ে বাবুল মিয়ার আজ এ পরিণতি। সেও চেয়েছিল অন্য স্বাভাবিক মানুষের মত জীবন যাপন করতে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাকে সে সুযোগ দিতে পারছে না। বাবুল মিয়ার মত লোকদের নিয়ে সরকার ও বেসকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের চিন্তা করে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। বাবুল মিয়াদের প্রয়োজন আশ্রয়, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, ঋণ এবং চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা। আর প্রয়োজনীয় এসব সহযোগিতা পেলে বাবুল মিয়া আবার গ্রামে ফিরে যেতে পারে। তাতে শুধু শহরের স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণ নয়, পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রেরই মঙ্গল হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-০২

শেফালী বেগম একজন অসহায় নারী। তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বর্তমানে তার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ ও শীর্ণকায় হয়ে গেছে। তবে তার শরীর পূর্বে এমন ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তার শরীর ভেঙ্গে পরতে থাকে। বর্তমানে তার শরীরের দিকে তাকালে করুণা হয়। এই রুগ্ন শরীর নিয়ে তাকে প্রতিদিন বাসা বাড়ীতে ঝি এর কাজ করতে হয়। বর্তমানে তিনি খাদ্যাভাবে পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন।

শেফালী বেগমের বাবা নেই। এখন থেকে ১৫ বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের পর তাদের অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে গত কিছু দিন পূর্বে তার স্বামী মারা গেলে সংসারে দুঃখের আলামত শুরু হয়। তার স্বামী একজন সাধারণ কৃষক ছিল। পরে তারা অভাবের তাড়নায় ফেনী চলে আসে। ফেনীতে এসে তারা প্রথমে বারাহিপুর বস্তিতে বসবাস শুরু করে। এ সময় রিকশা চালিয়ে তার স্বামী সংসার চালাত। ক্যান্সারে তার স্বামী মারা যায়। ভাড়া করা রিকশা চালিয়ে তার স্বামী জীবিকা নির্বাহ করতো। সে তার সন্তানদের বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত ঝি এর কাজ শুরু করে।

বর্তমানে শেফালী বেগমের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ক্যান্সারের চিকিৎসা বাবদ অনেক টাকা খরচ হয়। তার স্বামী মারা যাবার সময় তাদের সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। মা, শিশুপুত্র ও কন্যাকে নিয়ে সে অত্যন্ত দুরাবস্থার মধ্যে আছে। ঝি এর কাজ করে সে নিজে এবং সন্তানদের বাঁচাতে পারছে না, তাকে সাহায্য ও সহায়তা করার মত কেউ নেই।

শেফালী বেগমের মনের মধ্যে তীব্র হতাশা, বেদনা ও নিরাশা বিদ্যমান। শেফালী বেগম চর আলেকজান্ডার থেকে ফেনী শহরে এসেছিলেন একটু ভালভাবে বাঁচার জন্য। কিন্তু ভালভাবে বাঁচার পরিবর্তে এখন তার দুরাবস্থার শেষ নেই। তার ছেলে মেয়েদের কিভাবে খাওয়াবেন, কিভাবে বাঁচাবেন এই চিন্তায় তার মানসিক অবস্থা এখন চরম পর্যায়ে। তার শরীর বর্তমানে ক্ষীণ হয়ে গেছে। তাছাড়া স্বামী মারা যাবার পর বিসিক সংলগ্ন বস্তি থেকে বিতাড়িত হন ভাড়া পরিশোধ না করার জন্য। বর্তমানে তিনি অনেক কষ্টে সুলতানপুর বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তার কথা বার্তায় বর্তমানে চিন্তাযুক্ত ভাব লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

শেফালী বেগমের বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই। দু'ভাই ছিল তার। কিন্তু তারা আর এখন খবর রাখে না। তার স্বামীর ৩ ভাই ও বাবা-মা ছিল। তারা স্বামী বেঁচে থাকা অবস্থায় যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তারা মাঝে মাঝে ফেনীতে বেড়াতে এসে তাদের বস্তিতে থাকতো। কিন্তু তার স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে তারা শেফালী বেগমের সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করে। শেফালী তাদের সাথে যোগাযোগ করে তার ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু একটা করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু তারা শেফালী বেগমের কথায় কর্নপাত করেনি। বরং তারা তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

শেফালী বেগম যে বস্তিতে বাস করতো সেখানে টেলিভিশন ছাড়া চিত্তোবিনোদনের অন্য কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। অপসংস্কৃতির সাথে সে জড়িত নেই। শেফালী বেগম ধর্মে বিশ্বাসী পূর্ণমাত্রায়। নামাজ, রোজা পালন করেন পূর্ণমাত্রায়, তবে অন্য কোন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অর্থাভাবে পালন করতে পারে না। তবে বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের চেষ্টা করে। নৈতিক ভাবে শেফালী বেগম অত্যন্ত ভাল চরিত্রের অধিকারী।

বর্তমানে শেফালী বেগম বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। কারণ সমস্যাগ্রস্ত না হলে তার ছেলে মেয়েদের এতিমখানায় ভর্তি করানোর কথা আমাকে বলতো না, কোন ব্যক্তি ভাল অবস্থায় তার সন্তানদের এতিমখানায় ভর্তি করায় বলে আমার জানা নেই। তার কাছে এখন প্রধান সমস্যা হলো তার ২টি সন্তান। সে নিজেও তার সন্তানদের জন্য কোন স্থায়ী কাজ করতে পারছে না। কারণ শিশু সন্তান ও যুবতী মেয়ে ঘরে রেখে কোন স্থানে গিয়ে বেশী সময় থাকতে পারে না, তার একটা ভাল কাজের প্রয়োজন যার সাহায্যে সে মোটামুটি ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তাকে মানসিকভাবে সান্ত্বনা দেয়াও একান্ত প্রয়োজন।

মন্তব্য: এক দিকে অভাবের সংসার অন্য দিকে স্বামীর মৃত্যু এ ধকল সহ্য করে ওঠা শেফালী বেগমের জন্য ছিল কষ্টকর। কিন্তু তবুও জীবনতো থেমে থাকার নয়। শেফালী বেগমের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা বেশ ভাল। তাদের নিয়ে অনেক মতামত, কি করণীয়, কিভাবে বাস্তবায়ন হবে এমন আলোচনা হর হামেশা হচ্ছে। সামাজিক অসম সংকট, সম্পদের অসম বন্টন এবং বিভিন্নমুখী বৈষম্যের কারণেই শেফালী বেগমদের এমন অবস্থা। এদের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আশ্রয়, স্বাস্থ্য সেবা, বিনোদনসহ কাউন্সিলিং। শেফালী বেগমেরা যে কারণেই স্থানান্তরিত হয়ে বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন করুক না কেন। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগে অবশ্যই এসব লোকদের মুখে হাসি ফুটানো সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

কেইস স্টাডি-০৩

অসহায় বেকার যুবক আরিফ হোসেন। দাগনভূঁঞা দুলা মিয়া কটন মিলের গেটে তার সাথে আমার দেখা। পরিচয়ের পর জানতে পারলাম, এ মিলের জেনারেটর রুমে সে কাজ করে মাসিক ২০০০ টাকা বেতনে। চেহারায় দারুণ হতাশার ছাপ। স্ত্রী, মা-বাবা ভাই বোন নিয়ে কিভাবে তাদের সংসার চলে তার পরিপূর্ণ অবস্থা জানার জন্য আমি আরিফ হোসেনের উপর কেইস স্টাডি করেছি।

আরিফ হোসেন রামপুর দরিদ্র এলাকা বস্তিতে বসবাস করে। সেখানে আধুনিক কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা নাই। বস্তিতে গ্যাস, পানির ব্যবস্থা না থাকলেও নামকাওয়াস্তে বিদ্যুৎ আছে। এই অসুবিধার মধ্যে তাদের ৬/৭ সদস্যের পরিবার।

আরিফ হোসেন দীর্ঘাঙ্গী এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী। চেহারা উজ্জ্বল শ্যামলা এবং গোলগাল। তবে চোখে মুখে হতাশার সুস্পষ্ট ছায়া দেখতে পাই। তার কাছে আলাপ করে জানতে পারি জীবনে তেমন কোন গুরুতর রোগে সে আক্রান্ত হয়নি। তবে চাকুরীর জন্য অত্যন্ত ঘোরাঘুরি করার জন্য সে একবার জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছিল। তবে এখন তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা মোটামুটি ভালই বলা যায়।

আরিফের বাবা একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন। বর্তমানে তিনি অসুস্থ্যের কারণে বৃদ্ধ প্রায়। হাটা চলা করতে বেশ অসুবিধা হয়। তিনি তার সীমিত আয়ের মধ্যে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানোর চেষ্টা করেছেন। আরিফের মেজভাই শরিফ হোসেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পরে। এরপর থেকে সে আজ অবধি নিখোঁজ রয়েছে। কারো নিকট থেকে শরীফের কোন খোঁজ খবর আজও পাওয়া যায়নি। আজিম উদ্দিন ভাই বোনের মধ্যে সবার ছোট। পিতার আশা ছিল আরিফ লেখাপড়া শিখে একটা চাকুরী করবে। তাদের পরবর্তীতে আর কোন দুঃখ থাকবে না। কিন্তু লেখা পড়াও তেমন হলো না আবার নামকাওয়াস্তে যে চাকুরী মিলেছে তা দিয়ে তাদের সংসার চালানো কষ্ট হচ্ছে।

আরিফদের পরিবার বর্তমানে অর্থনৈতিক দৈন্যদশার শিকার। আরিফ সামান্য বেতনে চাকুরী করে এবং তার মা ও ছোট বোন অন্যের বাসায় ঝি এর কাজ করে যা আয় হয় তা দিয়ে বর্তমানে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

সংসার চালানো অতি কষ্ট। প্রতিমাসে তাদের সংসারের ব্যয় কমপক্ষে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা। অথচ তাদের মাসিক উপার্জন হয় মাত্র ৬,০০০ থেকে ৭,০০০ হাজার টাকা। ফলে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে তাদের দিনাতিপাত করতে হয়। ছোট ভাই আজিম উদ্দিনের লেখা পড়ার জন্যও খরচ রয়েছে। মাত্র ৬ মাস পূর্বে বাবা মাকে না জানিয়ে আরিফ বিয়ে করেছে। তাই প্রিয় স্ত্রীকে দিয়ে অন্যের বাসায় ঝি এর কাজ করাতে নারাজ।

একজন বেকার (অর্ধবেকার) যুবকের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আরিফ ফেনীতে এসে তার এক দূর সম্পর্কের বোনোর আশ্রয়ে থাকে। কিন্তু এখানে তার অবস্থান বাসার অন্যান্যদের কাছে সুখকর ছিল না। বাসার অন্য সবাই তাকে ভাল দৃষ্টিতে দেখতো না। ফলে তার মানসিক অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। হঠাৎ তার বাবা-মা বর্তমান বস্তিতে বাসা ভাড়া নিলে আরিফ তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে থাকে। একেতো অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল তারপর নতুন বিয়ে করেছে বাবা-মাকে না জানিয়ে, আবার মেজ ভাইটির নিখোঁজ হওয়া ইত্যাদি নানা পেরেশানিতে সে জর্জরিত। তার বাবা-মার শারীরিক অবস্থাও তেমন ভালো না। দৈনন্দিন কাজ কর্মে তার মন বসে না এবং প্রায়ই ভুল হয়। মানুষের আচরণেই তার মানসিক অবস্থা ফুটে উঠে। তার দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায় সে ভীষণ দুঃচিন্তার মধ্যে আছে।

অত্যন্ত সংস্কারমনা এই যুবককে বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মুক্ত মনে হয়েছে। তার নিকট আত্মীয় স্বজন কারো কারো সাথে তাদের ভাল সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু তারা তার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিনয়ের সাথে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। আরিফের যে সব আত্মীয় স্বজন চাকুরী করে তাদের মধ্যে প্রায় সবাই ছোট খাট কাজে নিয়োজিত। তাই তাদের পক্ষে আরিফের একটা ভালো চাকুরীর ব্যাপারে সহায়তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তার প্রতিবেশীরাও তার ব্যাপারে চেষ্টা করেছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। তবে সাধারণভাবে অন্য কোন সাংসারিক সমস্যা পড়লে তার পাড়া প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসে তা সমাধান করার জন্য। আরিফ নিজেও অত্যন্ত বন্ধু বৎসল। তার অনেক বন্ধু বান্ধব রয়েছে। তার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ বেকার ঘুরে বেড়ায়, কেউ রিকশা চালায় এবং কেউ ছোট খাট চাকুরী করে। তারা আরিফকে মাঝে মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা করে।

আরিফ একজন মুসলিম পরিবারের সন্তান। ইসলাম ধর্মের সকল আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও সব গুলো সে পালন করে না। এ ক্ষেত্রে তার ঈমানী দূর্বলতা আছে বলে সে জানায়। পারিবারিকভাবে বিনোদনের জন্য রুমে সাদা-কালো টিভি ব্যবহার করে। পূর্বের একটা রেডিও আছে বলে জানায়। তবে মোবাইল থাকায় রেডিও ব্যবহার তেমন হয় না। আরিফ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা উভয় পছন্দ করে তবে খেলাধুলার সুযোগ পায় না। আগেই বলা হয়েছে সে মোটামুটি ভাল চরিত্রের অধিকারী এবং কোন অপসংস্কৃতি সে পছন্দ করে না।

আরিফ হোসেন একজন অল্প শিক্ষিত অর্ধবেকার যুবক। তার সমস্যা প্রধানতঃ বেকার সমস্যা। তবে আমি তার সমস্যাকে মুলতঃ (১) অর্থনৈতিক এবং (২) মানসিক ধরে নিতে পারি। কারণ মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্যই অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ উপার্জন করার জন্য প্রয়োজন যে কোন ধরনের একটা সম্মানজনক ভাল কাজ। আর ঐরূপ বাঞ্ছিত কাজ যখন পাওয়া না যায় তখন তিনি হয়ে পড়েন মানসিকভাবে বিপর্যস্থ। উল্লেখিত আরিফের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ভাল একটা কাজের ধান্ধায় সে এখন দিশেহারা। এই মুহুর্তে তার মানসিক সান্ত্বনার একান্ত দরকার।

মন্তব্য: অর্ধ বেকার আরিফ হোসেন বাবা মার অমতে বিয়ে করে সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হয়েছে। অসুস্থ বৃদ্ধ পিতা দুলাল মিয়া পূর্বে রিক্সা চালিয়ে সংসার চালাত। পরিবারের এতগুলো লোক নিয়ে আরিফ এখন দিশেহারা। কিন্তু জীবন মানেই সংগ্রাম। ভেঙ্গে পড়াতো কোন যুবকের কাজ হতে পারে না। তাদের মধ্যেও আছে প্রতিভা, মেধা, শারিরীক যোগ্যতা, সাহস, মনন ও বিবেক বোধ। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা তাদের যোগ্যতাকে ঠিকমত বিকশিত করতে পারছে না। এ অবস্থায় আরিফ হোসেনের মত যারা রয়েছে তাদের জন্যও প্রয়োজন নিরাপদ আশ্রয়স্থল , কর্মসংস্থান, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, ঋণসহ বিনোদনের ব্যবস্থা। তাহলে সেও দেশের অন্য দশজনের মত সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং তার জীবনকে উন্নত গতি প্রবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে সমাজে নিজের অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলানমূলক বিশ্লেষণ

৬.২ সীমাবদ্ধতা

৬.৩ সুপারিশ

৬.৪ উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে ঘিঞ্জি এলাকা বস্তি নামে পরিচিত। স্থানান্তরিত দরিদ্র বস্তিবাসীগণ শহরের নিয়মাফিক বাসিন্দা নন, কারণ তারা প্রায় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বেআইনীভাবে খালি জায়গা, রাস্তার পার্শ্বে ও ভাঙ্গা দালান কোঠায় বসবাস করছে। খড়, পাতা, চটের ব্যাগ, পলিথিন অথবা বাঁশ দিয়ে তৈরী বেড়া এবং ছাদ বিশিষ্ট অসংখ্য ছোট ছোট কুটির অথবা ঝুপড়ির সমাবেশের নাম বস্তি। অধিক ঘনবসতি, অপর্যাপ্ত পয়োঃনিস্কাশন ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত পানি সরবারহ, ময়লা আবর্জনা অনিয়মিত অথবা পরিস্কার করা হয় না, ছোট অথবা পাকা রাস্তা নেই, অপ্রতুল অথবা স্ট্রিট লাইট নেই, সামান্য অথবা কোন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সুবিধাহীন জনবসতির নাম বস্তি।

নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, রংপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, জামালপুর থেকে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন জমির খন্ড বিখন্ডীকরণ, কৃষি শ্রমিকের বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব বৃদ্ধি, কুটির শিল্পের অবনতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, লবনাক্ততা, প্রভৃতি কারণে সৃষ্ট কর্মহীনতার ফলশ্রুতিতে এবং যোগাযোগ, ও যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার কারণে জনগণ কর্মের সন্ধানে বাঁধ ভাঙ্গা নদীর স্রোতের মত পল্লী অঞ্চল থেকে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন শহরে বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে বিদ্যমান বস্তিতে সৃষ্টি হচ্ছে নানা জটিল ও বহুমুখী সমস্যা।

মৌল মানবিক চাহিদা হিসাবে খাদ্য ও বস্ত্র পাওয়ার পরই প্রয়োজন বাসস্থানের। প্রাচীন কাল থেকেই এই বাসস্থানের সন্ধানে ঘুরছে মানুষ। বাসস্থানই মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সারা দিনের পরিশ্রম শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষ এখানেই ফিরে আসে বিশ্রামের আশায়। এই বাসস্থানেই অপেক্ষা করে প্রিয়তমা স্ত্রী, পুত্র-কন্যা বাবা-মা পরিজন। নিজের প্রয়োজনই মানুষ এই বাসস্থানকে গড়ে তোলে সুন্দর আর মনোরম ও মনোলোভা করে। সুস্থ জীবন-যাপন আর মানুষের নৈতিক বিকাশে প্রয়োজন বসবাস উপযোগী গৃহের। অথচ স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বস্তির দিকে তাকালে এর বিপরীত চিত্রই ভেসে ওঠে। বসত ঘরের অবস্থা খুবই শোচনীয়। বস্তির কোন ঘর ইট নির্মিত নয় বললেই চলে। মাথা নিচু করে কুঁজো হয়ে ঘরে প্রবেশ করতে হয় কারণ ঘরগুলো খুবই ছোট ছোট এবং ঘরের ছাদ অতি নিচু। বস্তিবাসীগণ রাত্রে ঘরে কেরোসিনেরবাতি জ্বালায়। এখানে পানীয় জলের কোন ভাল ব্যবস্থা নেই। তাদেরকে অনেক দূরে হেঁটে সরকারী পানিকল অথবা কোন ব্যক্তির পানির কল থেকে খাবার পানি আনতে হয়। ১০-১২ টা পরিবার মিলে একটা মাত্র পায়খানা তাও আবার দরজা জানালা ভাঙ্গা ও অপরিচ্ছন্ন ও ব্যবহার অনোপযোগী। তাদের বাসগৃহের গড় আয়তন ৬৭.২৩ বর্গফুট।

গবেষণায় দেখা যায় যে, ৫৭.১৪% ঘরের আয়তন ৫৪-৭৮ বর্গফুটের মধ্যে। ২০.৯৫% ঘরের আয়তন ৩৪-৫৪ বর্গফুট। ঘরগুলো এতই ছোট যে এর ভিতরে কোন রকমে একটি মাদুর বিছিয়ে সোয়া যায় বা একটি চৌকি রাখা যায়। ঘরের ভিতরে আলো বাতাস ঢোকার কোন ব্যবস্থা নেই। লম্বা করে টিন সেড ঘর তুরে এর ভিতর বেড়া দিয়ে রুম তৈরী করা হয। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, একটি ঘরের ভিতর তিন চারটি পরিবার একই সাথে অবস্থান করছে। প্রতিটি পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ০৫ জনের মধ্যে। আবার একই ঘরে দেখা গেছে যে বাবা মার পাশেই বিবাহিত ছেলে বউ এর পাশেই ছোট ভাই বোন। এতো অমানবিক পরিবেশে বাস করা মানুষের পক্ষে সত্যিই কঠিন। কোন কোন ঘর এমন রয়েছে যার ভিতর যেতে হলে অন্য ঘরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আবাসস্থলের পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা খুবই নিম্নমানের সেখানে ঢুকলেই দেখা যায যে, যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে। ১০/১৫ দিনেও হয়ত একবার পরিস্কার করা হয় না। বস্তির ভিতরের পথগুলো খুবই সরু এবং নিচু। একটু বৃষ্টি হলেই ঘরের ভিতরে ঢোকা কষ্টকর হয়ে যায়। পথে পানি জমে কাঁদা হয়ে যায়। রাতে বস্তির ভিতরে ঢোকা খুবই কষ্টকর। রাস্তার মধ্যে কোন বাতি বা আলোর ব্যবস্থা থাকে না। বস্তির ভিতরে পথ খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। মহিলাদের গোসলের আলাদা ব্যবস্থা নেই। কলের পাড়ে বা পুকুরে খোলা জায়গায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা, শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী সবাই একত্রে গোসল করে। স্থানান্তরিত দরিদ্র লোকজনের মধ্যে শিক্ষার হার অনেক কম। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৭৬% হলেও নারী স্বাক্ষরতার হার মাত্র ১৬%। শুধু স্বাক্ষর করতে জানে এমন লোকের সংখ্যা কম না হলেও মাধ্যমিক সাটিফিকেট অর্জন করেছে অল্প সংখ্যক। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা রয়েছে মাত্র ০.৯৫% উত্তরদাতার। বস্তির ভিতর ভাল কোন স্কুল নেই। এনজিও কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি স্কুল আছে সেখানে নামে মাত্র শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বস্তিবাসীদের মধ্যে প্রায়ই স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তুমুল ও প্রচন্ড ঝগড়া হয়। একে অপরকে আক্রমণ করতে যায়। মহিলাদের মধ্যে চুলাচুলি পর্যন্ত হতে দেখা যায়। অকথ্য ভাষায় তারা একে অপরকে গালিগালাজ পারে। মজার ব্যাপার হলো ঝগড়া যখন থেমে যায় পরক্ষণেই তারা পূর্বের ঝগড়ার কথা ভুলে গিয়ে হাসি মুখে কথা বলতে থাকে। একে অপরের বিপদে আপদে এগিয়ে আসে সহজেই। বাইরের কোন লোক অথবা ঘরের মালিক যদি তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তবে তারা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে সমস্যা মোকাবেলা করে।

ফেনী পৌরসভার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৫টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৮টি এবং স্যাটেলাইন স্কুলের সংখ্যা ৮টি। এতদাসত্ত্বেও ৫ চছরের উর্ধ্বে পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক শিক্ষার হার মাত্র ৪২.২৫%। গবেষণায় দেখা যায় যে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ২০.১০% শারীরিক অসুস্থতার ভুগছেন এবং তাদের মধ্যে ৭১.৪৩% ই পুষ্টিহীনতার শিকার। অন্যরা, জ্বর, সর্দিকাশি, বাত, মাথাব্যাথা, গ্যাস্টিক ইত্যাদি রোগে ভুগছেন। চিকিৎসা সম্পর্কে দরিদ্র জনগনের মধ্যে এখনো সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান যে কারণে ২০% উত্তরদাতাকে দেখা গেছে হাতুড়ে ডাক্তার ও কোন কোন ক্ষেত্রে ফকির ও কবিরাজকে রোগের চিকিৎসার জন্য ডাকেন। এরা ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ কবজ দিয়ে চিকিৎসা করেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯০%। চিত্তবিনোদনের দিক থেকে বস্তিবাসীদের অবস্থা একেবারে মন্দ নয়। ২৬.৬৭% উত্তরদাতা টেলিভিশন দেখার কথা জানিয়েছেন। এবং বিদ্যুৎ না থাকলে মোবাইলে রেডিও শোনেন ১৮.০৯% উত্তরদাতা।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, উত্তরদাতাদের ৬৬.৬৭% ফেনীতে এসেছে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে যোগাযোগও যাতায়াতের ক্ষেত্রে দক্ষিণপূর্ব বাংলার নাভী বলে কথিত ফেনী জেলা। এ কারণে বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের বিপুল সংখ্যক স্থানান্তরিত কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবন জীবিকার অন্বেষণে ফেনী শহরে এসে বসতি গড়ছে। এর ফলশ্রুতিতে ফেনী শহর হয়ে উঠেছে দেশের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। স্থানান্তরকারীদের ধারণা ছিল যে ফেনীতে এসে অন্তত একটা কাজ পাওয়া যাবে এবং তা তারা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ ফেনীর মোট জনগোষ্ঠীর একবৃহৎ অংশ বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। তাদের শ্রমে উপার্জিত অর্থ এই শহরের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মানকে যেমনিভাবে উন্নততর করছে তেমনি দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখছে। স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের আয় বেড়েছে পূর্বের থেকে দ্বিগুন। শহরের ভিতর বস্তিতে তারা সৃষ্টি করেছে আলাদা এক কমিউনিটির যেখানে রয়েছে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিকাশ। বিয়ে সাদীর মধ্যে দেখা যায় তাদের মধ্যে আনন্দ উল্লাস। নিকট আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে দেখা হা হুতাস ও কান্নার রোল। পথকলিরা (টোকাই) যখন ডাস্টবিন থেকে কাগজের টুকরা খুজতে গিয়ে পঁচা বাসী ও দুগন্ধময় বিরিয়ানী পেয়ে আনন্দে খেতে থাকে এ দৃশ্য দেখতে কতই না কষ্ট লাগে।

আশির দশকের শুরুতে ফেনী মুহাকুমা শহর থেকে জেলা শহরে রূপান্তরিত হয়। ফেনী ছোট শহর হলেও এর অনেক ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। সম্রাট শের শাহের আমলের তৈরী গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ফেনীর কেন্দ্রস্থল দিয়ে গিয়েছে। ১৯৫৮ সালে মাত্র ৬.৪৮ বর্গ কি. মি. আয়তন নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ফেনী পৌরসভার যাত্রা শুরু হয়। সময়ের প্রয়োজনে কালের বিবর্তনে মানব শিক্ষার ক্রমবিকাশের মত হাঁটি-হাঁটি পা পা করে ফেনী পৌরসভার আজকের এ অবস্থা। বর্তমানে এর আয়তন ২৭.২০ বর্গ কি. মি. এবং লোকসংখ্যা প্রায় ০৩ লক্ষাধিক। বর্তমানে ফেনী শহরে গড়ে উঠেছে হাইরাইজড বিল্ডিং, গড়ে উঠেছে মনোলোভা বিপনী বিতান। এছাড়া আন্তঃজেলা রাস্তাঘাট উন্নয়নের সাথে সাথে আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস ও চালু হয় ফলে সারা দেশের মানুষের গতিবেগ বেড়ে যায়। ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে নির্মাণ শ্রমিক (সকালে ট্রাঙ্ক রোড়ে একত্রিত হয়) রিক্সাচালক বাস ড্রাইভার, ট্রাক ড্রাইভার, ট্যাক্সি, সিএনজি, মিনিবাস সার্ভিস প্রভৃতির চাহিদা বাড়ে, ফলে বিভিন্ন ধরনের লোক তাদের নিজ জেলা ছেড়ে ফেনী শহরে পাড়ি জমায়। গ্রাম গঞ্জ হতে ভূমিহীন কৃষক থেকে শুরু করে নদী ভাঙ্গনের শিকার হাজার হাজার মানুষ নিতান্ত অসহায়ের মতো কোন কিছু আঁকড়ে ধরার জন্য পরিবার পরিজন নিয়ে এসেছে এই ফেনী শহরে। শহরে এসে তারা আশ্রয় নিয়েছে বস্তিতে। এদের চাহিদা মেটাতে বস্তির মালিকরাও আরও জোরে সোরে বস্তির সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে। স্থানান্তরিত দরিদ্র বস্তিবাসীরা গ্রাম বাংলারই সন্তান। এরা ছিল কৃষক, ব্যবসায়ী, দিনমজুর, মাঝি। সময়ের পরিবর্তনে হারিয়ে ফেলে তাদের জমি, গুটিয়ে যায় তাদের সকল আশা-ভরসা। বর্তমান অবস্থায় অধিক পরিমাণে অসন্তুষ্টির মূল কারণ হচ্ছে বস্তির পরিবেশ। কর্মসংস্থান, বাসস্থান এবং ঋণ প্রদান করলে তারা শহরে থাকতে আগ্রহী কিন্তু গ্রামে যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ৫৭.১৪% উত্তরদাতা গ্রামে ফিরে যাবার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ৪২.৮৫% উত্তরদাতা বলেছেন যে, যদি গ্রামে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তারা গ্রামে ফিরে যাবেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, জোর করে কিংবা বস্তি পুড়িয়ে, বুলডেজার দিয়ে বস্তি উচ্ছেদ করে জনগণকে গ্রামে পাঠালে তার ফলাফল আশা ব্যঞ্জক হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সুদূর-প্রসারী নীতি ও পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন।

২০১৫ সাল জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনের শেষ বছর। কিন্তু উন্নয়ন থেমে থাকার নয়, বরং এটি এক চলমান প্রক্রিয়া। তাই সুনির্দিষ্ট খাত ভিত্তিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে এমডিজি (মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল) এর স্থলে আসীন হচ্ছে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস বা এসডিজি চূড়ান্ত হওয়ার পথে এসডিজি প্রণয়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতই। উন্নয়নশীল বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসাবে এসডিজির লক্ষ্য নির্ধারণে সমঅংশীদার আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও। দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের অঙ্গীকার। দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে অবহেলিত রেখে কখনো সুষম সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। অর্থনেতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে পল্লী এলাকার লোকেরা যাতে তাদের স্ব স্ব এলাকায় বসবাস করতে পারে

সেজন্য পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বছরের যে সময়ে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী কোনই কাজ পায় না সে সময় তাদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া বাঁধ ভাঙ্গা জোরেরমত আসা শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা আরবান পার্টনারশীপ পোভারটি রিডাকশান প্রজেক্ট (ইউপিপিআরপি) নামে একটি প্রকল্প ইতিমধ্যে ফেনী পৌরসভায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, অতি সম্প্রতি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। শহর অঞ্চলে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে বলে গবেষকের বিশ্বাস।

ফেনী শহরের ছোট বড় ১২টি বস্তির পরিসংখ্যান

এডিবি সহায়তাপুষ্ট নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP) এর আওতায় নগর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও ক্ষুদ্র ঋণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক্রমিক নং	বস্তি/ দরিদ্র এলাকার নাম	অবস্থান	ওয়ার্ড নং
০১	দক্ষিণ সহদেবপুর দরিদ্র এলাকা	সহদেবপুর	০২
০২	বড় বাড়ী দরিদ্র এলাকা	কদলগাজী রোড	০৩
০৩	লতিফ মির্দা বাড়ী দরিদ্র এলাকা	কামাল হাজারী সড়ক	০৩
০৪	ফকির বাড়ী দরিদ্র এলাকা	বিরিঞ্চি	০৪
০৫	মোল্লা বাড়ী দরিদ্র এলাকা	বিরিঞ্চি	০৫
০৬	সুলতানপুর দরিদ্র এলাকা	সুলতানপুর	০৬
০৭	সুলতানপুর/বারাহিপুর বস্তি	উপজেলা অফিস সংলগ্ন	০৬/০৭
০৮	সৈয়দ নগর বস্তি	উপজেলা অফিস সংলগ্ন	০৭
০৯	বারাহিপুর দরিদ্র এলাকা	বারাহিপুর	০৮
১০	রামপুর দরিদ্র এলাকা	রামপুর আঃ হক এর দোকান সংলগ্ন	১৪
১১	পশ্চিম মধুপুর দরিদ্র এলাকা	মালেক মিয়ার বাজার সংলগ্ন	১৪
১২	মধ্যম মধুপুর দরিদ্র এলাকা	মধুপুর	১৫

(ক) মোট পরিবারের সংখ্যা = ১,২০০টি।

(খ) লোকসংখ্যা = ৮,১৮৪ জন।

(গ) স্যাটেলাইট স্কুলের সংখ্যা = ০৮টি।

(ঘ) শিক্ষিকার সংখ্যা = ০৮ জন।

(ঙ) কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা = ১২ জন।

(চ) আত্মকর্মসংস্থান মূলক ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতার সংখ্যা = ২,৩১৯ জন।

(ছ) ঋণ বিতরনের পরিমাণ = ১,৭৬,২০,০০০/=

(জ) শেল্টারসহ লেট্রিন স্থাপন = ১৪১টি।

(ঝ) টিউবওয়েল স্থাপন = ৪০টি।

(ঞ) পাকা ড্রেন নির্মাণ = ১,৬৫৮ মিটার।

(ট) ফুটপাত স্থাপন = ২,৩৭০ মিটার।

Dhaka University Institutional Repository

(ঠ) ডাস্টবিন নির্মান	=	০৯টি।
(ড) লিংক রোড় স্থাপন	=	৫,৪০০মিটার।
(ঢ) সোলার ষ্ট্রীট লাইট	=	২০টি।
(ণ) মোট দলীয় সঞ্চয়	=	৪৪,০১,৩৯৮/=
(ত) মোট আবর্তক তহবিল	=	৫০,২১,৪২৮/=
(থ) মোট প্রকল্প ব্যয়	=	১,৭০,০০,০০০/=

অর্থায়নে ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও Asian Development Bank.

তথ্যের উৎস : বাজেট বিবরণী ২০১২-১৩, ফেনী পৌরসভা, ফেনী।

এক নজরে ফেনী জেলা শহর/ ফেনী পৌরসভার তথ্যাবলী ও বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

সাধারণ তথ্য ঃ

(ক) ফেনী পৌরসভা স্থাপিত	ঃ	১০-০৩-১৯৫৮ইং
(খ) আয়তন	ঃ	২৭.২০ বর্গ কি. মি.
(গ) পৌরসভার শ্রেনী	ঃ	ক শ্রেণী।
(ঘ) ওয়ার্ড সংখ্যা	ঃ	১৮টি।
(ঙ) পৌর কাউন্সিলরদের সংখ্যা	ঃ	ক. মহিলা-০৬ জন (সংরক্ষিত আসনে) খ. পুরুষ-১৮ জন (সাধারণ ওয়ার্ডে)
(চ) লোকসংখ্যা	ঃ	ক. ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পুরুষ ঃ ৫০,৪৫৫ জন মহিলা ঃ ৪২,৩৩৯ জন মোট = ৯২, ৭৯৪ জন
(বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ০৩ লক্ষ)		
(ছ) ভোটার সংখ্যা	ঃ	পুরুষ ঃ ৩৭,২৪২ জন মহিলা ঃ ৩৫, ৯৪০ জন। মোট = ৭৩,১৮২ জন।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP) এর মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাজের প্রাপ্তি ও ব্যয় বিবরণী অর্থবছর ২০১২-২০১৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সরকার হইতে সম্ভাব্য প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ	সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
০১।	(UGIIP) প্রকল্প প্রথম পর্যায়ে সম্ভাব্য প্রাপ্যতা ব্যয়ের খাত	২,০০,০০,০০০/-			অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।
০২।	(ক) বস্তি উন্নয়ন		১,০০,০০,০০০		
	(খ) পাবলিক টয়লেট ও ডাম্পিং সাইট উন্নয়ন		৬০,০০,০০০		
	(গ) ক্ষুদ্র পানি সরবরাহ প্রকল্প ও নলকূপ স্থাপন		৪০,০০,০০০		

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প Urban partnership for poverty reduction project (UPPRP) হইতে ফেনী পৌরসভার সম্ভাব্য প্রাপ্তি ও ব্যয় বিবরণী ঃ অর্থ বছর : ২০১২-২০১৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সরকার হতে সম্ভাব্য প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ	সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
০১	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করণ প্রকল্প	৫,০০,০০,০০০/=	৫,০০,০০,০০০/=		প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন ও বরাদ্দ প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল

তথ্যের উৎস ঃ বাজেট বিবরণী ২০১২-২০১৩ ফেনী পৌরসভা, ফেনী।

৬.২ সীমাবদ্ধতা

প্রাকৃতিক গবেষণার মত সামাজিক গবেষণার ফলাফল ততটা বিজ্ঞানভিত্তিক হয় না। এ জন্য সামাজিক গবেষণার ফলাফল বেশিরভাগ অনির্দিষ্ট এবং অনেকটা অনিশ্চয়তার উপর ধারণা সৃষ্টি করতে হয়। এ প্রসঙ্গে æSaluddin M. Aminuzzaman তাঁর Introduction to Social Research গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, æSocial research in general does not produce results as precise as of the natural sciences."

সামাজিক সমস্যার মোকাবেলার মাধ্যমে সমাজের উন্নতি অগ্রগতির জন্যে সামাজিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, মানুষের আচরণ, মুল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রসূত অসুন্ধানের গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গণসচেনতা সৃষ্টিতে এবং পরিকল্পিত সুসংগঠিত ও চিন্তা প্রসূত সিদ্ধান্তগ্রহণে সামাজিক গবেষণা সহায়তা করে থাকে। সমাজকর্মীর জ্ঞান, দক্ষতা, অনুশীলনের পাশাপাশি সামাজিক গবেষণার জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একজন সমাজকর্মী তখনই সার্থক হয়ে ওঠেন যখন সে নিজেকে একজন সার্থক গবেষক হিসেবে প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু সঠিক ও নির্ভূল ভাবে যথেষ্ট আন্তরিক ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না। আন্তরিক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যে সব সীমাবদ্ধতার কারণে গবেষণা কার্যটি যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি তা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১. সমাজকল্যান ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ফেলো হিসাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সাথে গবেষণার কাজটিও শেষ করতে হয় সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। তাই একনিষ্ঠভাবে গবেষণা কর্মটি শেষ করা বেশির ভাগ সময়ই দূরহ হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গবেষণায় অনেক ভুল থেকে যায়।

২. এ গবেষণায় অধিকাংশ উত্তরদাতা অজ্ঞ ও নিরক্ষর হবার দরুণ সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। ফলে সঠিক তথ্য সরবরাহের প্রতি দায়িত্বশীল হয়নি। এ কারণে অনেক সময় নির্ভুল তথ্য সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি।

৩. এ গবেষণায় শুধুমাত্র ফেনী শহরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৪টি বস্তির জনগণের কাছ থেকে তথ্য সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে যা পুরো ফেনী শহরের সমস্ত স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব নাও করতে পারে।

৪. এ গবেষণায় সরল নির্বিচারী/দৈব চয়িতমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে উত্তরদাতা নির্বাচন করায় এখানে নমুনা বিচ্যুতি নিরুপন করা সম্ভব হয়নি।

৫. সামাজিক গবেষণার উৎস মানুষ এবং মানুষের মতামত কেন্দ্রিক। অনেক উত্তরদাতারা উত্তর দিতে পারে না বা আগ্রহী হয় না। এর ফলে উপযুক্ত উত্তর পাওয়া যায়নি এবং এ ধরনের উত্তরের অভাবে গবেষণা ফলপ্রসু হতে পারেনি।

৬. দরিদ্রতার কারণে বেশির ভাগ উত্তরদাতা যেখানে ব্যক্তিগত সাহায্য প্রাপ্তির আশা নেই, সেই সব বিষয়ে উৎসাহ বোধ করেনি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এনজিও কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণায় বারবার বস্তিবাসীদের কাছ থেকে মিথ্যা আশা দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করায় উত্তরদাতাদের মধ্যে তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ পেয়েছে।

৭. উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য তাদের নিজেদের সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর পুরোপুরি সঠিকভাবে পাওয়া গেছে এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায় না।

৮. গবেষণায় যেহেতু পরিবার প্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেহেতু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজের ফাঁকে উত্তরদাতাকে পেতে সব সময়ই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। যে কারণে তথ্য সংগ্রহে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়েছে।

৯. গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত সাক্ষাৎকার পরিবেশ খুব কম ক্ষেত্রেই পেয়েছি। উত্তরদাতাদের নিরক্ষতার কারণে তথ্যের গোপনীয়তা অনেক ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয়েছে।

১০. পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, যৌন বিষয় এবং মনোসামাজিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে উত্তরদাতা লজ্জাবোধ করেন বলিয়া খোলাখুলি আলোচনা পছন্দ করেন না।

১১. অশিক্ষিত হবার দরুণ জনগণ প্রায় সময় গুছাইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না ফলে তথ্য সংগ্রহকারীকে তার বক্তব্যকে গুছাইয়া লিখতে হয়েছে। এতে অনেক সময় মূল বক্তব্য বদলাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১২. প্রশাসনের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের অনিচ্ছা ও অনীহার কারণে অনেক সময় গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে বাধার সম্মুখীন হয়েছি। এছাড়া স্থানীয় নেতৃত্ব, যেমনঃ বস্তির সর্দার, মাতব্বর, মোড়ল, ওয়ার্ড কমিশনার, চেয়ারম্যান প্রমুখের অতিরিক্ত কর্তৃত্বপনার সম্মুখীন হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ধরনের প্রতিকুলতা ও সীমাবদ্ধতা, উপযুক্ত জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার অপর্যাপ্ততা, প্রয়োজনীয় অর্থসরবরাহের নিজস্ব সামর্থ্যহীনতা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত সতর্কতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দরদের সাথে গবেষণা কার্যটি মানসম্মত ও কার্যকর ভূমিকা পালনের উপযোগী করে তুলতে নিরলস চেষ্টা করেছি।

৬.৩ সুপারিশ

ফেনী শহরের স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের বা বস্তি সমস্যার বাস্তবতা এবং গবেষকের গবেষণালব্দ অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, বই, পত্র-পত্রিকা পাঠের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যা নিরসনকল্পে কতিপয় সুপারিশালা উপস্থাপন করা হলো ঃ

আভ্যন্তরীণ অভিগমনে বসবাসের প্রবণতা সব চাইতে বেশী দেখা যায়। গ্রাম থেকে শহরে আসার ক্ষেত্রে এর কারণ শিক্ষা, কর্মসংস্থান, শিল্প ও প্রযুক্তিগত। প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরে অভিগমন বসবাসের প্রধান প্রবণতা শহর বা শহরতলী অভিমুখী। গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রধান কারণ হিসাবে দেখা যায় চাকুরীর সুবিধা। এই চাকুরীর সুবিধা গ্রামে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

শহরের বস্তি সমস্যা প্রকট এবং ক্রমবর্ধমান। শহরের বস্তি সমস্যা মূলতঃ এখানে ব্যাপকভাবে বিরাজমান দারিদ্র্য ও গৃহায়ণ সমস্যারই একটি অংশ মাত্র। এই উভয় সমস্যা আবার সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যার গ্রাম-নগর স্থানান্তর ও অন্যান্য কারণে সৃষ্ট। ঢাকাসহ ফেনী ও অন্যান্য শহরের বস্তি সমস্যার নিরসন কার্যক্রম এমন প্রকৃতির হতে হবে যাতে, এই কার্যক্রম ভবিষ্যতে গ্রামীণ দরিদ্র জনসংখ্যার নগরমুখী অভিগমন প্রক্রিয়াকে আরো উৎসাহিত না করে।

শহরের কতিপয় সুযোগ-সুবিধা গ্রামবাসীদের আকর্ষণ করে। যেমন-গ্যাস, বিদ্যুৎ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও বিনোদন সুবিধা। গ্রামের তুলনায় শহরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং প্রশিক্ষণগত সুযোগ-সুবিধা উন্নত বিধায় ধনী কৃষক পরিবারের লোকও শহরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে দরিদ্র ও স্বচ্ছল উভয় শ্রেণী একত্রিত হয়ে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে। এ জন্য গ্রামে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে-

- ভূমি সংস্থান করা।
- ভৌত পরিবেশ নির্মাণ ও সুবিধাদি, যথা-রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, স্নানাগার, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি ব্যবস্থা করা।
- আশ্রয় সংস্থান কিংবা গৃহায়নে সহায়তা করা।
- কর্মসংস্থান করা, উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, কর্মজীবি মায়েদের সন্তানদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা, বিশেষত মহিলা ও শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- বৈধ বিনোদনের ব্যবস্থা করা বিশেষ করে বয়স্কদের জন্য ক্লাব গড়ে তোলা।
- সামাজিক সংগঠন সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
- শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।
- সরকারের বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- শহরের বস্তি সমস্যা সমাধান কল্পে দ্বিমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এর একটি হবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শহরে আসতে নিরুসাহিত করা, দ্বিতীয়টি হবে বর্তমান শহরে দরিদ্র শ্রেণী যারা অবস্থান করছে তাদের উন্নয়ন।
- প্রত্যেক সমাজেই নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। গ্রামের যে সকল উঠতি বয়সের ছেলেরা শহরে এসে ভীড় জমায়। তারা কাজের সন্ধানে নানা জায়গায় ঘোরাফিরা করে। কাজ না পাওয়ার ফলে তারা মদ, জুয়া, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন-খারাবি ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়। এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি যে কোন বিবেচনায় চূড়ান্ত অবক্ষয়জনিত মানসিকতারই পরিচায়ক। এর সঙ্গে যে সার্বিক মানসিক ও সামাজিক বিপর্যয় বিষয়ও জড়িত রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

- সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ধস নামায় তরুণ প্রজন্মে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকান্ড করার প্রবণতা বাড়ছে। ঘটনার নায়করা কি উন্মাদগ্রস্ততা থেকে এধরনের হত্যা কান্ড ঘটাচ্ছে, নাকি কোন সামাজিক কারণে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উন্মাদনার শিকার হচ্ছে, তা নিয়েও গবেষণা করে হদ্দ হচ্ছে বিজ্ঞানীরা। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এসব কি প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠা অতি আধুনিক জীবন যাত্রার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া? এ প্রশ্ন এখন গুরুত্ব হয়ে দেখা দিয়েছে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশ ও নগর গুলোতেও। প্রসঙ্গত, আমেরিকা ও ইউরোপিও অন্যান্য দেশে সাধারণ আগ্নেয়াস্ত্র অনেকটা খেলনার সামিল। যে কেউ এগুলোর মালিকানা পেতে পারে। এ থেকে বিশেষ করে টিনএজার তথা তরুণ প্রজন্ম তার স্বপ্নের জগতের বাসিন্দা হয়ে যায়। এজন্য তারা উসকানি পায় তাদেরই চারপাশের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় থেকে। থ্রিল, অ্যাডভেঞ্চার ও নানা জাতের বিকৃতিতে ঠাসা সিনেমা, পর্ণোগ্রাফি, মাদক ইত্যাদির উন্মুক্ত বাজার ক্রমেই বড় করে তুলে তাদের স্বপ্নচারিতার বৃত্ত। ফলে কিশোর অপরাধ অনেক সময় প্রচলিত সামাজিক মুল্যবোধকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে পা রাখে ভয়ঙ্কর অপরাধ জগতে। দরিদ্র জনগনের শহরমুখী স্থানান্তরের কারণে আমাদের দেশেও ক্রমাগত শিশু-কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে তাই রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেয়া বেশী জরুরী।
- গ্রাম থেকে বিকলাঙ্গ, মুক ও বধির, বৃদ্ধ লোকেরা শহরে স্থানান্তরিত হয়ে কোন কাজ পায় না। ফলে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। এ জন্য শহরে ভিক্ষুক সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য ভিক্ষুকদের পূর্ণবাসন করা জরুরী।
- শহরে আসা দরিদ্র জনগনের উন্নয়নে সামগ্রিক দায়িত্ব একটি সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকবে। জেলা সদর পৌরসভা এর জন্য উপযুক্ত সংস্থা। একই সাথে উন্নয়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী, সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কমিটির উপর ন্যস্ত থাকতে পারে।
- শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগনের বহুমুখী সমস্যা নিরসনে ও উন্নয়নে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত অংশ গ্রহণের (আর্থিক অংশ গ্রহণসহ) উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
- শহর ও শহরতলী এলাকায় পূনর্বাসিত পরিবারদের ভূমিমালিকানা স্বত্ব দেয়া উচিৎ হবে না। এই এলাকার বাইরে যে সমস্ত পূনর্বাসন এলাকা, উপশহর স্থাপিত হবে সে সব জায়গায়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমির মালিকানা দেবার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। যে ক্ষেত্রে গৃহ সংস্থান করা হবে, সেক্ষেত্রে ঘরের ভাড়া নেয়া উচিৎ। ঘরের ভাড়া পুনর্বাসিত পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করা উচিত। পরিকল্পনার আওতার মধ্যে অস্থায়ীভাবে বস্তিবাসীদেরও নিজ খরচে ঘর তুলতে দেয়া উচিৎ। এ জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ ব্যবস্থা করতে হবে।

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কার্যক্রমে জমির সংস্থান এবং তাদের বাসস্থানের ভৌত পরিবেশ উন্নয়ন, গৃহায়নসহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম খুবই সুলভ ও যথাসম্ভব স্বল্পব্যয় ভিত্তিক হতে হবে যাতে মাথা পিছু ভর্তূকী সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়।
- শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য জাতীয় উৎস ছাড়াও, বিশ্ব ব্যাংক, এ.ডি.বি, আই.ডি বি, ইউ এন ডি. পি, ইউনিসেফ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য নেয়া যায়। এছাড়াও দেশী বিদেশী এনজিও লায়ন্স, রোটারী প্রভৃতি সার্ভিস ক্লাব এবং দেশীয় বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে এদের উন্নয়নে অর্থ ও উপকরণ সাহায্য প্রদানে উৎসাহিত করা যায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেরাও সামর্থানুযায়ী আর্থিকভাবে অংশ গ্রহণ করবে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক কনস্ট্রাকশন ফার্ম বা গৃহনির্মাণ ও রিয়েল এস্টেট কোম্পানীকে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করা যায়।
- পর্যায়ক্রমে সকল বস্তিবাসীদের বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে। প্রত্যাবাসন ইচ্ছুক পরিবারগুলোর পূনর্বাসনের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকগণকে প্রদান করতে হবে। ঢাকা জেলা প্রশাসন এ সকল পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করে কোন্ পরিবার কোন্ জেলায় প্রত্যাবর্তন করবে তা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে জানিয়ে দিয়ে পরিবার গুলোকে স্ব স্ব এলাকায় পৌছে দেবার দায়িত্ব পালন করবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ভূমি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে এ সকল পরিবারকে জেলা শহর বা গ্রামগুলোতে পৌর পল্লী বা গ্রাম স্থাপন করে এবং খাস জমি বন্টনের মাধ্যমে পুনর্বাসন করতে পারে।
- স্থানান্তরিত দরিদ্র বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। ব্যয়বহুল ও সংবেদনশীল বিধায় এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।
- প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরের কেন্দ্রস্থলের সকল গামেন্টস শিল্পকারখানাকে উপজেলা পর্যায়ে যেখানে ভৌত সুযোগ সুবিধা ও যাতায়তের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে স্থানান্তর করা উচিৎ। যেমন ফেনীর দাগনভূঁঞার মহাসড়ক সংলগ্ন এলাকায়।

এ রকম এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপন করলে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজ এলাকায় ফিরে যাবে এবং গ্রামীণ জনগণের শহরে আসা নিরুৎসাহিত হবে।

- নগরগুলোর পশ্চাদঞ্চল, শহরতলী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে ঐ সকল এলাকায় অধিবাসীগন যাতে নগরগুলোতে অবস্থিত কর্মস্থলে প্রতিদিন যাতায়াত করতে পারে সে ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ঐ দায়িত্ব বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ নৌ পরিবহন সংস্থা এবং বাংলাদেশ রেলওয়েকে বহন করতে হবে।
- কোন এলাকায় যাতে নতুন করে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণেরা বস্তি গড়ে তুলতে না পারে সে জন্য কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থাপনাও গড়ে তোলা যেতে পারে। এর মাধ্যমে পুলিশ এলাকাবাসীদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলে জনগণের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়সহযোগিতায় নতুন বস্তি স্থাপন বন্ধ করতে এবং বস্তি এলাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৬.৪ উপসংহার

জানা বিষয়কে বিস্তারিত ভাবে জানা তার নাম হলো গবেষণা। অর্থাৎ গবেষণা হচ্ছে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোজন। সাধারণ অর্থে গবেষণা হল সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলা যেতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, গবেষণা হল বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের একটি কলা বা আর্ট। তবে গবেষণা কর্ম সম্পাদন ছাড়া এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা যায় না। গবেষণা শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে গবেষণা কর্ম সম্পাদন ছাড়া অভিজ্ঞ গবেষক হওয়া যায় না। শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগণের সমস্যার উপর আলোকপাত করায় গবেষণাটি সময়োপযোগী হয়েছে বলে বিশ্বাস করি।

ফেনী শহরের স্থানান্তিরত দরিদ্র জনগণের তুলনায় তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তরদাতা ও সময়সীমা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছিল। এ ক্ষেত্রে শুধু মাত্র শহরের ৪টি এলাকা থেকে উত্তরদাতাদের বেছে নেয়া অনেকটা প্রতিনিধিত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে কিন্তু যেহেতু সকল বস্তির অবস্থা প্রায় একই রকম তাই গবেষকের সময়সীমা ও সামর্থের প্রেক্ষিতে তা যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে গবেষকের অভিজ্ঞতার অভাব ও কার্যক্রমের সঠিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে চূড়ান্ত থিসিস তৈরীতে দেরী হয়েছে। তারপরও তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের প্রেক্ষাপটে অনেক সমৃদ্ধ করেছে বলে দাবী করতে পারি।

গ্রাম থেকে দরিদ্র জনগণ শহরে এসে তাদের আয় বেড়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। আয়ের কথা বিবেচনা করে তারা বস্তিতে থাকছে, কিন্তু এখানে থেকে তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা এ পরিবেশ থেকে বাঁচতে চায়, কিন্তু তাদের যাবার মত কোন পথ নেই। কেইস স্টাডির মাধ্যমে তাদের বৈচিত্রময় ও সংগ্রামমুখর জীবনের কথা জানতে ও দেখতে পেরেছি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাতের চাহিদা পুরণ করছে ঠিকই কিন্তু আলোঝলমল এ শহর তাদের সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারেনি, পারেনি তাদের কৌলীন্য ও আভিযাত্যকে টিকিয়ে রাখতে। আজ তারা অবহেলিত, ঘৃণিত, বঞ্চিত, আশ্রাফুল মাখ্‌লুকাত হয়েও নিচু শ্রেণীর জীব হিসেবে মানবেতর জীবন নিয়ে বেঁচে আছে কোন রকমে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সারা বিশ্ব আজ আলোড়িত এবং প্রাচুর্যে ভরপুর মনে হলেও মানুষের মনে পুরোপুরি শান্তি এবং স্বস্থির ভাব আজও আসেনি। নীতি এখান থেকে নির্বাসিত, আদর্শ অস্তমিত, ন্যায়কে পরাভূত করছে অন্যায়, সত্যকে আচ্ছাদিত করছে মিথ্যা, এমনিতর হাজারো মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে মানবাধিকার লুন্ঠিত হচ্ছে প্রতি পদে পদে। এ অবক্ষয় নগরের

জীবনকে অক্টোপাসের মত ঘিরে রেখেছে। এই অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্খিত এবং অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে শহরে স্থানান্তরিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের পাশে দাড়াতে হবে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে। তারাও এ সমাজেরই মানুষ। প্রয়োজনের তাগিদে বা বেঁচে থাকার স্বার্থে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। আমরা তাদেরকে নিয়ে কঠিন ও জটিল কাজ করাচ্ছি অথচ তাদেরকে মানুষ হিসেবে মূল্য দিচ্ছি না। একদিন তাদেরও গ্রামে অবস্থান ছিল, ছিল গোয়াল ভরা গরু, ও পুকুর ভরা মাছ। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আর আমাদের তৈরী শ্রেণী করণে আজ তারা নিঃস্ব, অসহায় কাঙ্গাল। আমরা বস্তি পুড়িয়ে দিচ্ছি, বুলডেজার দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছি তাদের থাকার ঘর, হকার উচ্ছেদেও ত্রুটি করছি না। কিন্তু তারাও এদেশেরই নাগরিক, তাদেরও বাসস্থান ও কর্মের অধিকার আছে, আছে তাদের ক্ষুদ পিপাসায় খাদ্য ও পানীয়ের এ সত্যটি সবাইকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা যদি তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেই, তাদেরকে সমাজের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করি তবেই তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে। সমাজের দরিদ্র অবহেলিত শ্রেণীর প্রতি রাষ্ট্রের করণীয় রয়েছে এ কথা রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে হবে। যদি রাষ্ট্র এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে উক্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

আলোচ্য গবেষণায় যৎসামান্য হলেও শহরে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। পাহাড়সম অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হওয়ায় আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি মহান আল্লাহর কাছে। আশা করি গবেষণা কর্মটি গবেষণা জগতের ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

ADB= Asian Development Bank

ASA = Association For Social Advancement

BLAST = Bangladesh Legal Services Trust

DDHS = Bangladesh Demographic And Health Survey

BBS = Bangladesh Bureau of Statistics

BER = Bangladesh Economic Review

BIDS = Bangladesh Institute of Development Studies

BRAC = Bangladesh Rural Advancement Committee.

CBR = Crude Birth Rate

CDR = Crude Death Rate

CUS = Centre For Urban Studies

DMC = Dhaka Municipal Corporation

ESCAP = Economic And Social Commission for Asia And Pacific

FFYP= Fifth Five Year Plan

GOB= Government of Bangladesh

HDI = Human Development Index

ICDDRB =International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh

ICPD = International Conference on Population and Development

IMR = Infant Mortality Rate

MCH = Maternal Child Health Care

MDG = Millennium Development Goals

NAP = National Action Plan

NGO= Non-Government Organization

NRR = Net Reproductive Rate

PFA = Platform For Action

PHC = Primary Health Care

RAJUK = Rajdhani Unnayan Kartripakya

SMA = Statistical Metropolitan Area

SDG= Sustainable Development Goals

TFR = Total Fertility Rate

UCEP = Under Privileged Children's Educational Programme

UPPRP = Urban Partnership for Poverty Reduction Project

UN = United Nation

UNDP = United Nations Development Programme

UNFPA = United Nations Found for Population Agency

UNICEF =United Nations Children's Emergency Fund

USAID = United State of America Institute of Development

WASA= Water Supply and Sewerage Authority

WHO = World Health Organization

WORLD Bank = An International financial Institutions

WCW = World Conference of Women

তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জী

ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল (২০৮), সামাজিক গবেষণা, ঢাকা, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স।

ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল (২০০৯) সামাজিক গবেষণায় পরিসংখ্যান পার্ট- ১, ঢাকা -১২০৫, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স।

ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল (২০০৯), জনবিজ্ঞান ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা, ঢাকা-১২০৫, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স।

ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল (২০০৯), মানবসম্পদ উন্নয়ন, ঢাকা-১২০৫, তাসমিয়া পাবলিকেসন্স।

ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল (২০০৭), সমাজ ও পরিবেশ, ঢাকা-১১০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

ইসলাম, ড. মোঃ নুরুল (২০০৪), সমাজকর্মের প্রাসঙ্গিক প্রত্যয় প্রক্রিয়া ও তত্ত্ব, ঢাকা-১১০০, নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

ইসলাম, নজরুল ও বাকী, মোঃ আব্দুল (১৯৯৬), ভূগোল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

করিম, ড. নাজমুল (২০০৮), সামাজ বিজ্ঞান সমীক্ষণ, ঢাকা, নওরোজ কিতাব বিতান।

খান মোঃ আক্তার হোসেন ও আজম, মোঃ গাওছুল (২০০৬) সামাজিক জনবিজ্ঞান, ঢাকা-১১০০, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স।

খান, মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ (২০০৭), সামাজিক পরিবর্তন, ঢাকা-১১০০, কবির পাবলিকেশন্স।

খান, ফজলুর রশিদ (২০০৪) সমাজ বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, ঢাকা, শিরীন পাবলিকেশন্স।

খান, মোশারফ হোসেন (২০০৩-২০০৫), সেমিনার স্মারক গ্রন্থ, সেমিনার বিভাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক রিসার্স সেন্টার।

তপন, ড. শাহজাহান (১৯৯৩), থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল,ঢাকা প্রতিভা প্রকাশনি।

নাহার, বেগম আজিজুন (১৯৮৮), "বাংলাদেশের শহুরে দারিদ্র্য অবলোকন",শহরের দুটি বস্তি এলাকা ভিত্তিক প্রতিবেদন, ঢাকা, অডিটরীচ ট্রেনিং পোগ্রাম।

বেগম, নাজরিন নুর (১৯৮৮), সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, ঢাকা-১২০৫, নলেজ ভিউ।

বর্মণ, রেবতী (২০০৯), সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ, ঢাকা, বুক ক্লাব।

মিয়া, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ মূল- রুশো জাঁ য্যাক (১৯৮০), সমাজ সংস্থা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

রহমান, এস এস এম আতীকুর ও শওকতুজ্জামান সৈয়দ (১৯৯৪), সমাজ গবেষনা পদ্ধতি, ঢাকা, প্রভাতী প্রকাশনী।

রহমান, ড. মুহাম্মদ হাবিবুর (১৯৯২), সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, ঢাকা, হাসান বুক হাউস।

রহমান, গাজী শামছুর (১৯৯৪), মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার, ৩৪ বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা।

রহমান, গাজী শামছুর (১৯৯৪), নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন, ৩৪, বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা।

রহমান, মোহাম্মদ হাবিবুর (২০০২), সমাজকর্ম, বাংলাবাজার, ঢাকা, অনন্যা।

রহমান, রুশিদান ইসলাম (১৯৯৭), দারিদ্র্য ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা।

শফিক, মাহমুদ (২০০২), দারিদ্র্য ও উন্নয়ন, ঢাকা, নওরোজ সাহিত্য সংসদ।

সিদ্দিকী, ড. কামাল (২০০২), বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্য স্বরূপ ও সমাধান, ঢাকা, শোভা প্রকাশক।

সেন, ড. রংগলাল (২০০৮), বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স।

সামাদ, ড. মুহাম্মদ (২০০৩), বাংলাদেশে গ্রামীন দারিদ্য মোচনে এনজিওর ভূমিকা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

সেন্ডেল, ভেনামভান (১৯৯৪) , গ্রামীন বাংলাদেশে কৃষক গতিশীলতা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হাসান, মোস্তাফা ও হোসেন, মোঃ আবুল (১৯৯৯), পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন, ঢাকা, গতিধারা প্রকাশনী।

হোসেন, কাজী তবারক, (১৯৯৮), বাংলাদেশের গ্রাম, ঢাকা, সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

Aminuzzaman, Salauddin M (1991), Introduction to social Research, Dhaka, Bangladesh Publishers.

Berelson, B. R. and Lazarsfeld, P. E (1995), The Analysis of communication content, preliminary draft (MIMC) University students kontor oslo.

C. B Nam (ed)_ 1968) Population and society, Boston, Houghton Mifflin company.

Conover, W. J. (1980), Practical Nonparametric statistics (1980), 2nd Ed, New York John wiley and sons.

Devi, laxmi (ed) (1997), Encyclopedia of Social Research, Vol-1, Institute for sustainable Development lactnow.

Encyclopedia of social work in India (1987), Vol: 3, Ministry of social welfare, Government of India

Encyclopedia of social work 9th edition, National Association of Social at workers Washington D C

Friedlander, Walter A (1968), Introduction to social welfare, New Delhi, Printice Hall of India.

Gilbert, Alam and Gugler Josef, Cities (1982), poverty and Developement urbanization in the third world, London, Oxford University press.

Huq, Ameerul (1976), Exploitation and the Rural poor, Comilla, Bangladesh Academy for Rural Development

Halim M abdul (1995), Women crisis within family in Bangladesh, Dhaka-1000, The Bangladesh society for the enforcement of human rights (DSEHR)

Islam, Nazrul (1974), Squatters in Bangladesh citiey, Dhaka, Urban Development directorate.

Jaggins, Jamic et al Extension (1977), Planning and the poor, London, Overseas development Institute

Khan, Azizur Rahman (1972), The Economy of Bangladesh, London, Macmillan Press Ltd.

Lippit, Roneld Jeane, Watson and Brace, westty (1958) the Dynamics of planned change.

Miah Ahmadullah etal (1975), social stratification and social welfare services, Dhaka, Institute of social welfare and research Dhaka University.

Maciver, R. M. and page, H. Charles (1990) Society An Introductory Analysis, Madras, V N Rao at Macmillan Indian press.

Warner D (1988), Public Health Poverty and Employment A Challenge, Switzerland, IFDA-Dossier.

Bangladesh Bureau of Statistics (2011), Bangladesh population census, Dhaka-2011.

Ganet Bryan and Other (2006) Exploring the dynamics of Extreme poverty in Rural Bangladesh: A qualitative study, Dhaka.

Statistical pocket book of Bangladesh : 2009

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২।

“শহরে দারিদ্য বস্তিজীবন ও কিছু চিত্র” বিচিত্রা, মজুমদার পাল, ১৮ বর্ষ ৪২, সংখ্যা (২ মার্চ, ১৯৯০)

“দরিদ্র নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা’ দি জার্নাল অব সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, মোহাম্মদ শাহীন খান, শাহনাজ পারভীন পৃষ্ঠা-১১৯, বর্ষ -১৭, সংখ্যা-১, জুন-২০০৬।

“বাংলাদেশে অপরাধ সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডের ধরন” ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় পত্রিকা, ফাতেমা রেজিনা, পৃষ্ঠা-১০৫, সংখ্যা-৮৯, আক্টোবর-২০০৭।

একটি মুসলিম দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন, মাসিক পৃথিবী, মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-২৭, বর্ষ -২৮, সংখ্যা-২, নভেম্বর ২০০৮।

বিশ্বজনসংখ্যা রিপোর্ট-২০১২।

টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশ” কারেন্ট অ্যাফেয়াস, বর্ষ-১৮ সংখ্যা-২০২, এপ্রিল-২০১৩।

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, বর্ষ -১৮, সংখ্যা-২০১, মার্চ-২০১৩।

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই-২০০১।

দৈনিক আমার দেশ, ১৭ ডিসম্বের ২০১২।

সাপ্তাহিক ফেনীর গৌরব, ষষ্ঠ বর্ষ,সংখ্যা-১১, ১৪ মে-২০১৩।

মাসিক পৃথিবী, নভেম্বর-২০০৮।

বাজেট বিবরণী ২০১২-২০১৩ ফেনী, পৌরসভা, ফেণী।

গ্রাফোস ম্যানের নতুন ভূচিত্রাবলী, অষ্টম সংস্করণ, জানু ২০১০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনীসহ)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

সাক্ষাৎকার অনুসূচী

পরিশিষ্ট -১ঃ সাক্ষাৎকার অনুসূচী

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

"শহরে স্থানন্তরিত দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণমূলক একটি সমীক্ষা"

ফেনী জেলা শহর প্রেক্ষিত এর উপর একটি সমীক্ষার প্রশ্নমালা।

(সংগৃহীত তথ্যমালা কেবলমাত্র এম. ফিল. গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

অনুসূচী নং : **বস্তির নাম ঃ......................................**

[পরিবার প্রধানের সহিত সাক্ষাৎকার]

পরিচিতি ঃ

১. উত্তর দাতা/দাত্রীর নাম ঃ ....

২. বর্তমান ঠিকানা ঃ ....

৩. স্থায়ী ঠিকানা ঃ ....

৪. জনমিতিক তথ্যাবলী

উত্তরদাতার নিজের ও পরিবারিক তথ্যঃ

ক্রমিক নং	নাম	উক্তদাতার সাথে সম্পর্ক	লিঙ্গ	বর্তমান বয়স (বছর)	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মাসিক আয়
০১							
০২							
০৩							
০৪							
০৫							

০৬							

৫. ধর্ম ঃ ....

স্থানান্তরিত পূর্ববর্তী তথ্যাবলী ঃ

৬. আপনার নিজস্ব কোন বাসস্থান ছিল কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে ধরন নির্দিষ্ট করুন ঃ

☐ পাকা ☐ আধাপাকা ☐ কাঁচা ☐ অন্যান্য।

৭. আপনার নিজস্ব জমির মালিকানা ছিল কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না

উত্তর হ্যাঁ হলে পরিমান নির্দিষ্ট করুণ ঃ

☐ বসত বাড়ী--------- ☐ চাষযোগ্য-------- ☐ অন্যান্য । মোট ঃ ----

৮. প্রতিবেশীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল বলুন ঃ

☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ খারাপ

স্থানান্তর সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

৯. আপনার ফেনী শহরে আসার কারণ সম্পর্কে বলুন ঃ

☐ কর্মের সন্ধানে ☐ প্রকট দারিদ্র্য ☐ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

☐ ঋণ বদ্ধতা ☐ গ্রামীণ দ্বন্দ্ব ☐ অন্যান্য।

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলী ঃ

১০. আপনি বর্তমান স্থানে কত দিন ধরে আছেন?

বছর----------- মাস-------

১১. আপনি প্রতি মাসে কত টাকা বাড়ী ভাড়া দিচ্ছেন?

= ---------- টাকা।

১২. আপনার পরিবারের ধরণ সম্পর্কে বলুন ঃ

☐ একক ☐ যৌথ ☐ অন্যান্য।

১৩. বর্তমানে ফেনী শহরে কিংবা গ্রামে আপনার কোন সম্পত্তি আছে কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

উত্তর হ্যাঁ হলে ঃ ☐ বসত বাড়ী--------

Dhaka University Institutional Repository

☐ চাষযোগ্য-------- ☐ অন্যান্য------ মোট--------।

১৪. আপনি নিজে কোন ঋণ নিয়েছেন কিনা?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

(ক) হ্যাঁ হলে ঋণের পরিমাণ কত? -------- টাকা।

(খ) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম বলুন ঃ ------------------।

১৫. নিজের ও পারিবারিক তথ্য প্রদান করুন ঃ

ক্রমিক নং	নাম	প্রধান পেশা	অন্যান্য পেশা	কাজের সময়	যাতায়াত	প্রশিক্ষণ	মাসিক আয়
০১							
০২							
০৩							
০৪							
০৫							
০৬							

সামাজিক তথ্যাবলী

১৬. আপনার সন্তান পড়ালেখার জন্য কোন সাহায্য পান কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না।

(ক) হ্যাঁ হলে, কেমন সাহায্য? ☐নগদ অর্থ ☐ বইখাতা ☐ বস্ত্র সামগ্রী ☐ বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ ☐ অন্যান্য।

(খ) সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান ঃ ☐ সরকারী ☐ বেসরকারী ☐ ব্যক্তি ☐ এনজিও।

১৭. বর্তমানে আপনি অথবা পরিবারের অন্য কেহ কোন শারীরিক অসুস্থাতায় ভুগছেন কি?

☐ হ্যাঁ ☐ না।

(ক) হ্যাঁ হলে কি অসুস্থতা? --------------।

(খ) কত দিন যাবৎ ভুগছেন? -------বছর -------মাস।

(গ) কোথায় বা কার কাছে চিকিৎসা করাচ্ছেন? ☐ সরকারী হাসপাতাল

☐ ক্লিনিক ☐ হোমিও ডাক্তার ☐ ডিগ্রিধারী এ্যালোপাথিক ডাক্তার ☐ হাতুড়ে ডাক্তার ☐ হেকিম/আয়ুর্বেদীয় ☐ কবিরাজ ☐ অন্যান্য ☐ কোন চিকিৎসা করানো হচ্ছে না।

১৮. স্থানান্তরিত হবার কারণে বর্তমানে আপনি কি কোন মনোসামাজিক সমস্যায় ভুগছেন কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না ।

(ক) হ্যাঁ হলে কোনটি? ☐ সামঞ্জস্যহীনতা ☐ হতাশা ☐ নিরাপত্তহীনতা ☐ হীনমন্যতা ☐ পারিবারিক ও সামাজিক অবহেলা ☐ সামাজিক চাপ ☐ সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা ☐ সামাজিক অস্থিতিশীলতা ☐ অন্যান্য ☐ নিরুত্তর।

১৯. ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ডে আপনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন কি?

☐ নিয়মিত ☐ মাঝে মাঝে ☐ মোটেই করি না।

২০. আপনি বর্তমানে কোন ধূমপান বা তামাক সেবন করেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না।

(ক) উত্তর হ্যাঁ হলে কি ধরনের? ☐ বিড়ি ☐ সিগারেট ☐ হুক্কা ☐ পানের সাথে জর্দা ☐ তামাক পাতা।

২১. আপনি কি কোন প্রকার পরিবার রিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করছেন কিনা?

স্বামীঃ ☐ হ্যাঁ ☐ না।

স্ত্রী ঃ ☐ হ্যাঁ ☐ না।

(ক) উত্তর হ্যাঁ হলে কি পদ্ধতি গ্রহণ করছেন?

☐ পিল ☐ লাইগেশান ☐ কনডম ☐ ভেসেকটমী ☐ নিরাপদ সময়ের ব্যবহার ☐ জেলি ☐ ব্রেস্ট ফিডিং।

২২. আপনি অথবা পরিবারের কেউ যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না।

২৩. আপনি অবসর সময় কিভাবে কাটান? ☐ টেলিভিশন দেখে ☐ রেডিও শুনে ☐ সিনেমা দেখে ☐ বই পড়া ☐ গল্প করে ☐ ঘুমিয়ে ☐ সন্তান লালন পালন করে ☐ অন্যান্য ☐ যাত্রা দেখে ☐ তাস খেলে ☐ ক্রামবোর্ড খেলে ☐ ব্যান্ড সংগীত।

২৪. স্থানীয় সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কিনা?

☐ নিয়মিত ☐ মাঝে মধ্যে ☐ ডাকা হয় না।

২৫. আপনার বর্তমান অবস্থায় আপনি কি?

☐ সন্তুষ্ট ☐ মোটামুটি ☐ অসন্তুষ্ট।

২৬. আপনার অতীত অবস্থায় আপনি কি?

☐ সন্তুষ্ট ☐ অসন্তুষ্ট ছিলেন?

Dhaka University Institutional Repository

২৭. আপনার বস্তির আইনগত অবস্থা বলুন ঃ

(ক) ☐ ভাল ☐ খারাপ ☐ খুবই খারাপ

(খ) খারাপ হলে ঃ ☐ ড্রাগ ব্যবসা ☐ চুরি ডাকাতি ☐ ধর্ষণ ☐ পতিতাবৃত্তি ☐ হত্যা ☐ আত্মহত্যা ☐ হাইজ্যাক ☐ নারী নির্যাতন ☐ পুরুষ নির্যাতন ☐ নারী পাচার ☐ নেশার আড্ডা ☐ অন্যান্য ☐ জুয়া।

২৮. আপনি কি গ্রামে ফিরে যেতে আগ্রহী? (ক) ☐ হ্যাঁ ☐ না।

(খ) আপনার গ্রামে ফিরে যেতে সরকারের করণীয় সম্পর্কে আপনার পরামর্শ বলুন ঃ ☐ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা ☐ কর্মসংস্থান ☐ আর্থিক আয়ের ব্যবস্থা করা ☐ অন্যান্য।

২৯. মাসের শেষে আপনার নিকট কোন উদ্বৃত্ত টাকা থাকে কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না।

(ক) হ্যাঁ হলে সে টাকা কি করেন? ☐ খরচ করেন ☐ জমা করেন।

৩০. আপনার ঘরের আয়তন কত? ---------- বর্গফুট।

৩১. আপনার বাসস্থানে কি কি নাগরিক সুবিধা পান?

(ক) বিদ্যুৎ ঃ ☐ আছে ☐ নেই ☐ মাঝে মধ্যে ☐ সব সময় থাকে।

(খ) গ্যাস ঃ ☐ আছে ☐ নেই ☐ মাঝে মধ্যে ☐ সব সময় থাকে।

৩২. উত্তর দাতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকারীর পর্যবেক্ষণ ঃ

(ক) সাধারণ স্বাস্থ্য ঃ ☐ ভাল ☐ মোটামুটি ☐ অসুস্থ।

(খ) পোশাক পরিচ্ছেদ ঃ ☐ পরিচ্ছন্ন ☐ মোটামুটি ☐ অপরিচ্ছন্ন।

(গ) মনোযোগ/ আগ্রহ ঃ ☐ গভীর ☐ মোটামুটি ☐ অনাগ্রহী।

(ঘ) আবেগের মাত্রা ঃ ☐ তীব্র ☐ মাঝামাঝি ☐ স্বল্প।

(ঙ) তথ্য দানে সহযোগিতা ঃ ☐ তথ্য সংগোপনের মানসিকতা ☐ ভ্রান্ত তথ্য প্রদানের প্রবণতা ☐ স্বাভাবিক সহযোগিতাদান ☐ অসহযোগিতা।

৩৩. বস্তি থেকে সন্ত্রাস ও অপরাধ দূর করতে কি উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে?

☐ গবেষকদের প্রচেষ্টা ☐ সমাজকর্মীদের প্রচেষ্টা

☐ রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪.　আপনাদের কল্যাণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে বলুন ঃ

☐ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ☐ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

☐ সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা ☐ ঋণ দেয়া

☐ ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো

☐ বয়স্কদের জন্য ক্লাব তৈরী।

ধৈর্য্য সহকারে উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

______________________ 　　______________________

সুপার ভাইজারের স্বাক্ষর ও তারিখ 　　তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

মানচিত্র

২. ক বাংলাদেশ নগর জনসংখ্যা ও পরিবারের আকার-২০০১।

২. খ ফেণী জেলা (প্রশাসনিক ইউনিট)

২. গ বস্তি এবং অননুমোদিত বসতি (গবেষণা এলাকা)

২. ঘ ফেনী পৌর এলাকার মানচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

২. ক বাংলাদেশ নগর জনসংখ্যা ও পরিবারের আকার-২০০১।

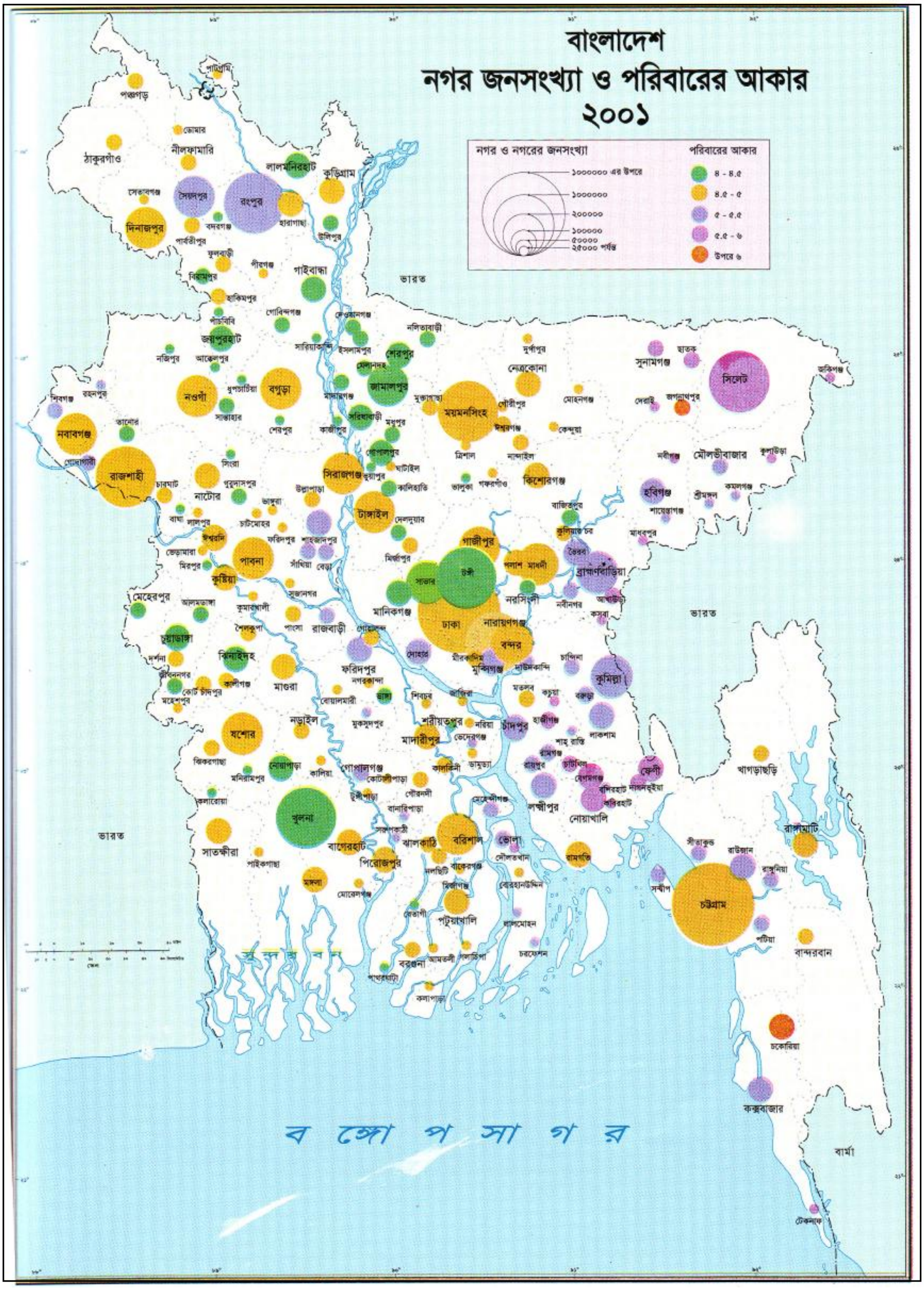

সুত্রঃ প্রাথমিক রিপোর্ট, আদমশুমারী-২০০১ইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো।

Dhaka University Institutional Repository

২. খ ফেনী জেলা (প্রশাসনিক ইউনিট)

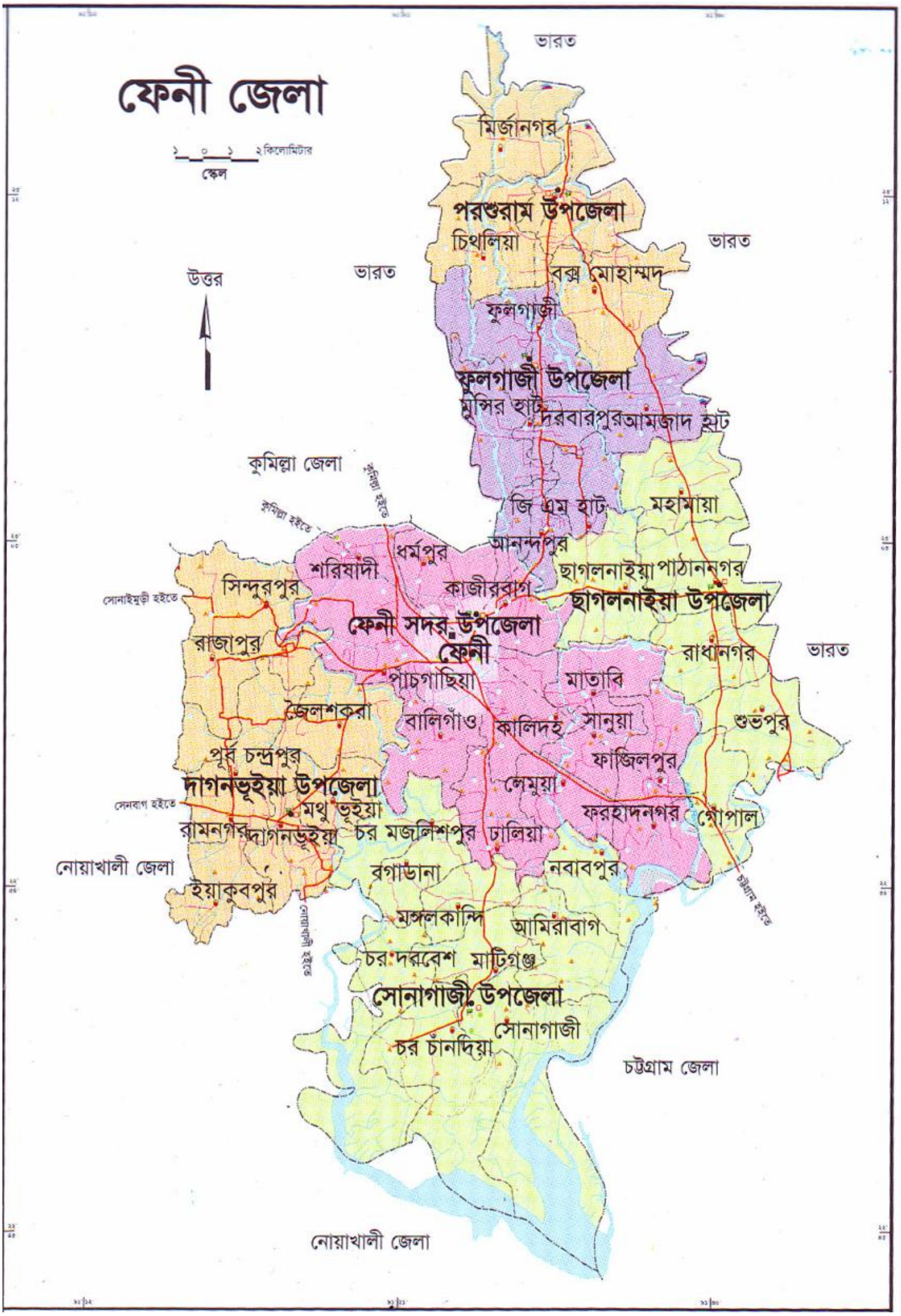

সুত্রঃ প্রাথমিক রিপোর্ট, আদমশুমারী-২০০১ইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ ব্যুরো।

২.গ বস্তি এবং অননুমোদিত বসতি (গবেষণা এলাকা)

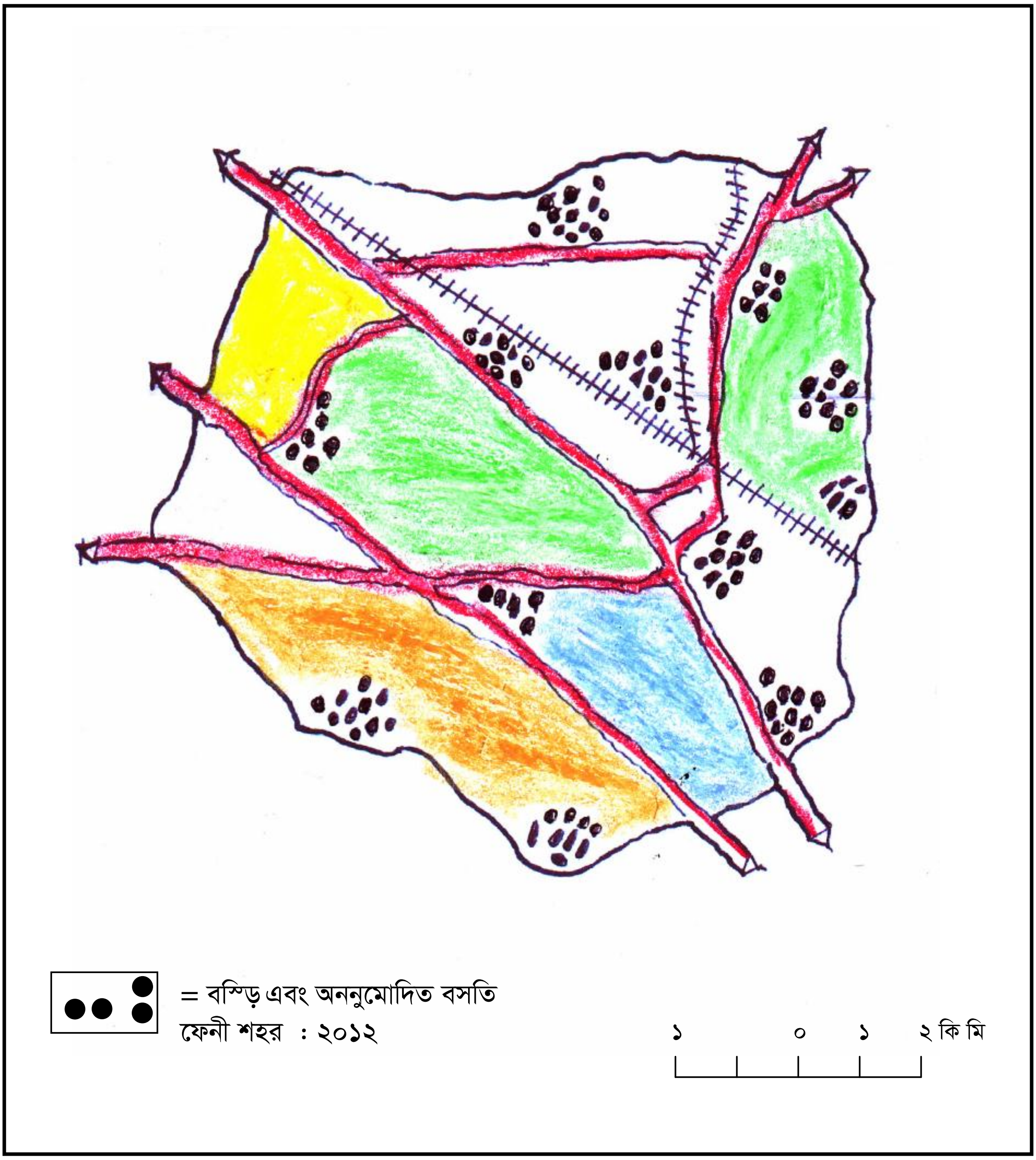

সূত্রঃ বাজেট বিবরনী -২০১২-১৩, ফেণী পৌরসভা, ফেনী।

২. ঘ ফেনী পৌর এলাকার মানচিত্র।

সূত্রঃ বাজেট বিবরনী -২০১২-১৩, ফেণী পৌরসভা, ফেনী।